১৩শ সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ সামু ৫:১–৬:৫ক,১০-১২,১৯–৭:১

ইস্রায়েলে ঈশ্বরের মঞ্জুষার প্রত্যাগমন

ফিলিস্তিনিরা পরমেশ্বরের মঞ্জুষা হস্তগত করে তা এবেন্-এজের থেকে আসদোদে আনল। পরে ফিলিস্তিনিরা পরমেশ্বরের মঞ্জুষাটিকে দাগোন দেবের মন্দিরে ঢুকিয়ে দাগোনের পাশেই বসাল। পরদিন আসদোদের লোকেরা সকালে উঠে হঠাৎ দেখতে পেল, প্রভুর মঞ্জুষার সামনে দাগোন মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে; তাই তারা দাগোনকে তুলে আবার তার জায়গায় বসাল। তার পরদিনেও লোকেরা সকালে উঠে হঠাৎ দেখতে পেল, প্রভুর মঞ্জুষার সামনে দাগোন মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে, এবং দাগোনের মাথা ও হাত দু'টো প্রবেশদ্বারে ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে; সেখানে দাগোনের কিছুটা অংশমাত্রই রয়েছে। একথা স্মরণেই দাগোনের পুরোহিতেরা আর যত লোক আসদোদে দাগোনের মন্দিরে প্রবেশ করে, দাগোনের মন্দিরের চৌকাটের নিম্ন অংশের উপরে কখনও পা ফেলে না, আজও নয়।

তখন আসদোদীয়দের উপরে প্রভুর হাত ভারী হতে লাগল: তিনি তাদের আঘাত করলেন, আসদোদ ও আশেপাশের লোকদের ফোড়ার আঘাতে আঘাত করলেন। আসদোদীয়েরা ব্যাপারটা দেখে বলল, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের মঞ্জুষা আমাদের কাছে থাকবে না, কারণ আমাদের উপরে ও আমাদের দাগোন দেবের উপরে তাঁর হাত অধিক ভারী হয়েছে।' তাই তারা লোক পাঠিয়ে ফিলিস্তিনিদের সমাজনেতাদের নিজেদের কাছে সমবেত করে বলল, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের মঞ্জুষার ব্যাপারে আমাদের কী করা উচিত?' তারা বলল, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের মঞ্জুষা গাৎ শহরে নিয়ে যাওয়া হোক।' তাই তারা ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের মঞ্জুষা গাতে নিয়ে গেল।

তারা তা নিয়ে গেলে পর প্রভু শহরের মধ্যে মহা বিভীষিকা ছড়িয়ে দিলেন: তিনি শহরের ছোট কি বড় সকল লোককে আঘাত করে তাদের গায়েও ফোড়া ওঠালেন। তাই তারা পরমেশ্বরের মঞ্জুষাটিকে এক্রোনে পাঠিয়ে দিল; কিন্তু পরমেশ্বরের মঞ্জুষা এক্রোনে এসে পৌঁছলেই এক্রোনীয়েরা চিৎকার করে বলল: 'আমার ও আমার লোকদের বধ করার জন্যই ওরা আমার কাছে ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের মঞ্জুষা নিয়ে এসেছে।' তারা লোক পাঠিয়ে ফিলিস্তিনিদের সমস্ত সমাজনেতাকে সমবেত করে বলল, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের মঞ্জুষা দূর করে দাও; তা তার নিজের জায়গায় ফিরে যাক, আমার ও আমার লোকদের যেন বধ না করে!' কেননা সারা শহর জুড়ে মারাত্মক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল: হ্যাঁ, সেই জায়গায় পরমেশ্বরের হাত অধিক ভারী হয়েছিল। যারা মারা পড়ত না, তারা ফোড়ার আঘাতে আঘাতগ্রস্ত হত, আর শহরের হাহাকার আকাশ পর্যন্ত উঠল।

প্রভুর মঞ্জুষা ফিলিস্তিনিদের এলাকায় সাত মাস থাকল। পরে ফিলিস্তিনিরা যাজকদের ও মন্ত্রজালিকদের ডেকে এনে তাদের জিজ্ঞাসা করল, 'প্রভুর মঞ্জুষার ব্যাপারে আমাদের কী করা উচিত? বল দেখি, আমরা কেমন করে তা তার নিজের জায়গায় পাঠিয়ে দেব?' তারা উত্তরে বলল, 'তোমরা যদি মনে কর, ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের মঞ্জুষা ফিরে পাঠাবে, তবে শূন্য অবস্থায় পাঠাবে না, সংস্কার-অর্ঘ্য হিসাবে কোন এক প্রকার কর পাঠাও; তাহলেই সুস্থ হতে পারবে, এবং এও জানতে পারবে যে, তোমাদের কাছ থেকে তাঁর হাত কেন ফিরে যায়নি।' তারা জিজ্ঞাসা করল, 'সংস্কার-অর্ঘ্য হিসাবে আমাদের কী দিতে হবে?' তারা উত্তরে বলল, 'ফিলিস্তিনিদের সমাজনেতাদের সংখ্যা অনুসারে তোমাদের গায়ের ফোড়ার মত পাঁচটা সোনার ফোড়া ও পাঁচটা সোনার ইঁদুর দাও, যেহেতু তোমাদের সকলের উপরে ও তোমাদের সমাজনেতাদের উপরে একই মারাত্মক আঘাত পড়েছিল। তাই তোমাদের গায়ের ফোড়ার মত ফোড়ার মূর্তি ও সেই ইঁদুর যা তোমাদের এলাকা ধ্বংস করে, তাদের মূর্তি তৈরি কর, এবং ইস্রায়েলের পরমেশ্বরকে সম্মান দেখাও।'

লোকেরা সেইমত করল: দুগ্ধবতী দু'টো গাভী নিয়ে গাড়িতে জুড়ে দিল, ও তাদের বাচ্চা দু'টো গোশালায়

আটকিয়ে রাখল। পরে প্রভুর মঞ্জুষা ও সেই সঙ্গে সেই বাক্স, সেই সোনার ইঁদুর আর সেই ফোড়ার মূর্তিগুলো গাড়িতে বসাল। গাভী দু'টো সরাসরিই বেথ্-শেমেশের দিকে চলতে লাগল, রাস্তা ধরে জোর গলায় ডাকতে ডাকতে চলল, ডানে বা বাঁয়ে ফিরল না। ফিলিস্তিনিদের সমাজনেতারা বেথ্-শেমেশের সীমানা পর্যন্ত তাদের পিছু পিছু গেল।

কিন্তু প্রভু বেথ্-শেমেশের লোকদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে আঘাত করলেন, যেহেতু তারা প্রভুর মঞ্জুষার দিকে তাকিয়েছিল: তিনি পঞ্চাশ হাজার লোকের মধ্যে সত্তরজনকে আঘাত করলেন, আর লোকে শোকপালন করল, কারণ প্রভু তাদের লোকদের এত মহা আঘাতে আঘাত করেছিলেন। তখন বেথ্-শেমেশের লোকেরা বলল, 'প্রভুর উপস্থিতিতে, এমন পবিত্র এই পরমেশ্বরের উপস্থিতিতেই কে দাঁড়াতে পারে? আমরা তাঁর সেই উপস্থিতি আমাদের কাছ থেকে দূর করে দেব, কিন্তু কার্ কাছেই বা পাঠাব?' সেজন্য তারা কিরিয়াৎ-যেয়ারিমের অধিবাসীদের কাছে দূত পাঠিয়ে বলল, 'ফিলিস্তিনিরা প্রভুর মঞ্জুষা ফিরিয়ে এনেছে। এখানে এসো, তোমাদের নিজেদের কাছেই তা তুলে নিয়ে যাও।'

কিরিয়াৎ-যেয়ারিমের লোকেরা এসে প্রভুর মঞ্জুষা তুলে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ে, আবিনাদাবের ঘরে রাখল, এবং প্রভুর মঞ্জুষা রক্ষা করার জন্য তার ছেলে এলেয়াজারকে পবিত্রীকৃত করল।

শ্লোক সাম ৫:৮; ৭৬:৮

প্র আমি তোমার মহাকৃপায় তোমার গৃহে ঢুকব,
উ তোমার পবিত্র মন্দির পানে তোমার শ্রদ্ধায় প্রণিপাত করব।
প্র তুমি—ভয়ঙ্কর তুমি! তোমার ক্রোধ জ্বলে উঠলে কেবা দাঁড়াতে পারে তোমার সামনে?
উ তোমার পবিত্র মন্দির পানে তোমার শ্রদ্ধায় প্রণিপাত করব।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু সিপ্রিয়ান-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' **৩২-৩৩**

উপবাস ও অর্থদান সহ প্রার্থনা উত্তম

যারা প্রার্থনা করে, ঈশ্বরের কাছে এসে তারা কিন্তু যেন ফলহীন ও নগ্ন মিনতি নিবেদন না করে: ঈশ্বরের কাছে অনুর্বর প্রার্থনা নিবেদন করলে যাচনা নিষ্ফল; কেননা ফল দেয় না তেমন গাছ যেমন উচ্ছেদ করা হয় ও আগুনে ফেলে দেওয়া হয়, তেমনি ফলবিহীন কথাও কোন শুভকর্মে অনুর্বর হওয়ায় ঈশ্বরের যোগ্য নয়। এজন্য ঐশশাস্ত্র শিক্ষাদান করে বলে, *উপবাস ও অর্থদান সহ প্রার্থনা উত্তম।* বাস্তবিকই, বিচারের দিনে যিনি শুভকর্ম ও অর্থদানের জন্য মজুরি দান করবেন, তিনি আজও প্রসন্নতার সঙ্গে সেই সকলকে শোনেন যারা শুভকর্ম সহ তাঁর কাছে এসে প্রার্থনা করে। এভাবে প্রার্থনা করছিলেন বিধায় সেনাপতি কর্নেলিউসও সাড়া পেতে যোগ্য হয়ে উঠলেন; *তিনি জনগণের প্রতি যথেষ্ট দানশীল ছিলেন এবং রীতিমত ঈশ্বরের কাছে মিনতি নিবেদন করতেন।*

আমাদের শুভকর্ম যে যাচনার জন্য ঈশ্বরের কাছে সুপারিশ করে, সেই যাচনা দ্রুতই ঈশ্বরের কাছে উপনীত। এভাবে রাফায়েল দূত প্রার্থনা ও শুভকর্মে নিত্য রত তোবিতের কাছে দেখা দিয়ে বললেন, *ঈশ্বরের কর্মকীর্তি ব্যক্ত ও প্রকাশ করা, তা সমীচীন। তাই একথা জেনে নাও যে, যখন তুমি ও সারা প্রার্থনায় রত ছিলে, তখন আমিই তোমাদের প্রার্থনার স্মৃতিচিহ্ন প্রভুর গৌরবের সাক্ষাতে উপস্থিত করতাম।*

ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি তাদের প্রার্থনা শুনবেন ও রক্ষা করবেন, যারা অন্যায্যতার বন্ধন থেকে হৃদয় মুক্ত ক'রে ও ঈশ্বরের আদেশ মত অর্থদানের মধ্য দিয়ে তাঁর সেবকদের সহায়তা ক'রে ঈশ্বর যা করতে আজ্ঞা করেছেন তা শোনে: তারা শোনে বিধায় ঈশ্বরও তাদের শোনেন। সঙ্কটের সময়ে ভাইদের দ্বারা আর্থিক সাহায্য পেয়ে ধন্য প্রেরিতদূত পল বললেন, শুভকর্ম ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত বলি হয়ে ওঠে: *আমি তোমাদের কাছ থেকে এপাফ্রদিতসের মাধ্যমে যা যা পেয়েছি, তাতে আমার চাহিদা পরিপূর্ণ হয়েছে: সেই দান যেন এক সৌরভ, ঈশ্বরের গ্রহণীয় এক প্রীতিকর যজ্ঞবলি।* বাস্তবিকই, মানুষ যখন গরিবের প্রতি দয়া দেখায়, সে তখন ঈশ্বরকেই ধার দেয়; আর সবচেয়ে নিঃস্বদের প্রতি যে দানশীল, সে ঈশ্বরেরই প্রতি দানশীল—ঈশ্বরের কাছে সে আত্মিক

সুরভিত বলিই উৎসর্গ করে।

শ্লোক সিরা ৩:৩০-৩১; প্রবচন ১৬:৬

ঞ্চ জল জ্বলন্ত আগুন নিভিয়ে দেয়, অর্থদান পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করে:
ট্র যে কেউ উপকারের প্রতিদান দেয়, তার পতনের দিনে সে অবলম্বন পাবেই।
ঞ্চ সহৃদয়তা ও বিশ্বস্ততায় অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়।
ট্র যে কেউ উপকারের প্রতিদান দেয়, তার পতনের দিনে সে অবলম্বন পাবেই।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - নেহেমিয়া ৩:৩৩–৪:১৭

যেরুসালেমের প্রাচীর পুনর্নির্মাণ

সান্‌বাল্লাট যখন শুনতে পেল, আমরা নগরপ্রাচীর গেঁথে তুলছি, তখন সে ক্রুদ্ধ ও খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল; সে ইহুদীদের বিদ্রূপ করতে লাগল, এবং তার ভাইদের ও সামারীয় সৈন্যদের সামনে বলল, 'এই মরা ইহুদীরা কী করতে চাচ্ছে? এরা কি পিছটান দেবে? এরা কি যজ্ঞবলি উৎসর্গ করবে? এরা এক দিনেই কি সব কাজ সেরে ফেলতে যাচ্ছে? ধুলামাটির স্তূপের নিচে পড়ে রয়েছে ও আগুনে পোড়া হয়েছে, এমন পাথরের মধ্যে এরা কি নতুন প্রাণ জাগাতে চাচ্ছে?' আম্মোনীয় তোবিয়াস সেসময়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল; সেও বলল, 'ওরা গাঁথতে চাচ্ছে গাঁথুক! তার উপরে একটা শিয়াল লাফ দিলেই ওদের সেই পাথরের প্রাচীর খসে পড়বে।'

হে আমাদের পরমেশ্বর, শোন, আমাদের কেমন তুচ্ছ করা হচ্ছে! ওদের টিটকারি ওদেরই মাথায় নেমে পড়ুক! লুটের মালের মতই বন্দিদশার এক দেশে ওদের পাঠাও! ওদের শঠতা ক্ষমা করো না, ওদের পাপ তোমার সম্মুখ থেকে কখনও মুছে না যাক, কারণ ওরা গাঁথকদের অপমান করেছে!

অপরদিকে আমরা প্রাচীর গাঁথতে থাকলাম; প্রাচীরটা সব জায়গায় তার অর্ধেক উচ্চতা পর্যন্ত গাঁথা হল; লোকদের হৃদয় এই কাজে নিবিষ্ট ছিল।

কিন্তু সান্‌বাল্লাট ও তোবিয়াস এবং আরবীয়েরা, আম্মোনীয়েরা ও আসদোদীয়েরা যখন শুনতে পেল, যেরুসালেম প্রাচীরের মেরামত কাজ এগিয়ে যাচ্ছে ও তার যত ফাঁক ভরাট হতে যাচ্ছে, তখন তাদের প্রচণ্ড ক্রোধ হল; তারা সকলে মিলে চক্রান্ত করল, তারা এসে যেরুসালেম আক্রমণ করবে ও আমার সমস্ত পরিকল্পনা উল্টোপাল্টো করে দেবে। কিন্তু আমরা আমাদের পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম, ও তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য দিনরাত প্রহরী মোতায়েন রাখলাম। যুদার লোকেরা বলল, 'ভারবাহকদের শক্তি নিঃশেষিত হচ্ছে, ধুলামাটির স্তূপ এতই বিরাট যে, আমরা একা প্রাচীর গাঁথতে পারব না।' আর আমাদের বিপক্ষেরা বলত, 'আমরা ওদের মধ্যে এসে পড়া পর্যন্ত ওরা কিছুই জানবে না, দেখবেও না কিছু; তখন আমরা ওদের বধ করব ও ওদের কাজ বন্ধ করে দেব।'

যে ইহুদীরা তাদের কাছাকাছি স্থানে বাস করত, তারা দশ দশবারই এসে আমাদের বলল, 'তারা তাদের যত বাসস্থান থেকে আমাদের আক্রমণ করবে;' তাই আমি প্রাচীরের পিছনের দিকে সমস্ত খোলা জায়গায় লোক মোতায়েন রাখলাম, প্রতিটি গোত্র অনুসারেই খড়্গ, বর্শা ও ধনুক-সজ্জিত লোক মোতায়েন রাখলাম। ব্যাপারটা বিচার-বিবেচনা করার পর আমি উঠে অমাত্যদের, অধ্যক্ষদের ও জনগণের বাকি সকলকে বললাম, 'ওদের ভয় পেয়ো না! মহান ও ভয়ঙ্কর প্রভুর কথা মনে রেখ; এবং নিজ নিজ ভাইদের, ছেলেমেয়েদের, বধূদের ও বাড়ির জন্য যুদ্ধ কর!'

যখন আমাদের শত্রুরা শুনতে পেল যে, আমরা ব্যাপারটা অবগত হয়েছি এবং পরমেশ্বর তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করেছেন, তখন আমরা সকলে প্রাচীরে যে যার কাজে ফিরে গেলাম। সেদিন থেকে আমার কর্মীদের অর্ধেক লোক কাজ করত, অপর অর্ধেক লোক বর্শা, ঢাল, ধনুক ও বর্মা ধরে প্রাচীর নির্মাণকাজে ব্যস্ত সমগ্র যুদাকুলের রক্ষায় দাঁড়াত। ভারবাহকেরাও অস্ত্রসজ্জিত ছিল, এক হাত দিয়ে কাজ করত, অন্য হাতে অস্ত্র ধরে থাকত; গাঁথকেরা

প্রত্যেকে কটিদেশে খড়্গা বেঁধে কাজ করত, আমার পাশে তুরিবাদক দাঁড়িয়ে ছিল। আমি অমাত্যদের, অধ্যক্ষদের ও জনগণের বাকি সকলকে বললাম, 'কাজটা বিরাট ও বিস্তীর্ণ, কিন্তু আমরা প্রাচীরের উপরে ছড়িয়ে আছি; একজন থেকে অন্যজন বেশ দূরে আছি; সুতরাং তোমরা যেখান থেকে তুরিনিনাদ শুনবে, সেখান থেকে আমাদের কাছে ছুটে এসে জড় হবে; আমাদের পরমেশ্বর আমাদের জন্য যুদ্ধ করবেন!'

এইভাবে আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে গেলাম, এবং উষার উদয় থেকে তারাদর্শন কাল পর্যন্ত আমার অর্ধেক লোক বর্শা ধরে থাকত। সেসময়ও আমি লোকদের বললাম, 'প্রত্যেক পুরুষলোক যেন তার নিজের সহকারীর সঙ্গে যেরুসালেমের মধ্যেই রাত কাটায়; তারা রাতের বেলায় আমাদের সঙ্গে প্রহরা দেবে ও দিনের বেলায় কাজ করবে। তাই আমি, আমার ভাইয়েরা, আমার সহকর্মী ও আমার দেহ-রক্ষকেরা কেউই কখনও জামাকাপড় খুললাম না, প্রত্যেকে ডান হাতে নিজ নিজ অস্ত্র ধরে রাখছিলাম।

শ্লোক ইসা ২৫:৪; সাম ৪৬:২

প্র প্রভু, তুমি দরিদ্রের দৃঢ়দুর্গ, সঙ্কটকালে নিঃস্বের দৃঢ়দুর্গ:
উ ঝড়ঝঞ্ঝার দিনে আশ্রয়, গরমের দিনে ছায়া।
প্র পরমেশ্বর আমাদের আশ্রয়, আমাদের শক্তি, সঙ্কটকালে তিনি নিত্য নিকটবর্তী সহায়:
উ ঝড়ঝঞ্ঝার দিনে আশ্রয়, গরমের দিনে ছায়া।

দ্বিতীয় পাঠ - ধন্য গেরিকের উপদেশাবলি **প্রভুর পুনরুত্থান, উপদেশ ৩**

জাগ্রত থাক, যেন তোমাদের উপরে প্রভাতের জ্যোতি উদিত হয়

ভ্রাতৃগণ, প্রার্থনায় রত থেকে জাগ্রত থাক; শুভকর্ম সাধনে জাগ্রত থাক; কারণ সনাতন জ্যোতি উজ্জ্বলতর ও কল্যাণকর ভাবে পাতাল থেকে ফিরে এলে সেই অন্তহীন দিন উদিত হল, ও উষা নবীন সূর্যের আবির্ভাব ঘটাল। হ্যাঁ, সত্যি *রাত প্রায়ই অতিবাহিত হল ও দিন কাছে এসেছে*, সুতরাং *আমাদের ঘুম থেকে ওঠার লগ্ন এসেই গেছে।* অতএব জাগ্রত থাক যেন তোমাদের জন্য প্রভাতী জ্যোতি তথা সেই খ্রীষ্ট উদিত হন: *ভোরের মতই সুনিশ্চিত যাঁর আবির্ভাব*, যারা তাঁর জন্য জাগ্রত থাকে তাদের জন্য তিনি নিজ প্রভাতী পুনরুত্থান-রহস্য বারবার সাধন করতে প্রস্তুত। নিজের হাতে তিনি যে আলো লুকিয়ে রাখেন, সেই আলো তোমার জন্য আলোময় হতে দিয়ে তিনি যখন নিজ বন্ধুকে এ সুসংবাদ দেবেন যে, সেই আলো তারও সম্পদ ও সেই আলোর কাছে আরোহণ করতে সে উপযুক্ত, তখনই তুমি মনের আনন্দে গাইতে পারবে, *প্রভু ঈশ্বর আমাদের উদ্ভাসিত করলেন; এই তো সেই দিন যা স্বয়ং প্রভু গড়লেন; এদিনে, এসো, মেতে উঠি, এসো, আনন্দ করি।*

হে অলস, আর কতকাল শুয়ে থাকবে? কখন্ ঘুম থেকে উঠবে? একটু ঘুম, একটু তন্দ্রাভাব, একটু বিশ্রামের জন্য হাত জড়সড় করব! তাই তুমি ঘুমন্ত অবস্থায় তোমার অজান্তেই খ্রীষ্ট সমাধি থেকে পুনরুত্থান করবেন, ও তাঁর গৌরব অতিবাহিত হতে হতে তুমি পিছন থেকেও তা দেখবার যোগ্য হবে না। তখন অধিক দেরি করেই তুমি অনুতাপ করবে; এমনকি কাঁদতে কাঁদতে দুর্জনদের সঙ্গে তোমাকে বলতে হবে, *তবে আমরা সত্য পথ ছেড়ে ভ্রষ্টই হয়েছি, ধর্মময়তার আলো উদ্ভাসিত হয়নি আমাদের উপর, আমাদের উপরে সূর্যও কখনও উদিত হয়নি।* আর তিনি একথা বলবেন, *কিন্তু আমার নাম ভয় কর যে তোমরা, তোমাদের জন্য উদিত হবেন ধর্মময়তার সেই সূর্য, যাঁর রশ্মিতে থাকবে আরোগ্যদান; ন্যায় পথে যে চলে, তার চোখ রাজাকে তাঁর উজ্জ্বল মহিমায় দেখতে পাবে।* একথা ভাবী জীবনের আনন্দের দিকেই অঙুলি নির্দেশ করে বটে, তবু একপ্রকারে এ বর্তমান জীবনেও তার সান্ত্বনা আমাদের মঞ্জুর করা হয়—খ্রীষ্টের স্বয়ং পুনরুত্থানই তো এর স্পষ্ট প্রমাণ!

সুতরাং, মনোযোগপূর্ণ প্রার্থনা ও নিষ্ঠাবান শুভকর্মের উদ্দেশ্যে আমাদের সকলের প্রাণ পুনরুত্থিত ও সঞ্জীবিত হোক, যেন একপ্রকার পুনরুজ্জীবিত ও তেজময় কার্যকারিতায় আমাদের প্রাণ প্রমাণ দিতে পারে যে, সে নতুন করেই খ্রীষ্টের পুনরুত্থানে অংশ নিয়েছে। বস্তুতপক্ষে মানুষের মধ্যে জীবন যে ফিরে এসেছে এর প্রথম লক্ষণ হল এই যে, মানুষ নিষ্ঠাবান ও তৎপর হয়ে শুভকর্ম সাধনে রত থাকে; তবু—মরদেহের পক্ষে যতদূর সম্ভব—তার পূর্ণ পুনরুত্থান তখনই ঘটে যখন মানুষ ঐশদর্শনের দিকে চোখ উন্মুক্ত করে। কিন্তু তেমন ঐশমহিমা উপলব্ধির

যোগ্য হতে হলে হৃদয়ের পক্ষে আগে গভীরতম বাসনা ও তীব্র আকাঙ্ক্ষায় বিস্তৃত হওয়া দরকার: তবেই মন সেই ঐশদর্শন অর্জন করতে পারবে।

সুতরাং প্রার্থনার মধ্য দিয়ে হৃদয় বিস্তৃত হতে হতেই পুনরুত্থানের অগ্রগতিও ঘটে; কিন্তু পূর্ণ পুনরুত্থান তখনই ঘটে যখন মন ঐশদর্শন দ্বারা আলোকিত হয়। তাই, হে আমার ভ্রাতৃগণ, সদ্‌গুণাবলির এ ধাপ বেয়ে ও পুণ্যতর জীবনে নিত্য বৃদ্ধিশীল হয়ে অধিকতর ভাবে পুনরুত্থান করতে চেষ্টা কর, যেন প্রেরিতদূতের সেই কথা অনুসারে তোমরা যথাসাধ্য মৃতদের মধ্য থেকে সেই খ্রীষ্টেরই পুনরুত্থানে পৌঁছতে পার, যিনি বিশ্বরাজ ও জীবনেশ্বর রূপে যুগে যুগে বিরাজমান।

শ্লোক লুক ১২:৩৫-৩৬; মথি ২৪:৪২

℟ তোমরা কোমর বেঁধে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রস্তুত থাক;
℣ এমন লোকদের মত হও, যারা নিজেদের প্রভুর অপেক্ষায় থাকে, তিনি বিবাহভোজ থেকে কবে ফিরে আসবেন।
℟ জেগে থাক, কেননা তোমাদের প্রভু কোন্ দিন আসবেন, তা তোমরা জান না।
℣ এমন লোকদের মত হও, যারা নিজেদের প্রভুর অপেক্ষায় থাকে, তিনি বিবাহভোজ থেকে কবে ফিরে আসবেন।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ সামু ৭:১৫–৮:২২

ইস্রায়েলীয়দের রাজা পাবার দাবি

সামুয়েল সারা জীবন ধরে ইস্রায়েলের বিচারক হলেন। তিনি প্রতিবছরে বেথেলে, গিল্গালে ও মিস্পাতে ঘুরে এসে সেই সকল জায়গায় বিচারক ভূমিকা অনুশীলন করতেন। পরে তিনি রামাতে ফিরে আসতেন, কারণ সেইখানে তাঁর বাড়ি ছিল, এবং সেখানেও তিনি ইস্রায়েলকে বিচার করতেন। সেই জায়গায় তিনি প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদিও গাঁথলেন।

যখন সামুয়েল বৃদ্ধ হলেন, তখন নিজের ছেলেদের ইস্রায়েলের উপরে বিচারক করে নিযুক্ত করলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল যোয়েল, দ্বিতীয়জনের নাম আবিয়া; তারা বের্শেবাতে বিচারক ভূমিকা অনুশীলন করত। কিন্তু তাঁর ছেলেরা তাঁর পথে চলল না, কারণ ধনলোভে বিপথে যেত, অন্যায় উপহার নিত ও বিচার বিকৃত করত।

তখন ইস্রায়েলের সমস্ত প্রবীণেরা সবাই মিলে রামাতে সামুয়েলের কাছে গেলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, ‘দেখুন, আপনার এখন বেশ বয়স হয়েছে, আর আপনার ছেলেরা আপনার পথে চলে না। তাই অন্য জাতিগুলির মত এখন বিচার করার জন্য আমাদের উপরে একজন রাজা নিযুক্ত করুন।’ কিন্তু তাঁরা যে একথা বলেছেন, ‘বিচার করার জন্য আমাদের একজন রাজা দিন,’ তা সামুয়েলের ভালই লাগল না, তাই সামুয়েল প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন। প্রভু সামুয়েলকে বললেন, ‘লোকেরা তোমার কাছে যা বলে, সেই সমস্ত ব্যাপারে তাদের কথা মেনে নাও; কারণ তারা তোমাকে অগ্রাহ্য করেছে এমন নয়, আমাকেই অগ্রাহ্য করেছে, যেন আমি তাদের উপরে আর রাজত্ব না করি। যেদিন মিশর থেকে তাদের বের করে এনেছিলাম, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত অন্য দেবতাদের সেবা করার জন্য আমাকে প্রত্যাখ্যান করায় তারা যেভাবে ব্যবহার করে আসছে, তোমার প্রতিও তেমনি ব্যবহার করছে। এখন তুমি তাদের কথা মেনে নাও; কিন্তু তাদের কাছে স্পষ্ট কথা বল, অর্থাৎ, যে রাজা তাদের উপরে রাজত্ব করবে, সেই রাজার যত দাবি তাদের জানিয়ে দাও।’

যে লোকেরা সামুয়েলের কাছে রাজা যাচনা করেছিল, তাদের তিনি প্রভুর সেই সমস্ত কথা জানিয়ে দিলেন। তাদের বললেন, ‘যে রাজা তোমাদের উপরে রাজত্ব করবে, তার এই দাবি থাকবে: তোমাদের ছেলেদের নিয়ে সে

তার নিজের রথের ও ঘোড়াগুলোর কাজেই নিযুক্ত করবে, আর তারা তার রথের আগে আগে দৌড়বে। সে তাদের সহস্রপতি ও পঞ্চাশপতি করে নিযুক্ত করবে, তাদের তার নিজের জমি চাষ করতে, তার নিজের ফসল কাটতে, ও তার নিজের যুদ্ধের অস্ত্রপাতি ও তার নিজের রথের সাজসরঞ্জাম তৈরি করতে বাধ্য করবে; তোমাদের মেয়েদের নিয়ে সে রুটি তৈরি, রান্না-বান্না ও গন্ধদ্রব্য তৈরির কাজে লাগাবে; তোমাদের সবচেয়ে ভাল জমি, আঙুরখেত ও জলপাইবাগানও সে নেবে, আর সেগুলিকে তার নিজের পরিষদদের উপহার দেবে; তোমাদের শস্যের ও আঙুরলতার দশমাংশ দাবি করে সে তার নিজের মন্ত্রী ও পরিষদদের দেবে; তোমাদের দাস-দাসী, সেরা বলদ, ও যত গাধা নিয়ে সে তার নিজের কাজে লাগাবে; তোমাদের মেষ ও ছাগের পাল থেকে দশমাংশ দাবি করবে, আর তোমরা নিজেরাই তার দাস হবে। সেদিন তোমরা তোমাদের বেছে নেওয়া রাজার কারণে হাহাকার করবে; কিন্তু সেদিন প্রভু তোমাদের সাড়া দেবেন না!'

লোকেরা সামুয়েলের কথা মেনে নিতে রাজি হল না; তারা বলল, 'না, আমাদের উপরে আমরা একজন রাজা চাই, যেন আমরাও অন্য সকল জাতির মত হই: আমাদের রাজাই আমাদের বিচার করবেন ও আমাদের আগে আগে যুদ্ধে নামবেন।' সামুয়েল লোকদের এই সমস্ত কথা শুনলেন, পরে প্রভুর কাছে সবই শোনালেন। প্রভু সামুয়েলকে উত্তর দিলেন, 'তাদের কথা মেনে নাও, তাদের একজন রাজা দাও।' সামুয়েল ইস্রায়েলীয়দের বললেন, 'তোমরা প্রত্যেকে যে যার শহরে ফিরে যাও।'

শ্লোক ১ সামু ১০:১৯; ইসা ৩৩:২২

℣ তোমরা আজ তোমাদের আপন পরমেশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেছ,

℟ যিনি সমস্ত অমঙ্গল ও সঙ্কট থেকে তোমাদের ত্রাণ করে আসছেন।

℣ স্বয়ং প্রভু আমাদের বিচারকর্তা, স্বয়ং প্রভু আমাদের বিধানকর্তা, স্বয়ং প্রভু আমাদের সেই রাজা,

℟ যিনি সমস্ত অমঙ্গল ও সঙ্কট থেকে তোমাদের ত্রাণ করে আসছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু সিপ্রিয়ান-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' ৩৪-৩৫

সারা দিন প্রার্থনায় রত থাকা দরকার

আমরা দেখেছি, সেই তিনজন বালক বিশ্বাসে বলীয়ান ও বন্দিদশায় বিজয়ী হয়ে দানিয়েলের সঙ্গে তৃতীয়, ষষ্ঠ ও নবম ঘণ্টা উদ্‌যাপন করে প্রার্থনা করতেন—আর তাই করতেন সেই ত্রিত্ব-রহস্যের খাতিরে যা চরমকালে প্রকাশিত হবার কথা। ঈশ্বরের উপাসকেরা আগে থেকেও প্রার্থনার এই আধ্যাত্মিক কাল নির্ধারণ ক'রে নির্দিষ্ট রীতি ও সময় অনুসারেই প্রার্থনা উদ্‌যাপন করতেন; আর পরবর্তীকালে যা ঘটেছে, তা স্পষ্ট প্রকাশ করল, ধার্মিকেরা যে এভাবে প্রার্থনা করছিলেন তা একটা পূর্বলক্ষণ ছিল। কেননা তৃতীয় ঘণ্টায়ই শিষ্যদের উপর সেই পবিত্র আত্মা নেমে এলেন যাঁর দ্বারা প্রভুর প্রতিশ্রুত অনুগ্রহ সিদ্ধিলাভ করল। একইপ্রকারে পিতর ষষ্ঠ ঘণ্টায় ছাদে গিয়ে একটা চিহ্ন ও স্বয়ং ঈশ্বরের দিশারী কণ্ঠস্বর দ্বারা আদেশ পেলেন, তিনি যেন সকলকেই গ্রহণ করে নেন, যাতে সকলেই পরিত্রাণের অনুগ্রহ লাভ করে—কারণ আগে তাঁর সন্দেহ ছিল, বিধর্মীদের দীক্ষাস্নাত করা যাবে কিনা। স্বয়ং প্রভু ষষ্ঠ ঘণ্টায় ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নবম ঘণ্টায় নিজের রক্তে আমাদের পাপ ধৌত করলেন, এবং যাতে আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করতে ও সঞ্জীবিত করতে পারেন সেই সময়ই নিজের যন্ত্রণাভোগে বিজয় লাভ করলেন।

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, প্রাচীনকালের পালিত ঘণ্টা ছাড়া আমাদের জন্য এখন প্রার্থনার কাল ও তাৎপর্য বৃদ্ধি লাভ করল; কেননা ভোরবেলায়ও আমাদের প্রার্থনা করা উচিত যাতে প্রভুর পুনরুত্থান প্রাতঃকালীন প্রার্থনায় উদ্‌যাপিত হয়; আবার দিনের শেষে সূর্য অস্ত গেলে তখনও আমাদের প্রার্থনা করা দরকার, কেননা, যেহেতু খ্রীষ্টই প্রকৃত সূর্য ও প্রকৃত দিন, সেজন্য সূর্যাস্তের সময়ে আমরা যখন প্রার্থনা ও যাচনা করি যেন আলো আমাদের উপর পুনরায় আগমন করে, তখন আমরা প্রকৃতপক্ষে সেই খ্রীষ্টেরই আগমনের জন্য প্রার্থনা করি যিনি আমাদের সনাতন আলোর অনুগ্রহ দান করবেন। স্বয়ং পবিত্র আত্মাই সামসঙ্গীত-মালায় খ্রীষ্টকে দিন বলে অভিহিত করেন; তাহলে যখন পবিত্র শাস্ত্রে খ্রীষ্টই প্রকৃত সূর্য ও প্রকৃত দিন, তখন এমন সময় নেই যে সময় খ্রীষ্টভক্তরা ঈশ্বরের অবিরত

আরাধনা থেকে বিরত থাকবে, যাতে করে আমরা যারা খ্রীষ্টে অর্থাৎ কিনা সূর্যে ও প্রকৃত দিনে রয়েছি, সারা দিন ধরেই প্রার্থনা ও মিনতিতে রত থাকি। আর যখন রাত আবার আসে, তখন যারা প্রার্থনায় রত আছে, রাত্রিকালীন অন্ধকার থেকে তাদের কাছে কোন বিপদ আসতে পারে না, কেননা আলোর সন্তানদের কাছে রাতও দিনের মত আলোময়। আসলে, যার হৃদয়ে আলো রয়েছে, সে কবেই বা আলো-বিহীন হতে পারে? আর যার পক্ষে খ্রীষ্টই সূর্য ও দিন, তার পক্ষে কবেই বা সূর্য ও দিন অস্তগমন করতে পারে?

শ্লোক যাকোব ৫:১৬; ১ থে ৫:১৭,১৮

℣ পরস্পরের জন্য প্রার্থনা কর যাতে রোগমুক্তি পাও।
℟ ধার্মিকের ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা কার্যশক্তি-মন্ডিত।
℣ অবিরত প্রার্থনা কর।
℟ ধার্মিকের ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা কার্যশক্তি-মন্ডিত।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - নেহেমিয়া ৫:১-১৯

নেহেমিয়া জনগণকে ধনীদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন

সেসময় নিজেদের ইহুদী ভাইদের বিরুদ্ধে জনগণের ও তাদের স্ত্রীদের মধ্য থেকে মহা চিৎকার উঠল। কেউ কেউ বলছিল, 'কিছুটা খেয়ে নিজেদের বাঁচাব, এমন পরিমাণ গম পাবার জন্য আমাদের নিজেদের ছেলেমেয়েদেরই বন্ধকরূপে দিতে হচ্ছে!' আরও কেউ কেউ বলছিল, 'অভাবের কারণে গম পাবার জন্য আমাদের নিজেদের জমিজমা, আঙুরখেত ও বাড়ি-ঘর বন্ধকরূপে দিতে হচ্ছে!' আবার অন্য কেউ বলছিল, 'রাজস্বের জন্য আমরা নিজেদের জমিজমা ও আঙুরখেত বন্ধক রেখে টাকা ধার করেছি। কিন্তু আমাদের মাংস আমাদের ভাইদের মাংসের সমান! আমাদের ছেলেমেয়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের সমান! অথচ অবস্থা এমন হয়েছে যে, আমাদের নিজেদের ছেলেমেয়েদেরই দাসত্বের অধীনে রাখতে হচ্ছে, এমনকি আমাদের মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ ক্রীতদাসীর অবস্থায় পড়েছে! না, আমাদের পক্ষে কোন কূলকিনারা নেই, কারণ আমাদের জমিজমা ও আঙুরখেত পরের হাতেই রয়েছে।'

তাদের হাহাকার ও সমস্ত কথা শুনে আমি খুবই ক্রুদ্ধ হলাম। এবিষয়ে মনে মনে বিচার-বিবেচনা করার পর আমি এই বলে অমাত্যদের ও অধ্যক্ষদের কঠোর ভর্ৎসনা করলাম, 'তবে তোমরা প্রত্যেকজন কি নিজ নিজ ভাইয়ের কাছ থেকে সুদ আদায় করছ?' তাদের বিরুদ্ধে বিপুল জনসমাবেশ আহ্বান করে তাদের বললাম, 'বিজাতীয়দের কাছে আমাদের যে ইহুদী ভাইয়েরা নিজেদের বিক্রি করেছিল, আমরা সাধ্যমত মুক্তিমূল্য দিয়ে তাদের মুক্ত করেছি; আর এখন তোমাদের ভাইদের তোমরাই বিক্রি করবে আর তারা নাকি আমাদেরই কাছে নিজেদের বিক্রি করবে?' তখন তারা চুপ করে থাকল, কিছুই উত্তর দিতে পারছিল না। আমি বলে চললাম, 'তোমাদের তেমন ব্যবহার ভাল নয়! আমাদের শত্রু সেই বিজাতীয়দের টিটকারি এড়াবার জন্য তোমাদের কি আমাদের পরমেশ্বরের ভয়ে চলা উচিত না? আমি ও আমার কর্মচারীরা, আমরাও ওদের কাছে টাকা ও গম ধার দিয়েছি; তবে এসো, তেমন ঋণ মাপ করে দিই। তোমরা ওদের জমিজমা, আঙুরখেত, জলপাইবাগান ও বাড়ি-ঘর আজই ওদের ফিরিয়ে দাও, এবং গম, আঙুররস ও তেলের জন্য যে টাকা তোমরা ঋণ দিয়েছ, তার একটা অংশও ওদের ফিরিয়ে দাও।' তারা উত্তরে বলল, 'আমরা তা ফিরিয়ে দেব, তাদের কাছ থেকে আর কিছুই আদায় করব না; আপনি যেমন বলেছেন, সেইমত করব।' তখন আমি যাজকদের ডাকলাম, এবং তাদের উপস্থিতিতে তাদের শপথ করালাম যে, তারা সেই প্রতিজ্ঞা মেনে চলবে। পরে আমার চাদরের অগ্রপ্রান্ত ঝেড়ে আমি বললাম, 'যে কেউ এই প্রতিজ্ঞা মেনে চলবে না, পরমেশ্বর তার ঘর ও শ্রমের ফল থেকে তাকে এইভাবে ঝেড়ে ফেলুন, এইভাবে সে ঝাড়া ও শূন্য হোক!' গোটা জনসমাবেশ বলল, 'আমেন!' এবং প্রভুর প্রশংসাবাদ করল। লোকেরা সেই প্রতিজ্ঞা মেনে নিল।

তাছাড়া আমি যে সময়ে যুদা অঞ্চলে তাদের প্রদেশপাল পদে নিযুক্ত হয়েছিলাম, সেসময় থেকে—অর্থাৎ

আর্তাক্সারক্সিস রাজার বিংশ বর্ষ থেকে দ্বাত্রিংশ বর্ষ পর্যন্ত—এই বারো বছর আমি ও আমার ভাইয়েরা প্রদেশপালের বৃত্তি ভোগ করিনি। আমার আগে যে সকল প্রদেশপাল ছিলেন, তাঁরা লোকদের মাথায় ভারী বোঝা চাপিয়েছিলেন; তাদের কাছ থেকে নগদ চল্লিশ রুপোর টাকা ছাড়া খাদ্য ও আঙুররসও নিতেন, এমনকি তাঁদের চাকরেরাও লোকদের অত্যাচার করত; আমি কিন্তু তেমনটি করিনি, কারণ পরমেশ্বরকে ভয় করতাম। বরং আমি এই প্রাচীর নির্মাণকাজে হাত দিলাম; আমরা কোন জমিজমা কিনলাম না, এবং আমার সকল কর্মচারীও সেই কাজে যোগ দিল। নিকটবর্তী দেশ থেকে যারা আমাদের কাছে আসত, তারা ছাড়া ইহুদী ও বিচারক একশ' পঞ্চাশজনই আমার খাবার টেবিলে বসত!

সেসময় প্রতিদিন এই খাদ্য-সামগ্রী আমার নিজের খরচে প্রস্তুত করা হত: একটা বলদ ও ছ'টা বাছাই করা মেষ বা ছাগ এবং শিকার করা পাখি; এবং দশ দিন অন্তর সকলের জন্য অপরিমেয় আঙুররস। এই সমস্ত কিছু সত্ত্বেও আমি প্রদেশপালের বৃত্তি কখনও দাবি করিনি, কারণ সেই সমস্ত কাজের জন্য লোকদের পক্ষে ভার যথেষ্টই ভারী ছিল।

পরমেশ্বর আমার, এই লোকদের জন্য আমি যা কিছু করেছি, তা আমার মঙ্গলার্থে স্মরণ কর।

শ্লোক নেহেমিয়া ৫:৭,৮,৯

℣ নেহেমিয়া অমাত্যদের ও অধ্যক্ষদের বললেন, বিজাতীয়দের কাছে আমাদের যে ইহুদী ভাইয়েরা নিজেদের বিক্রি করেছিল, আমরা সাধ্যমত মুক্তিমূল্য দিয়ে তাদের মুক্ত করেছি;
℟ আর এখন তোমাদের ভাইদের তোমরাই বিক্রি করবে আর তারা নাকি আমাদেরই কাছে নিজেদের বিক্রি করবে?
℣ তোমাদের তেমন ব্যবহার ভাল নয়! তোমাদের কি আমাদের পরমেশ্বরের ভয়ে চলা উচিত না?
℟ আর এখন তোমাদের ভাইদের তোমরাই বিক্রি করবে আর তারা নাকি আমাদেরই কাছে নিজেদের বিক্রি করবে?

দ্বিতীয় পাঠ - পঞ্চম শতাব্দীর প্রাচীন উপদেশ **উপদেশ ৩৩**

আমাদের ধ্যানমগ্ন অন্তরে ঈশ্বরের অপেক্ষায় থেকেই প্রার্থনা করা দরকার

শারীরিক অভ্যাসে কিংবা চিৎকার করা বা নীরব থাকা বা হাঁটু পাত করার অভ্যাসেও যে আমাদের প্রার্থনা করতে হবে এমন নয়; আমাদের বরং ধ্যানমগ্ন অন্তরেই ঈশ্বরের অপেক্ষায় থাকতে হবে: তিনি আমাদের আত্মার ও ইন্দ্রিয়গুলির সমস্ত পথের মধ্য দিয়েই আমাদের কাছে এসে দেখা দেবেন; ফলে নীরব থাকা কি উচ্চ কণ্ঠে প্রার্থনা করা—যাই করা উচিত হোক না কেন মন কিন্তু যেন ঈশ্বরেই নিবদ্ধ থাকে। শরীর কোন কাজে ব্যস্ত থাকলে যেমন সেই কাজে সম্পূর্ণরূপেই প্রবৃত্ত থাকে আর তার সমস্ত অঙ্গ পরস্পরকে সাহায্য দান করে, তেমনি আত্মা প্রার্থনা ও ঈশ্বরভক্তিতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপেই উৎসর্গ করুক—কোন অসার বিষয়ে যেন ব্যস্ত না থাকে, নানা চিন্তায়ও যেন অন্যমনস্ক না হয়, বরং তার সমস্ত আশা ও প্রত্যাশা যেন খ্রীষ্টেই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকে।

যিনি পবিত্র প্রার্থনা করার নিয়ম শেখান, যিনি ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য সেই পুণ্য আত্মিক উপাসনায় ও *আত্মা ও সত্যের শরণে* সেই উপাসনায় আমাদের দীক্ষিত করেন, এ শর্তেই তিনি আমাদের উদ্ভাসিত করবেন। বণিক যেমন অর্থলাভের জন্য একটামাত্র উপায় আবিষ্কার করে বসে থাকে না, বরং এক উপায় ছেড়ে অন্য উপায় অবলম্বন ক'রে, নানা যাত্রায় পদার্পণ ক'রে, যা লাভজনক নয় তা ফেলে রেখে আয়কর সমস্ত কিছুর দিকেই ছুটে চ'লে নানা উপায়ই তার অর্থবৃদ্ধি সাধনের জন্য চিন্তা-ভাবনা করে থাকে, তেমনি আমরাও যেন আমাদের আত্মা নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিত করি যাতে করে সেই প্রকৃত ও সর্বোত্তম মঙ্গল তথা সেই ঈশ্বরকে লাভ করতে পারি যিনি সত্যের শরণে আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান। এভাবে ঈশ্বর আত্মার সুমতিতে বিশ্রাম নেন, ও সেই আত্মাকে নিজের গৌরবের সিংহাসন করে তুলে তার মধ্যে বসবাস করে বিশ্রাম করেন।

আর যেমন গৃহকর্তা উপস্থিত থাকলে গৃহটা নানা অলঙ্কারে শ্রীমন্ডিত ও সুসজ্জিত, তেমনি যে আত্মা নিজের মধ্যে প্রভুকে নিত্যই উপস্থিত রাখে, সেই আত্মা সমস্ত সৌন্দর্য ও অলঙ্কারে পরিপূর্ণ, কেননা তার মধ্যে প্রভু তাঁর

সমস্ত আত্মিক ঐশ্বর্যের সঙ্গে উপস্থিত।

আর যখন তিনি দেখবেন, আত্মা যথাশক্তি ধ্যানমগ্ন থেকে প্রভুর নিত্য অন্বেষণে রত থাকে, দিবারাত্র তাঁর অপেক্ষায় থাকে ও তাঁর নির্দেশ মত প্রয়োজনের সময় তাঁকে অবিরত ডাকতে থাকে, তখন তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে তিনি নিজেই হবেন তার রক্ষাকর্তা, ও তার সমস্ত মলিনতা থেকে ধৌত করে তাকে নিজের অনিন্দ্য ও নিষ্কলঙ্ক কনে রূপে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

আর তুমি যদি এসব কিছু সত্য বলে বিশ্বাস কর—আর আসলে তা সত্যই বটে—তাহলে নিজের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা কর: তোমার আত্মা সেই দিশারী আলো পেয়েছে, সেই খাদ্য ও পানীয় তথা স্বয়ং প্রভুকেই পেয়েছে; তুমি এখনও দূরে থাকলে, দিবারাত্র তাঁর অন্বেষণ কর যাতে তাঁকে লাভ করতে পার। তাই তুমি সূর্যের দিকে তাকাও, প্রকৃত সূর্যেরই খোঁজ কর, কারণ তুমি সত্যিই অন্ধ। যখন তুমি আলো দেখ, তখন নিজের আত্মার দিকেই তাকাও, যাতে বুঝতে পার তুমি প্রকৃত ও সর্বোত্তম আলো পেয়েছ কিনা। কেননা যা কিছু দৃশ্য, তা আত্মিক বাস্তবতার ছায়া; অর্থাৎ কিনা দৃশ্য মানুষ ছাড়া অভ্যন্তরীণ অন্য মানুষ রয়েছে যার চোখ শয়তান অন্ধ করে ফেলেছে ও যার কান সে বধির করে ফেলেছে। এই অভ্যন্তরীণ মানুষকে আবার সুস্থ করতেই সেই যীশু এসেছেন, পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে যাঁর গৌরব ও পরাক্রম হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক ইসা ৫৬:৬-৭

℟ যে বিজাতি মানুষ প্রভুর সেবা করার জন্য ও প্রভুর নাম ভক্তি করার জন্য প্রভুতে আসক্ত হয়েছে, আমি আমার প্রার্থনা-গৃহে তাদের আনন্দিত করব।
℣ কেননা আমার গৃহকে বলা হবে সকল জাতির জন্যই প্রার্থনা-গৃহ।
℟ তখন তাদের আহুতি ও বলিদান আমার বেদির উপরে গ্রহণীয় হবে,
℣ কেননা আমার গৃহকে বলা হবে সকল জাতির জন্যই প্রার্থনা-গৃহ।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ সামু ৯:১-৬,১৪–১০:১

সৌল রাজপদে নিযুক্ত ও অভিষিক্ত

বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর কীশ নামে একজন লোক ছিলেন; তিনি ছিলেন আবিয়েলের সন্তান, আবিয়েল জেরোরের সন্তান, জেরোর বেখোরাতের সন্তান, বেখোরাত আফিহার সন্তান; কীশ একজন বেঞ্জামিনীয় বলবান বীরপুরুষ ছিলেন। সৌল নামে তাঁর এক সুদর্শন যুবা পুত্র ছিলেন; ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে সৌলের চেয়ে সুদর্শন কেউই ছিল না; সকলের চেয়ে তিনি কাঁধে মাথায় ছাড়িয়ে ছিলেন। সৌলের পিতা কীশের গাধীগুলো যেহেতু পথহারা হয়েছিল, সেজন্য কীশ তাঁর ছেলে সৌলকে বললেন, 'ওঠ, একটা চাকরকে সঙ্গে নিয়ে গাধীগুলোর খোঁজে বেরিয়ে পড়।' সেই দু'জন এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চল পার হয়ে শালিশা অঞ্চল পর্যন্ত গেলেন, কিন্তু সেগুলোর খোঁজ পেলেন না। তখন তাঁরা শায়ালিম অঞ্চলে পার হলেন, কিন্তু সেখানেও সেগুলো ছিল না; তারপর বেঞ্জামিনের এলাকায়ও পার হয়ে গেলেন, কিন্তু সেখানেও সেগুলোকে পেলেন না।

তাঁরা সুফ অঞ্চলে এসে পৌঁছলে সৌল তাঁর সঙ্গী চাকরটিকে বললেন, 'চল, এবার ফিরে যাই; কি জানি, আমার পিতা গাধীগুলোর ভাবনা ছেড়ে দিয়ে আমাদেরই জন্য এখন চিন্তিত হবেন!' চাকরটি তাঁকে বলল, 'দেখুন, এই শহরে পরমেশ্বরের একজন লোক আছেন; তিনি অধিক সম্মানিত ব্যক্তি; তিনি যাই কিছু বলেন, সবই সিদ্ধ হয়। চলুন, আমরা এখন সেইখানে যাই; হয় তো তিনি আমাদের বলবেন আমাদের কোন্ পথ ধরে নিতে হবে।'

তাই তাঁরা শহরে গিয়ে উঠলেন। তাঁরা শহরের প্রবেশদ্বার পার হচ্ছেন এমন সময় সামুয়েল উচ্চস্থানে যাবার জন্য তাঁদের দিকেই এগিয়ে আসছিলেন। সৌলের আসবার আগের দিন প্রভু সামুয়েলের কানে এই কথা

শুনিয়েছিলেন: 'আগামীকাল এই সময়ে আমি বেঞ্জামিন অঞ্চল থেকে একজন লোককে তোমার কাছে পাঠাব; তুমি তাকে আমার জনগণ ইস্রায়েলের জননায়করূপে অভিষিক্ত করবে; সে আমার জনগণকে ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে ত্রাণ করবে। কেননা আমার জনগণের হাহাকার আমার কানে এসেছে বলে আমি তাদের দিকে চেয়ে দেখলাম।' সামুয়েল সৌলকে দেখলে প্রভু তাঁকে বললেন, 'দেখ, এই সেই লোক, যার বিষয়ে আমি তোমার কাছে বলেছিলাম, সে আমার জনগণের উপরে কর্তৃত্ব করবে।'

সৌল নগরদ্বারে সামুয়েলের কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে একটু বলুন, দৈবদ্রষ্টার বাড়ি কোথায়?' উত্তরে সামুয়েল সৌলকে বললেন, 'আমিই সেই দৈবদ্রষ্টা; চল, আমার আগে আগে উচ্চস্থানে গিয়ে ওঠ; আজ তোমরা আমার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবে; কাল সকালে আমি তোমাকে বিদায় দেব; আর তোমার মনের কথা সবই তোমাকে খুলে বলে দেব। আর তিন দিন আগে তোমার যে গাধীগুলো হারিয়ে গেছে, সেগুলোর জন্য চিন্তিত হয়ো না; সবগুলো পাওয়া গেল। তাছাড়া ইস্রায়েলের সমস্ত ঐশ্বর্য তোমার ও তোমার সমস্ত পিতৃকুল ছাড়া আর কার্ প্রাপ্য?' সৌল উত্তর দিলেন, 'ইস্রায়েল-গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট গোষ্ঠী, আমি কি সেই বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর মানুষ নই? আর বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর মধ্যে আমার গোত্র কি সবচেয়ে ছোট নয়? তবে আপনি আমাকে কেন এধরনের কথা বলছেন?' কিন্তু সামুয়েল সৌলকে ও তাঁর চাকরকে খাবার ঘরে নিয়ে গেলেন, এবং প্রায় ত্রিশজন নিমন্ত্রিত লোকদের মধ্যে তাঁদেরই প্রধান আসন দিলেন। পরে সামুয়েল রাধককে বললেন, 'আমি যে অংশ তোমার হাতে দিয়ে বলেছিলাম, এটা তোমার কাছে রাখ, সেই অংশটা নিয়ে এসো।' তাই রাধক উরুত ও তার উপরে যে অংশটা, তা এনে সৌলের সামনে এই বলে পরিবেশন করল: 'দেখুন, যে অংশটা বাকি রয়েছে, তা আপনার সামনে পরিবেশন করা হচ্ছে; খান; কেননা ঠিক আপনারই জন্য রাখা হয়েছিল, আপনি যেন নিমন্ত্রিত লোকদের সঙ্গে তা খান।' তাই সেদিন সৌল সামুয়েলের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করলেন।

পরে তাঁরা উচ্চস্থান থেকে শহরে নেমে গেলেন। সৌলের জন্য ছাদের উপরে একটা বিছানা পাতা হল, আর তিনি সেখানে শুয়ে পড়লেন। ভোর হলে সামুয়েল ছাদের উপরে সৌলকে ডাকলেন, তাঁকে বললেন, 'ওঠ, আমি তোমাকে বিদায় দেব।' সৌল উঠলেন, আর তিনি ও সামুয়েল দু'জনে বাইরে গেলেন। তাঁরা শহরের শেষ বাড়ি পর্যন্তই হেঁটে গিয়েছিলেন, এমন সময় সামুয়েল সৌলকে বললেন, 'তোমার চাকরকে আগে আগে যেতে বল,'— আর চাকরটি আগে আগে চলল—'কিন্তু তুমি কিছুক্ষণ দাঁড়াও, যেন আমি তোমাকে পরমেশ্বরের বাণী শোনাই।'

সামুয়েল তেলের এক শিশি নিয়ে তাঁর মাথায় ঢাললেন, পরে তাঁকে চুম্বন করে বললেন, 'প্রভু কি তোমাকে তাঁর আপন উত্তরাধিকারের জননায়করূপে অভিষিক্ত করলেন না? তুমিই প্রভুর জনগণের উপর কর্তৃত্ব করবে, তুমিই তাদের চারপাশের শত্রুদের হাত থেকে তাদের ত্রাণ করবে। প্রভুই যে তোমাকে তাঁর উত্তরাধিকারের জননায়করূপে অভিষিক্ত করলেন, তোমার পক্ষে এটিই হবে চিহ্ন'

শ্লোক ১ সামু ১০:১; ১৫:১৭

℟ প্রভু কি তোমাকে তাঁর আপন উত্তরাধিকারের জননায়করূপে অভিষিক্ত করলেন না?
℣ তুমিই শত্রুদের হাত থেকে তাদের ত্রাণ করবে।
℟ তোমার নিজের চোখে তুমি যত ক্ষুদ্র হও না কেন, তবু তুমিই কি ইস্রায়েলের গোষ্ঠীগুলোর মাথা নও? প্রভুই তোমাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন!
℣ তুমিই শত্রুদের হাত থেকে তাদের ত্রাণ করবে।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু সিপ্রিয়ান-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' **৩৬**

এসো, রাত্রিকালে জাগ্রত থাকি ঠিক দিনমানেই যেন

আমরা যারা খ্রীষ্টে, অর্থাৎ নিত্য আলোতে রয়েছি, সেই আমরা যেন রাত্রিকালেও প্রার্থনা থেকে বিরত না থাকি। এভাবেই তো সেই বিধবা আন্না অবিরত প্রার্থনা ও নিশিজাগরণ পালন করে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে গ্রহণীয় করায় রত ছিলেন, যেমনটি সুসমাচারে লেখা আছে: *তিনি মন্দির থেকে কখনও দূরে না গিয়ে উপবাস ও প্রার্থনায় রত থেকে রাত-দিন উপাসনা করে চলতেন।* তেমন কথাই বিবেচনা করুন সেই বিজাতীয়রা যাঁরা এখনও

আলোপ্রাপ্ত হননি, আর সেই ইহুদীরা যাঁরা আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে অন্ধকারে রয়ে গেলেন; আমরা কিন্তু, হে প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমরা যারা প্রভুর আলোতে নিত্যই রয়েছি, যারা সেই সবকিছু স্মরণ ও রক্ষা করি যে সবকিছু ঐশঅনুগ্রহ দ্বারা আমরা হতে শুরু করেছি, সেই আমরা রাতকে দিন বলে গণ্য করি।

আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, আমরা নিত্যই আলোতে চলছি—যে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে গেছি, তা যেন আমাদের বাধা না দেয়: রাত্রিকাল যেন আমাদের প্রার্থনা বিঘ্নিত না করে, রাত্রিকালীন প্রার্থনায় আমরা যেন এমনিই উদাসীন ভাবে সময় অপব্যয় না করি। ঈশ্বরের করুণা দ্বারা আত্মিক দিক থেকে নবসৃষ্ট ও নবজাত হয়ে, এসো, আমাদের যা হওয়ার কথা তারই অনুকরণ করি: আমরা যখন সেই রাজ্যেই বসবাস করতে আহূত, যে রাজ্য কোন রাত চেনে না, কেবল দিন-ই চেনে, তখন এসো, রাত্রিকালে জাগ্রত থাকি ঠিক দিনমানেই যেন; আমরা যখন পরলোকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ও ধন্যবাদ জানাতে আহূত, তখন এসো, ইহলোকেও অবিরত প্রার্থনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে চলি।

শ্লোক লুক ১১:৯,১০; সাম ১৪৫:১৮

℟ যাচনা কর, তোমাদের দেওয়া হবে;
℣ কেননা যে যাচনা করে, সে পায়; আর যে খোঁজে, সে খুঁজে পায়; আর যে ঘা দেয়, তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে।
℟ যারা তাঁকে ডাকে, অন্তর দিয়েই তাঁকে ডাকে, প্রভু তাদের সকলের কাছে কাছেই থাকেন।
℣ কেননা যে যাচনা করে, সে পায়; আর যে খোঁজে, সে খুঁজে পায়; আর যে ঘা দেয়, তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - নেহেমিয়া ৮:১-১৮

জনগণের সামনে বিধান-পুস্তক পাঠ

সপ্তম মাস এসে উপস্থিত হলে, যখন ইস্রায়েল সন্তানেরা নিজ নিজ শহরে ছিল, তখন, সলিলদ্বারের সামনে যে খোলা জায়গা রয়েছে, গোটা জনগণ যেন এক মানুষ হয়েই সেখানে সম্মিলিত হয়ে শাস্ত্রী এজরাকে মোশীর বিধান-পুস্তক নিয়ে আসতে বলল, সেই যে বিধান প্রভু ইস্রায়েলের জন্য জারি করেছিলেন। তাই সপ্তম মাসের প্রথম দিনে এজরা যাজক জনসমাবেশের সামনে—স্ত্রী-পুরুষ এবং বুঝবার মত যাদের বুদ্ধি হয়েছিল—তাদের সকলের সামনে সেই বিধান-পুস্তক নিয়ে এলেন। সেখানে, সলিলদ্বারের সামনের সেই খোলা জায়গায়, স্ত্রী-পুরুষ ও বুঝবার মত যাদের বুদ্ধি হয়েছিল, তাদের সকলের সামনে এজরা ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত তা থেকে পাঠ করে শোনালেন; সমগ্র জনগণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে বিধান-পুস্তক শুনল।

এজরা শাস্ত্রী এই উদ্দেশ্যেই তৈরী একটা কাঠের মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে ছিলেন; তাঁর ডান পাশে মাত্তিথিয়া, শেমা, আনাইয়া, উরিয়া, হিল্কিয়া ও মাসেইয়া, এবং তাঁর বাঁ পাশে পেদাইয়া, মিশায়েল, মাল্কিয়া, হাসুম, হাসবাদ্দানা, জাখারিয়া ও মেশুল্লাম দাঁড়িয়ে ছিল। এজরা গোটা জনগণের দৃষ্টিগোচরে—তিনি তো সকলের চেয়ে উঁচুতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন—পুস্তকটা খুলে দিলেন; তিনি পুস্তকটা খোলামাত্র সমগ্র জনগণ উঠে দাঁড়াল। এজরা তখন মহেশ্বর প্রভুকে ধন্য বললেন, আর গোটা জনগণ দু'হাত তুলে উত্তরে বলে উঠল, 'আমেন, আমেন!' এবং নিচু হয়ে মাটিতে মাথা নত করে প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করল। যেশুয়া, বানি, শেরেবিয়া, যামিন, আক্কুব, শাব্বেথাই, হোদিয়া, মাসেইয়া, কেলিটা, আজারিয়া, যোসাবাদ, হানান, পেলাইয়া, এরা সবাই লেবীয় হওয়ায় জনগণের কাছে বিধানের অর্থ বুঝিয়ে দিতে লাগল; জনগণ নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। তারা পরমেশ্বরের বিধান থেকে পাঠ করে শোনাচ্ছিল, অনুবাদ করে তার তাৎপর্য বুঝিয়ে দিচ্ছিল; তাই জনগণ পাঠের অর্থ বুঝতে পারল।

পরে প্রদেশপাল নেহেমিয়া, শাস্ত্রী এজরা যাজক আর সেই লেবীয়েরা যারা জনগণকে শিক্ষা দান করছিল, তাঁরা গোটা জনগণকে বললেন, 'আজকের দিন তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র; শোক করো না, চোখের

জল ফেলো না!’ কারণ বিধানবাণী শুনতে শুনতে সমগ্র জনগণ চোখের জল ফেলছিল। নেহেমিয়া বলে চললেন, ‘এখন যাও, চর্বিওয়ালা খাবার খাও, মিষ্টি আঙুররস পান কর, এবং যাদের তৈরী কিছু নেই, নিজেদের খাবার থেকে তাদের কাছে কিছুটা পাঠিয়ে দাও; কারণ আজকের দিন আমাদের প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র; বিষণ্ণ হয়ো না, কেননা প্রভুর আনন্দই তোমাদের শক্তি।’ লেবীয়েরা এই বলে গোটা জনগণকে শান্ত করছিল, ‘এবার চুপ কর; আজকের দিন পবিত্র; বিষণ্ণ হয়ো না!’ তখন সমগ্র জনগণ ঘরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করল, [গরিবদের কাছে] খাবারের কিছুটা পাঠিয়ে দিল; তারা ফুর্তি করছিল, কারণ তাদের কাছে যে সকল কথা ঘোষণা করা হয়েছিল, তারা তার অর্থ বুঝতে পেরেছিল।

দ্বিতীয় দিনে সমস্ত জনগণের কুলপতিরা, যাজকেরা ও লেবীয়েরা বিধানবাণী অধ্যয়ন করতে শাস্ত্রী এজরার কাছে সমবেত হলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন, মোশীর মাধ্যমে প্রভু যে বিধান জারি করেছিলেন, তার মধ্যে এই কথা লেখা আছে যে, সপ্তম মাসের উৎসবকালে ইস্রায়েল সন্তানেরা পর্ণকুটিরেই বাস করবে। তাই তাঁরা একটা ঘোষণাপত্র জারি করে সকল শহরে ও যেরুসালেমে তা প্রচার করালেন: ‘পর্বতে গিয়ে তোমরা জলপাইগাছের পাতা, বন্য জলপাইগাছের পাতা, গুলমেদিগাছের পাতা, খেজুরগাছের পাতা ও ঝোপালগাছের পাতা নিয়ে এসো, আর তা দিয়ে পর্ণকুটির তৈরি কর—যেমনটি লেখা আছে।’ তখন লোকেরা বাইরে গেল, ও সেই সমস্ত কিছু এনে প্রত্যেকজন নিজ নিজ ঘরের ছাদে ও প্রাঙ্গণে এবং পরমেশ্বরের গৃহের সকল প্রাঙ্গণে, সলিলদ্বারের খোলা জায়গায় ও এফ্রাইম-দ্বারের খোলা জায়গায় নিজেদের জন্য পর্ণকুটির তৈরি করল।

এইভাবে যারা নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছিল, তাদের গোটা জনসমাবেশ পর্ণকুটির তৈরি করে তার মধ্যে বাস করল। নূনের সন্তান যোশুয়ার সময় থেকে সেদিন পর্যন্ত ইস্রায়েল সন্তানেরা তেমন কিছু কখনও করেনি। তাতে মহা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। আর এজরা প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত প্রত্যেক দিন পরমেশ্বরের বিধান-পুস্তক থেকে পাঠ করে শোনালেন। পর্বটি সাত দিনব্যাপী উদ্‌যাপিত হল, এবং বিধি অনুসারে অষ্টম দিনে সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হল।

শ্লোক সাম ১৯:৮-৯; রো ১৩:৮,১০

℟ প্রভুর বিধান নিখুঁত, প্রাণকে পুনরুজ্জীবিত করে; প্রভুর সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য, সরলমনাকে জ্ঞানবান করে।
℣ প্রভুর আদেশমালা ন্যায্য, হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করে; প্রভুর আজ্ঞা নির্মল, চোখে আলো দান করে।
℟ পরকে যে ভালবাসে, সে বিধান সম্পূর্ণই সার্থক করেছে। ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা।
℣ প্রভুর আদেশমালা ন্যায্য, হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করে; প্রভুর আজ্ঞা নির্মল, চোখে আলো দান করে।

দ্বিতীয় পাঠ - আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লেমেণ্ট-লিখিত ‘শিক্ষাগুরু’ ১ম পুস্তক ৭

আমিই তোমাদের শিক্ষাগুরু

সঙ্গতভাবেই ঐশবাণীকে শিক্ষাগুরু বলা হয়, কারণ তিনি বালক এই আমাদের পরিত্রাণের দিকে চালিত করেন। এজন্য হোসেয়ার মুখ দিয়ে তিনি নিজের বিষয়ে বলেছেন, তিনি আমাদের শিক্ষাগুরু।

তাছাড়া ঐশশিক্ষা হল ধর্ম—একাধারেই ঐশউপাসনার শিক্ষা, সত্যজ্ঞান লাভের জন্য বিদ্যা ও স্বর্গে পৌঁছনোর জন্য উত্তম গঠন। শিক্ষা বলতে অনেক কিছু বোঝায়। এমন শিক্ষা রয়েছে যা পরিচালনার অধীন ও শিক্ষার্থী মানুষকে নির্দেশ করে; আরও, শিক্ষা পরিচালক ও শিক্ষককে নির্দেশ করে; তৃতীয়, শিক্ষা হল সেই গঠন যা মানুষ গ্রহণ করে; চতুর্থ, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুও শিক্ষা, যথা—উদাহরণ স্বরূপ—ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি।

ঈশ্বরের শিক্ষাদান সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে, তা হল ঈশ্বরদর্শন লাভের জন্য সত্য পথ, এবং তাতে রয়েছে সেই সমস্ত পুণ্যকর্মের সুস্পষ্ট ও প্রকট বর্ণনা যে কর্ম নিত্য নিষ্ঠায় চালিত করে। সৈন্যদের বাঁচানোর জন্য সেনাপতি যেমন সেনাদলকে চালিত করে ও যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য চালক যেমন জাহাজের পরিচালনা করে, তেমনি ঐশ শিক্ষাগুরু বালকদের কল্যাণকর জীবন-পর্যায়ে উন্নীত করেন, অর্থাৎ কিনা তিনি আমাদের যত্ন নেন। এক কথায়, আমরা যা যুক্তিসঙ্গত ভাবে ঈশ্বরের কাছে যাচনা করতে পারি, শিক্ষাগুরুর প্রতি বাধ্যতা দেখিয়েই তা লাভ করতে পারি।

চালক সবসময় বাতাসের হাতে জাহাজ ফেলে রাখে, এমন নয়; ঝড়ের সময়ে সে বরং জাহাজের অগ্রভাগ তরঙ্গমালার সামনা-সামনিই ধরে রাখে; একইপ্রকারে শিক্ষাগুরু ছোট বালকদের এই সংসারের বিধানের হাতে ফেলে রাখেন না; শিশু যে ছোট নৌকার মত জঘন্য ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে নষ্ট হবে, তিনি তাও হতে দেন না; কিন্তু শিশুর মন যখন সত্যময় আত্মা দ্বারা ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়, তখন তিনি হাল তথা শিশুটির আন্তর কান শক্ত করে ধরে রাখেন যতদিন না তিনি তাকে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে স্বর্গীয় বন্দরে পৌঁছিয়ে দিতে না পারেন। কেননা আমাদের পিতামাতাদের শিক্ষাদান অল্পদিনেরই, কিন্তু ঈশ্বরের চরিত্র-গঠন এমন সম্পদ যা চিরকাল থাকবে।

আমাদের পুণ্যতম শিক্ষাগুরু হলেন স্বয়ং যীশু—সেই ঐশবাণী যিনি সমগ্র মানবজাতির আলো; যিনি সকল মানুষকে ভালবাসেন, সেই ঈশ্বর নিজেই আমাদের শিক্ষাগুরু। মোশীর গীতিকায় পবিত্র আত্মা এভাবেই তাঁর বিষয়ে কথা বলেন, *প্রান্তরেই তিনি সেই জনগণকে খুঁজে পেয়েছিলেন, জনশূন্য ও গর্জনধ্বনির মরুদেশে; তাকে শিক্ষাদান করলেন, তাকে ঘিরে ধরেই লালন করলেন, আপন চোখের মণির মতই তাকে রক্ষা করলেন। ঈগল যেমন ক'রে নীড়ের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে, শাবকদের উপর যেমন ক'রে উড়তে থাকে, তিনি তেমনি ক'রে ডানা মেলে তাকে ধরলেন, আপন পাখার উপরেই তাকে তুলে বহন করলেন। একাই প্রভু তাকে চালিত করলেন, তার সঙ্গে বিদেশী কোন দেবতা ছিল না।*

আমার মনে হয়, পবিত্র শাস্ত্র শিক্ষাগুরুর সুস্পষ্ট একটা ছবি তুলে ধরছে, আমাদের দেখাচ্ছে আমাদের প্রতি তাঁর শিক্ষাদান। আবার, তিনি নিজেই নিজেকে শিক্ষাগুরু বলে ঘোষণা করেন যখন নিজের বিষয়ে বলেন, *আমিই প্রভু, তোমার পরমেশ্বর! আমিই মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছি তোমায়।*

শ্লোক প্রবচন ২৩:২৬; ১:৯; ৫:১

℣ সন্তান আমার, তোমার আস্থা আমার উপর স্থাপন কর, তোমার চোখ আমার সমস্ত পথে নিবদ্ধ থাকুক,

℟ কারণ তা-ই হবে তোমার মাথার শোভাকর ভূষণ।

℣ সন্তান আমার, আমার প্রজ্ঞার প্রতি মনোযোগ দাও, আমার সুবুদ্ধির প্রতি কান দাও,

℟ কারণ তা-ই হবে তোমার মাথার শোভাকর ভূষণ।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ সামু ১১:১-১৫

বিজয়ী সৌল জনগণ দ্বারা রাজা বলে ঘোষিত

[সৌলের অভিষেকের প্রায় এক মাস পর] আম্মোনীয় নাহাশ যুদ্ধযাত্রা করে যাবেশ-গিলেয়াদের বিরুদ্ধে শিবির বসালেন। যাবেশের সমস্ত লোক নাহাশকে বলল, 'আপনি আমাদের সঙ্গে সন্ধি-চুক্তি স্থির করুন; আমরা আপনার দাস হব।' আম্মোনীয় নাহাশ উত্তরে তাদের বললেন, 'আমি এই শর্তেই তোমাদের সঙ্গে সন্ধি-চুক্তি স্থির করব: তোমাদের সকলের ডান চোখ উপড়ে ফেলব, যাতে এ হয় গোটা ইস্রায়েলের কলঙ্কের চিহ্ন!' তখন যাবেশের প্রবীণেরা বললেন, 'আপনি সাত দিন সময় দিন, যেন ইস্রায়েল দেশের সকল অঞ্চলে দূত পাঠাতে পারি; কেউ যদি আমাদের ত্রাণ করতে না আসে, তবে আমরা আপনার কাছে বেরিয়ে আসব।'

দূতেরা সৌল-গিবেয়াতে এসে লোকদের কাছে এই কথা শোনাল, তখন সমস্ত লোক জোর গলায় কাঁদতে লাগল। আর ঠিক সেসময়েই সৌল মাঠ থেকে বলদের পিছু পিছু আসছিলেন। সৌল জিজ্ঞাসা করলেন, 'লোকদের কী হয়েছে? ওরা কাঁদছে কেন?' তারা তাঁকে যাবেশের লোকদের সেই সমস্ত কথা বলল। তিনি কথাটা শুনলেই পরমেশ্বরের আত্মা সৌলের উপরে প্রবলভাবে নেমে পড়ল, আর তিনি প্রচন্ড ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। তিনি এক জোড়া বলদ নিয়ে টুকরো টুকরো করে সেই দূতদের মধ্য দিয়ে সেই টুকরোগুলো ইস্রায়েল দেশের সকল অঞ্চলে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, 'যে কেউ সৌলের ও সামুয়েলের পিছনে বেরিয়ে না আসে, তার বলদগুলোর তেমন দশাই হবে!' লোকদের মধ্যে প্রভুর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল, তাই তারা এক মানুষের মতই যেন বেরিয়ে পড়ল। সৌল

বেজেকে তাদের পরিদর্শন করলেন: ইস্রায়েল সন্তানদের তিন লক্ষ ও যুদার ত্রিশ হাজার লোক ছিল।

তখন তারা সেই আগত দূতদের বলল, 'তোমরা যাবেশ-গিলেয়াদের লোকদের বলবে: আগামীকাল, যখন রোদ প্রখর হতে লাগবে, তখন তোমাদের ত্রাণকর্ম সাধিত হবে।' সেই দূতেরা গিয়ে যাবেশের লোকদের সেই খবর দিল, আর তারা খুবই আনন্দিত হল। যাবেশের লোকেরা নাহাশকে বলল, 'আগামীকাল আমরা আপনাদের কাছে বেরিয়ে আসব; আপনারা যা ভাল মনে করবেন, আমাদের প্রতি সেইভাবে ব্যবহার করবেন।' পরদিন সৌল তাঁর লোকদের তিন দলে বিভক্ত করে প্রভাত-প্রহরে শত্রুশিবিরের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে রোদ প্রচণ্ড হওয়া পর্যন্ত আম্মোনীয়দের সংহার করলেন; যারা বেঁচে গেল, তারা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে, তাদের কোন দু'জনও একসঙ্গে রইল না।

তখন জনগণ সামুয়েলকে বলল, 'কে বলেছে, সৌলকে কি আমাদের উপরে রাজত্ব করতে হবে? তেমন লোকদের আন, আমরা তাদের বধ করি!' কিন্তু সৌল বললেন, 'আজ কারও প্রাণদণ্ড হবে না, কেননা আজ প্রভু ইস্রায়েলের মধ্যে ত্রাণকর্ম সাধন করলেন।' সামুয়েল লোকদের বললেন, 'চল, আমরা গিল্গালে গিয়ে সেখানে আবার রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করব।' তাই সমস্ত লোক গিল্গালে গিয়ে সেই গিল্গালে প্রভুর সামনে সৌলকে রাজা বলে স্বীকার করল, সেখানে প্রভুর সামনে মিলন-যজ্ঞ উৎসর্গ করল, আর সেখানে সৌল ও ইস্রায়েলের সমস্ত লোক মহা ফুর্তি করল।

শ্লোক সাম ১৮:৪৭,৪৯,৫১

℟ চিরজীবী হোন প্রভু! ধন্য আমার শৈল! আমার ত্রাণেশ্বর বন্দিত হোন!

℟ তুমি তো আমার শত্রুদের ক্রোধ থেকে আমাকে রেহাই দাও।

℣ তিনি তাঁর রাজাকে বিজয়দানে মহিমান্বিত করেন, তাঁর মসীহের প্রতি কৃপা দেখান চিরকাল।

℟ তুমি তো আমার শত্রুদের ক্রোধ থেকে আমাকে রেহাই দাও।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' **সাম ১৪৯, ৬**

খ্রীষ্টই রাজা ও যাজক:
এসো, তাঁকে নিয়ে মেতে উঠি!

তার আপন নির্মাতাকে নিয়ে ইস্রায়েল আনন্দিত হোক, তাদের আপন রাজাকে নিয়ে মেতে উঠুক সিয়োন সন্তান সকল। যিনি আমাদের নির্মাণ করলেন, সেই ঈশ্বরের পুত্র আমাদের একজন হলেন; আমাদের রাজা আমাদের শাসন করেন, কারণ তিনি সেই নির্মাতা যিনি আমাদের গড়লেন। তাছাড়া আমরা তাঁরই উদ্দেশে সৃষ্ট, আবার তাঁরই দ্বারা আমরা শাসিত; আর তাঁর নাম খ্রীষ্ট হওয়ায়ই আমরা খ্রীষ্টান বলে অভিহিত।

খ্রীষ্ট খ্রীষ্মা শব্দ থেকে অর্থাৎ অভিষেক থেকেই এই বিশেষ নামে অভিহিত। আর যেহেতু সেসময় সকল যাজক ও রাজাকে অভিষিক্ত করা হত, সেজন্যই তিনি রাজা ও যাজক বলে অভিষিক্ত। রাজারূপে তিনি আমাদের জন্য সংগ্রাম করলেন, যাজকরূপে আমাদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করলেন। যখন আমাদের জন্য সংগ্রাম করলেন, তখন তিনি প্রায়ই পরাজিত হলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জিতলেন: বাস্তবিকই তিনি ক্রুশবিদ্ধ হলেন, কিন্তু যে ক্রুশে বিদ্ধ হলেন, সেই ক্রুশ থেকেই তিনি শয়তানকে সংহার করলেন: এজন্য তিনি আমাদের রাজা।

কিন্তু তবু কেন তিনি যাজক? কারণ তিনি আমাদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করলেন। যা উৎসর্গ করতে হয়, তোমরা তো তা যাজককে দাও; মানুষ কিন্তু উৎসর্গ করার মত শুচি বলি বলতে কীবা পেতে পারত? কোন্ বলি? পাপী মানুষ শুচি কীবা উৎসর্গ করতে পারে? ওহে ধর্মহীন, ওহে ভক্তিহীন! যা কিছু তুমি বহন কর, তা অশুচি; তোমারই জন্য বরং শুচি কিছু উৎসর্গ করা দরকার! নিজেরই কাছে উৎসর্গ করার মত কিছু খোঁজ কর—কিছুই খুঁজে পাবে না। তোমার যা কিছু আছে, তার মধ্যে উৎসর্গ করার মত কিছু খোঁজ কর—তিনি কিন্তু কোন মেষ কি ছাগ কি বৃষ পছন্দ করেন না। সবকিছুই তো তাঁরই, যদিও তুমি তাঁর কাছে সেই সবকিছুই উৎসর্গ না কর। তাহলে তুমি তাঁর কাছে শুচি বলি উৎসর্গ কর। তুমি কিন্তু যে পাপী ও ভক্তিহীন! তোমার বিবেক যে কলুষিত! শুচীকৃত হলে পর, তবেই হয় তো তুমি শুচি কিছু উৎসর্গ করতে পারবে; কিন্তু তুমি যেন শুচীকৃত হতে পার, তোমার জন্য

একটা কিছু উৎসর্গ করাই দরকার।

সুতরাং, শুচীকৃত হবার জন্য তুমি নিজের জন্য কী উৎসর্গ করবে? শুচীকৃত হলেই তো তুমি শুচি নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে পারবে। অতএব এমন এক যাজক নিজেকে উৎসর্গ করুন যিনি শুচি, আর এভাবে শুচীকরণ রীতি সাধন করুন। খ্রীষ্ট ঠিক তাই করলেন। মানুষের জন্য উৎসর্গ করার মত মানুষের মধ্যে শুচি কিছু না পেয়ে তিনি শুচি বলিরূপে নিজেকেই উৎসর্গ করলেন। আহা, ধন্য বলি, সত্যকার বলি, নিষ্কলঙ্ক বলি! তিনি তো আমাদের দেওয়া কোন কিছুই উৎসর্গ করলেন না, কিন্তু আমাদের কাছ থেকে যা ধারণ করেছিলেন, তা শুচীকৃত করে উৎসর্গ করলেন। আমাদের কাছ থেকে তিনি মানবদেহ গ্রহণ করেছিলেন, সেই দেহকেই তিনি উৎসর্গ করলেন। তেমন দেহ তিনি কোথা থেকে গ্রহণ করেছিলেন? কুমারী মারীয়ার গর্ভ থেকেই তা গ্রহণ করেছিলেন যেন পাপীদের জন্য তা উৎসর্গ করতে পারেন। ফলে তিনিই রাজা, তিনিই যাজক: এসো, তাঁকে নিয়ে মেতে উঠি।

শ্লোক প্রত্যা ১২:১০,১২; ১১:১৫

℟ আমাদের ঈশ্বরের পরিত্রাণ, পরাক্রম ও রাজ্য এবার এসে গেছে, তাঁর খ্রীষ্টের প্রাপ্য অধিকারও এসে গেছে;
℣ তাই স্বর্গলোক, মেতে ওঠ! তোমরাও মেতে ওঠ, সেখানে যাদের তাঁবু!
℟ জগতের রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁর খ্রীষ্টেরই রাজ্য হল:
℣ তাই স্বর্গলোক, মেতে ওঠ! তোমরাও মেতে ওঠ, সেখানে যাদের তাঁবু!

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - নেহেমিয়া ৯:১-২,৫-২১

পাপক্ষমা লাভের জন্য প্রার্থনা

সপ্তম মাসের চতুর্বিংশ দিনে ইস্রায়েল সন্তানেরা চটের কাপড় পরে ও মাথায় ধুলামাটি মেখে উপবাস পালনের জন্য সম্মিলিত হল। তারপর ইস্রায়েল বংশের মধ্যে যারা বিজাতীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল, তারা এগিয়ে এসে তাদের নিজেদের পাপ ও তাদের পিতৃপুরুষদের অপরাধ স্বীকার করল।

পরে যেশুয়া, কাদ্মিয়েল, বানি, হাসবান্নেইয়া, শেরেবিয়া, হোদিয়া, শেবানিয়া, পেথাহিয়া, এই কয়েকজন লেবীয় একথা বলল: 'উঠে দাঁড়াও! তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে বল ধন্য!

অনাদিকাল থেকে চিরকাল ধরে ধন্য হোক তোমার গৌরবময় নাম, সেই যে নামের মহিমা সমস্ত স্তুতি ও প্রশংসাবাদের অতীত! তুমি, একমাত্র তুমিই প্রভু; স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ এবং তার সমস্ত বাহিনী, পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, সমুদ্র ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, তুমিই সেই সব নির্মাণ করেছ; তুমিই সমস্ত কিছু জীবনপূর্ণ করে রাখ, এবং স্বর্গীয় বাহিনী তোমার উদ্দেশে প্রণিপাত করে। তুমিই সেই প্রভু পরমেশ্বর, যিনি আব্রামকে বেছে নিয়ে কাল্দীয়দের সেই উর থেকে বের করে এনেছিলে এবং তাঁর নাম আব্রাহাম রেখেছিলে। তুমি তাঁর হৃদয় তোমার প্রতি বিশ্বস্ত দে'খে কানানীয়, হিত্তীয়, আমোরীয়, পেরিজীয়, যেবুসীয় ও গির্গাশীয়দের দেশ তাঁর বংশকে দেবে বলে প্রতিশ্রুত হয়ে তাঁর সঙ্গে এক সন্ধি স্থির করেছিলে; আর তোমার সেই বাণী তুমি রক্ষাই করেছ, কেননা তুমি ধর্মময়!

তুমি মিশরে আমাদের পিতৃপুরুষদের দুর্দশা দেখেছিলে, লোহিত সাগর-তীরে তাদের হাহাকার শুনেছিলে; ফারাওর, তাঁর সমস্ত পরিষদের ও তাঁর দেশের লোকদের বিরুদ্ধে নানা চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখিয়েছিলে; কেননা তুমি জানতে যে, তারা আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি কঠোর ভাবে ব্যবহার করেছিল। আর তুমি এমন সুনাম অর্জন করেছ, যা আজও অম্লান! তুমি তাদের সামনে সাগর দু'ভাগ করে খুলে দিলে; তখন তারা সাগরের মধ্য দিয়ে শুকনো মাটির উপর দিয়ে হেঁটে চলল; যারা তাদের পিছনে ধাওয়া করছিল, তাদের অতল গহ্বরে ঠেলে দিলে মত্ত জলরাশির গর্ভে একটা পাথরের মত। তাদের চলার পথ আলোকিত করতে তুমি দিনের বেলায় মেঘস্তম্ভ দ্বারা, ও রাতের বেলায় অগ্নিস্তম্ভ দ্বারা তাদের চালনা করলে। তুমি সিনাই পর্বতের উপরে নেমে এলে, স্বর্গ থেকে তাদের সঙ্গে কথা বললে, এবং ধর্মসম্মত নিয়মনীতি ও সত্য বিধিমালা তাদের দিলে—মঙ্গলময় বিধি, মঙ্গলময় আজ্ঞা! তাদের জানিয়ে দিলে তোমার পবিত্র সাব্বাৎ, এবং তোমার আপন দাস মোশীর মধ্য দিয়ে

তাদের দিলে আজ্ঞা, বিধি ও বিধান। তারা ক্ষুধিত হলে তুমি স্বর্গ থেকে তাদের রুটি দিলে, তারা পিপাসিত হলে তুমি শৈল থেকে জল বের করে আনলে; এবং যে দেশ তাদের দেবে বলে শপথ করেছিলে, সেই দেশ অধিকার করে নিতে তাদের আজ্ঞা দিলে।

অথচ তারা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা স্পর্ধার সঙ্গে ব্যবহার করল, মন কঠিন করল, তোমার আজ্ঞায় কান দিল না, বাধ্যতা দেখাতে অস্বীকার করল, এবং তাদের মধ্যে তুমি যত আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিলে, তা স্মরণে রাখল না; বরং মন কঠিন করে তারা বিদ্রোহী হয়ে দাসত্বে ফিরে যাবে বলে মন স্থির করল। কিন্তু তুমি ক্ষমাবান পরমেশ্বর, দয়াবান ও স্নেহশীল, ক্রোধে ধীর, কৃপায় ধনবান; তাই তাদের পরিত্যাগ করলে না। এমনকি, তারা যখন নিজেদের জন্য ছাঁচে ঢালাই করা একটা বাছুর তৈরি করল, এবং বলল, এই যে তোমার দেবতা, যিনি মিশর থেকে তোমাকে বের করে এনেছেন, আর তাই বলে যখন তোমাকে প্রচণ্ড অপমান করল, তখনও তুমি তোমার অসীম স্নেহ গুণে মরুপ্রান্তরে তাদের পরিত্যাগ করলে না; না, সেই যে মেঘস্তম্ভ দিনের বেলায় তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তা তাদের সামনে থেকে সরে গেল না; সেই যে অগ্নিস্তম্ভ রাতের বেলায় তাদের চলার পথ আলোকিত করছিল, তাও সরে গেল না। জ্ঞানশিক্ষা দেবার জন্য তুমি তাদের তোমার মঙ্গলময় আত্মাকে দিলে, তাদের মুখে তোমার মান্না দিতে ক্ষান্ত হলে না, এবং তারা পিপাসিত হলে তুমি তাদের জন্য জল যুগিয়ে দিলে। চল্লিশ বছর ধরে মরুপ্রান্তরে তুমি তাদের যত্ন করলে, তাদের কিছুর অভাব হল না: তাদের পোশাকও জীর্ণ হল না, তাদের পাও ফুলে উঠল না।'

শ্লোক নেহেমিয়া ৯:১,২,১৬-১৭

প্র ইস্রায়েল সন্তানেরা চটের কাপড় পরে ও মাথায় ধুলামাটি মেখে উপবাস পালনের জন্য সম্মিলিত হয়ে নিজেদের পাপ ও তাদের পিতৃপুরুষদের অপরাধ স্বীকার করল।

উ কিন্তু তুমি ক্ষমাবান পরমেশ্বর, দয়াবান ও স্নেহশীল, ক্রোধে ধীর, কৃপায় ধনবান; তাই তাদের পরিত্যাগ করলে না।

প্র আমাদের পিতৃপুরুষেরা স্পর্ধার সঙ্গে ব্যবহার করল, বাধ্যতা দেখাতে অস্বীকার করল, এবং তাদের মধ্যে তুমি যত আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিলে, তা স্মরণে রাখল না।

উ কিন্তু তুমি ক্ষমাবান পরমেশ্বর, দয়াবান ও স্নেহশীল, ক্রোধে ধীর, কৃপায় ধনবান; তাই তাদের পরিত্যাগ করলে না।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু সিপ্রিয়ান-লিখিত 'কাথলিক মণ্ডলীর ঐক্য' ১২-১৪

খ্রীষ্ট আমাদের শান্তি দিলেন
ও আদেশ দিলেন আমরা যেন একহৃদয় একাত্মা হই

আপন শিষ্যদের কাছে একাত্মতা ও শান্তির কথা নির্দেশ করে প্রভু বললেন, *আমি তোমাদের সত্যি বলছি, পৃথিবীতে তোমাদের দু'জন কোন কিছু যাচনা করার জন্য যদি একমন হয়, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতা তাদের তা মঞ্জুর করবেন; কেননা যেখানে দু' তিনজন আমার নামে একত্র হয়, আমি সেখানে তাদের মধ্যে আছি।* এভাবে তিনি দেখালেন, প্রার্থীর সংখ্যার ভিত্তিতে নয়, তাদের একাত্মতার ভিত্তিতেই বহু কিছু মঞ্জুর করা হয়। *তোমাদের দু'জন কোন কিছু যাচনা করার জন্য যদি একমন হয়,* : প্রথম শর্তস্বরূপ তিনি একমতের কথা রাখলেন, শান্তির একাত্মতাই আগে স্থান দিলেন; এভাবে তিনি আমাদের পক্ষে যা সমীচীন, তা ধ্রুবতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে শিখিয়ে দিলেন। কিন্তু, মণ্ডলীর গোটা দেহের সঙ্গে ও সকল ভাইবোনের সঙ্গে যে একমন নয়, সে কেমন করে অপর একজনের সঙ্গে একমন হতে পারবে? সেই দু'জন কি তিনজন যারা খ্রীষ্ট ও তাঁর সুসমাচার থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছে, তারা কেমন করে খ্রীষ্টের নামে নিজেদের একত্র করতে পারবে? কেননা আমরা যে তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি এমন নয়, তারাই আমাদের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছে; আর পরবর্তীকালে যখন মতভেদ ও ধর্মবিচ্ছেদ দেখা দিল ও নানা স্বতন্ত্র উপ-মণ্ডলী আবির্ভূত হল, তখন সত্যের উৎস ও সূচনা ত্যাগ করা হল।

যারা মণ্ডলীতে থাকে, তাদেরই কাছে প্রভু মণ্ডলীর কথা বলেন; তাঁর কথা: তাঁর আদেশ ও শিক্ষা মত একমন হয়ে তারা এক-প্রার্থনায় একত্র হয়ে কেবল দু'জন কি তিনজন হলেও তারা যা যাচনা করবে, মহিমময় ঈশ্বরের কাছ থেকে তা পেতে পারবে: *যেখানে দু' তিনজন আমার নামে একত্র হয়, আমি সেখানে তাদের মধ্যে আছি।* অর্থাৎ কিনা তিনি বললেন, যারা সরলহৃদয় ও শান্তিপ্রিয়, যারা ঈশ্বরকে ভয় করে ও তাঁর আদেশগুলি পালন করে, তারা কেবল দু'জন কি তিনজন হলেও তিনি তাদের কাছে কাছে থাকবেন, যেভাবে অগ্নিচুল্লির মধ্যে সেই তিনজন যুবকের কাছে কাছে থেকেছিলেন; আর যেহেতু সেই তিনজন ঈশ্বরের সঙ্গে সরলহৃদয় ও নিজেদের মধ্যে একমন ছিলেন, সেজন্য তাঁরা অগ্নিশিখার মধ্যে থাকাকালে তিনি শিশিরপূর্ণ বাতাস দ্বারা তাঁদের আরাম দিয়েছিলেন। একইপ্রকারে তিনি কারারুদ্ধ সেই দু'জন শিষ্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন; আর তাঁরা সরলহৃদয় ও একাত্ম হওয়ায় তিনি কারাবাসের দরজা খুলে দিয়ে তাঁদের আবার লোকদের মধ্যে নিয়ে গেলেন, তাঁরা যেন তাঁদের দায়িত্ব অনুসারে সকলের কাছে বিশ্বস্ততার সঙ্গে বাণী প্রচার করেন। সুতরাং যিনি মণ্ডলীকে প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা করলেন, তিনি যখন উপদেশ দিয়ে বললেন, *যেখানে দু' তিনজন আমার নামে একত্র হয়, আমি সেখানে তাদের মধ্যে আছি,* তখন মণ্ডলী থেকে কিছুটা লোক ছিন্ন করতে চাইলেন না বটে; বরং ভিন্নমতের জন্য দুর্জনদের ভর্ৎসনা করে ও নিজের কথায় ভক্তদের কাছে শান্তির বাণী জোর করে উপস্থাপন করে তিনি দেখাতে চাইলেন, ভিন্নমত বহু অবলম্বীর সঙ্গে থাকার চেয়ে তিনি বরং তাদেরই সঙ্গে থাকতে প্রীত যারা কেবল দু'জন কি তিনজন হলেও তবু প্রার্থনায় একত্র; তিনি আরও দেখালেন যে, বহুজনের মিলহীন প্রার্থনার চেয়ে অল্পজনের একাত্ম যাচনাই শক্তিশালী।

এজন্য প্রার্থনা করতে শেখাতে গিয়ে তিনি এ কথাও বললেন, *যখন তোমরা দাঁড়িয়ে প্রার্থনা কর, যদি কারও বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা থাকে, তাকে ক্ষমা কর, যেন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের নিজেদের দোষত্রুটি ক্ষমা করেন;* আবার, অন্তরে সদ্ভাব না রেখে যে বেদির কাছে বলি উৎসর্গ করতে এগিয়ে আসে, তিনি তাকে বেদি থেকে ফিরিয়ে ডেকে এ আদেশ দেন, সে যেন আগে ভাইয়ের সঙ্গে সদ্ভাব পুনঃস্থাপন করে ও তারপরেই ঈশ্বরের কাছে মনের শান্তিতে নৈবেদ্য উৎসর্গ করে।

খ্রীষ্ট আমাদের কাছে শান্তি রেখে গেলেন; আদেশ করলেন আমরা যেন একত্র ও একাত্ম থাকি; আজ্ঞা দিলেন আমরা যেন ভালবাসার বন্ধন অক্ষুণ্ণ ও অবিচ্ছেদ্য রাখি।

শ্লোক মথি ১৮:১৯-২০; ২ বংশ ৭:১৫

প্র পৃথিবীতে তোমাদের দু'জন কোন কিছু যাচনা করার জন্য যদি একমন হয়, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতা তাদের তা মঞ্জুর করবেন,

উ কেননা যেখানে দু' তিনজন আমার নামে একত্র হয়, আমি সেখানে তাদের মধ্যে আছি।

প্র এই স্থানে যে প্রার্থনা নিবেদিত হয়, তার প্রতি এখন আমার চোখ উন্মীলিত ও আমার কান মনোযোগী,

উ কেননা যেখানে দু' তিনজন আমার নামে একত্র হয়, আমি সেখানে তাদের মধ্যে আছি।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ সামু ১২:১-২৫

সামুয়েলের বিদায় উপদেশ

সামুয়েল গোটা ইস্রায়েলকে বললেন, 'দেখ, তোমরা আমার কাছে যা কিছু চেয়েছ, আমি তোমাদের সেই সমস্ত দাবি মেনে নিলাম: তোমাদের উপরে একজন রাজা নিযুক্ত করলাম। দেখ, এখন থেকে রাজা তোমাদের আগে আগে চলবেন। আমার দিক দিয়ে, আমার তো বেশ বয়স হয়েছে, আর আমার চুল পেকে গেছে। তাছাড়া আমার

ছেলেরা তোমাদের সঙ্গে এইখানে রয়েছে। আমি ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত তোমাদের চোখের সামনেই জীবনযাপন করে আসছি। এই যে আমি! তোমরা প্রভুর সামনে ও তাঁর অভিষিক্তজনের সামনে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে বল দেখি: আমি কার্ বলদ জোর করে নিয়েছি? কার্ গাধা জোর করে নিয়েছি? কাকেই বা অত্যাচার করেছি? কার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছি? কিংবা কারও পক্ষে আমার নিজের চোখ বন্ধ রাখার জন্য কার্ হাত থেকে অন্যায় উপহার গ্রহণ করে নিয়েছি? এই যে, আমি তোমাদের ক্ষতিপূরণ করতে এখানে আছি!' তারা বলল, 'আপনি আমাদের অত্যাচার করেননি, দুর্ব্যবহারও করেননি; কারও হাত থেকেও কিছু গ্রহণ করে নেননি।' তিনি বলে চললেন, 'তোমরা আমার হাতে কিছুই পাওনি, তবে এবিষয়ে কি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রভুই সাক্ষী, ও আজ তাঁর অভিষিক্তজনও সাক্ষী?' তারা উত্তর দিল: 'হ্যাঁ, তিনি সাক্ষী!'

তখন সামুয়েল জনগণকে বললেন, 'প্রভু, যিনি মোশী ও আরোনের উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন, এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদের মিশর দেশ থেকে এখানে এনেছেন, তিনি সাক্ষী। তোমরা এখন এখানে দাঁড়াও; তোমাদের প্রতি ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি প্রভু যে সমস্ত ধর্মকাজ সাধন করেছেন, সেইপ্রসঙ্গে আমি প্রভুর সামনে তোমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে চাই। যখন যাকোব মিশরে গেলেন, মিশরীয়েরা তাদের অত্যাচার করল, আর তোমাদের পিতৃপুরুষেরা প্রভুর কাছে হাহাকার করেছিল, তখন প্রভু মোশীকে ও আরোনকে প্রেরণ করেন; আর তাঁরা মিশর থেকে তোমাদের পিতৃপুরুষদের বের করে আনলেন, এবং এইখানে তাদের ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু জনগণ তাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভুলে গেল বিধায় তিনি হাৎসোরের সেনাদলের সেনাপতি সিসেরার কাছে, ফিলিস্তিনিদের কাছে ও মোয়াব-রাজের কাছে তাদের বিক্রি করে দিলেন, আর এরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। তারা এই বলে প্রভুর কাছে হাহাকার করল: আমরা পাপ করেছি, কারণ প্রভুকে ত্যাগ করে বায়াল ও আস্তার্তীস দেব-দেবীর সেবা করেছি; এখন তুমি শত্রুদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার কর, আর আমরা তোমার সেবা করব। তখন প্রভু যেরুব-বায়ালকে, বারাককে, যেফ্থাকে ও সামুয়েলকে পাঠিয়ে তোমাদের চারদিকের শত্রুদের হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করলেন, ফলে তোমরা নিরাপদে বাস করলে। অথচ তোমরা যখন দেখলে আম্মোনীয়দের রাজা নাহাশ তোমাদের বিরুদ্ধে বেরিয়ে আসছে, তখন তোমরা আমাকে বললে, না, আমাদের উপরে একজন রাজা নিযুক্ত করুন—যদিও তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুই তোমাদের রাজা! এখন এই যে সেই রাজা, যাঁকে তোমরা বেছে নিয়েছ ও যাঁর জন্য যাচনা করেছ; দেখ, প্রভু তোমাদের উপরে একজন রাজা নিযুক্ত করেছেন। সুতরাং, যদি তোমরা প্রভুকে ভয় কর, তাঁর সেবা কর, ও তাঁর প্রতি বাধ্য হও, ও প্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ না কর, এবং তোমরা ও তোমাদের উপরে যাঁর কর্তৃত্ব রয়েছে সেই রাজা, সকলেই যদি তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সঙ্গে চলতে থাক, তবে ভাল; কিন্তু তোমরা যদি প্রভুর প্রতি বাধ্য না হও ও প্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ কর, তবে প্রভুর হাত যেমন তোমাদের পিতৃপুরুষদের বিরোধী ছিল, তেমনি তোমাদেরও বিরোধী হবে।

এখন দাঁড়াও; একটু দেখ, প্রভু তোমাদের চোখের সামনে যে কি কি মহা কাজ সাধন করতে চান। আজ কি গম কাটার সময় নয়? কিন্তু আমি চিৎকার করে প্রভুকে ডাকব, আর তিনি বজ্রনাদ ও বৃষ্টি প্রেরণ করবেন, যেন তোমরা জানতে ও বুঝতে পার যে, তোমরা তোমাদের জন্য রাজা যাচনা করায় প্রভুর সামনে ভারী অন্যায় করেছ!' তখন সামুয়েল প্রভুকে ডাকলে প্রভু সেদিন বজ্রনাদ ও বৃষ্টি প্রেরণ করলেন; আর গোটা জনগণ প্রভুর ও সামুয়েলের বিষয়ে অধিক ভীত হল। তারা সকলে সামুয়েলকে বলল, 'আপনি আপনার দাসদের জন্য আপনার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন, যেন আমাদের না মরতে হয়; কেননা আমরা আমাদের সকল পাপের উপর এই অন্যায়ও যোগ করেছি যে, আমাদের জন্য রাজা যাচনা করেছি।'

সামুয়েল লোকদের এই উত্তর দিলেন, 'ভয় করো না; তোমরা এই সমস্ত অন্যায় করেছ বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে তোমরা কমপক্ষে যেন প্রভুর অনুসরণে ক্ষান্ত না হও, বরং সমস্ত হৃদয় দিয়ে যেন সেই প্রভুরই সেবা কর! অসার বলেই যা কিছু কোন উপকারে আসে না, উদ্ধার করতেও পারে না, এমন অসার বস্তুর পিছনে যাবার জন্য সরে যেয়ো না। তাঁর আপন মহানামের খাতিরে প্রভু নিশ্চয়ই তাঁর আপন জনগণকে ত্যাগ করবেন না, কারণ প্রভু তোমাদেরই তাঁর আপন জনগণ করতে প্রীত হয়েছেন। আমার দিক দিয়ে, আমি যে তোমাদের হয়ে প্রার্থনা

করতে ও তোমাদের কাছে উত্তম ও ন্যায় পথ দেখাতে বিরত হওয়ায় প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করব, তা দূরে থাকুক। তোমরা শুধু প্রভুকে ভয় কর, ও সমস্ত হৃদয় দিয়ে বিশ্বস্তভাবে তাঁর সেবা কর; কেননা তিনি তোমাদের জন্য যে মহা মহা কর্ম সাধন করেছেন, তা তোমাদের চোখের সামনেই রাখতে হবে। কিন্তু তোমরা যদি অন্যায় কর্মে লিপ্ত থাক, তবে তোমরা ও তোমাদের রাজা সকলেই উচ্ছিন্ন হবে।'

শ্লোক ১ সামু ১২:২০,২২

প্র সামুয়েল লোকদের এই উত্তর দিলেন, ভয় করো না; তোমরা এই সমস্ত অন্যায় করেছ বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে তোমরা কমপক্ষে যেন প্রভুর অনুসরণে ক্ষান্ত না হও,

উ প্রভু যিনি, তোমরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁর সেবা কর।

প্র তাঁর আপন মহানামের খাতিরে প্রভু নিশ্চয়ই তাঁর আপন জনগণকে ত্যাগ করবেন না, কারণ প্রভু তোমাদেরই তাঁর আপন জনগণ করতে প্রীত হয়েছেন।

উ প্রভু যিনি, তোমরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁর সেবা কর।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি লিখিত 'পালকীয় নিয়ম' ১:৩

শাসনভার

আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে দেখিয়েছি শাসনভার কতই না গুরুতর ব্যাপার, কেউই যেন অক্ষম হয়ে তেমন পবিত্র দায়িত্ব দুঃসাহসের সঙ্গে না গ্রহণ করে, ও পদমর্যাদার অভিলাষে পতনের দিকে মানুষকে চালিত না করে। ধন্য যাকোব এবিষয়ে বলেন, *হে আমার ভাই, এমনটি যেন না হয় যে তোমরা সকলেই শিক্ষাগুরু হতে চাও।* স্বর্গীয় প্রাণীদের জ্ঞান ও ক্ষমতার ঊর্ধ্বস্থিত হয়ে যিনি স্বর্গলোকে অনাদিকাল থেকে রাজত্ব করেন, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সেই স্বয়ং মধ্যস্থও পৃথিবীতে থাকতে রাজ্যভার গ্রহণ করতে অসম্মত হলেন; বাস্তবিকই লেখা আছে, *যীশু যখন বুঝতে পারলেন যে, তারা তাঁকে রাজা করার অভিপ্রায়ে জোর করে ধরতে আসছে, তখন একা আবার পর্বতে সরে গেলেন।* যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর চেয়ে কেইবা মানুষকে উত্তমরূপে শাসন করতে পারত? কিন্তু, যেহেতু তিনি যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে আমাদের পরিত্রাণ করতে শুধু নয়, জীবনাদর্শের মধ্য দিয়েও আমাদের শিক্ষা দিতে মানুষ হয়েছিলেন, সেজন্য তিনি রাজা হতে চাইলেন না, বরং স্বচ্ছন্দেই ক্রুশদণ্ডের দিকে গেলেন। যে গৌরব তাঁকে অর্পণ করা হচ্ছিল, তিনি সেই গৌরবের শীর্ষস্থান অস্বীকার করে জঘন্য মৃত্যুদণ্ড ইচ্ছা করলেন, যেন তাঁর অঙ্গগুলি সংসারের তোষামোদ থেকে দূরে যেতে ও তার হুমকি ভয় না করতে শেখে, বরং সত্যের খাতিরে প্রতিকূলতা ভালবাসতে ও অনুকূলতা সন্দেহের সঙ্গে এড়াতে শিখতে পারে; কেননা অনুকূল অবস্থা প্রায়ই হৃদয় কলুষিত করে, পক্ষান্তরে প্রতিকূল অবস্থা দুঃখ-কষ্ট দ্বারা হৃদয় শুচীকৃত করে। অনুকূল অবস্থায় মন গর্বোদ্ধত হয়, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় গর্বোদ্ধত মনও নম্র হয়ে ওঠে। অনুকূলতায় মানুষ নিজের কথা ভুলে যায়, প্রতিকূলতায় কিন্তু ইচ্ছা না করলেও সে নিজের বিষয়ে সচেতন হতে বাধ্য হয়।

অনুকূল অবস্থায় মানুষ আগের অর্জিত যত পুণ্য হারিয়ে ফেলে, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় সে অতীতকালের অপরাধেরও প্রায়শ্চিত্ত করে। কষ্টজনিত শিক্ষা প্রায়ই হৃদয় গঠন করে, অপরদিকে ক্ষমতার শীর্ষস্থানে যে পৌঁছেছে, সে গৌরবে অভ্যস্ত হয়ে গর্বে স্ফীত হয়।

এভাবে সৌল আগে নিজেকে অযোগ্য মনে করে পালিয়ে গেছিলেন, কিন্তু রাজ্যভার পাওয়া মাত্রই গর্বোদ্ধত হলেন; এবং জনতার সামনে প্রশংসিত হতে ইচ্ছা করে কিন্তু প্রকাশ্যে তিরস্কৃত হতে না চেয়ে তিনি তাঁরই কাছ থেকেও ছিন্ন হলেন যিনি তাঁকে রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলেন। দাউদের বেলায়ও তেমনি ঘটেছিল: তিনি সব দিক দিয়েই ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য ছিলেন, কিন্তু কষ্টের ভার সরে যাওয়া মাত্রই তাঁর নিম্ন স্বভাব অকস্মাৎ দেখা দিল—তিনি এত নির্মম ও হিংস্র হয়ে উঠলেন যে একটি মানুষের মৃত্যু ঘটালেন, ও এত কাঁচা ও দুর্বল হয়ে উঠলেন যে সেই লোকের স্ত্রীকে বাসনা করলেন। এমনকি, যিনি আগে এতই দয়ালু ছিলেন যে দুর্জনদের ক্ষমা করতে পেরেছিলেন, পরবর্তীতে তিনি নির্লজ্জ হয়ে সৎলোকদের মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করছিলেন। নিজের নির্যাতনকারী তাঁর হাতে পড়লেও তিনি আগে তাকে আঘাত করতে অস্বীকার করেছিলেন; পরবর্তীতে, শ্রান্ত

সেনাদলের ক্ষতি সত্ত্বেও তিনি বিশ্বস্ত সৈন্যের মৃত্যু ঘটালেন। আর দুঃখ-কষ্ট যদি তাঁকে ক্ষমার দিকে না নিয়ে যেত, তাহলে তাঁর অপরাধ নিঃসন্দেহেই মনোনীতদের সংখ্যা থেকে তাঁকে বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে যেত।

শ্লোক লুক ১২:৪৮; প্রজ্ঞা ৬:৬

প্র যাকে বেশি দেওয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে বেশি দাবি করা হবে;

উ যাকে বেশি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে বেশি চেয়ে নেওয়া হবে।

প্র প্রতাপশালীরা কঠোরভাবে পরীক্ষিত হবে:

উ যাকে বেশি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে বেশি চেয়ে নেওয়া হবে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - নেহেমিয়া ৯:২২-৩৬

লেবীয়দের প্রার্থনা

লেবীয়েরা প্রার্থনা করে চলল, 'প্রভু, তুমি তাদের দিলে নানা রাজ্য ও নানা জাতিকে; সেগুলিকে সীমান্ত দেশ রূপে তাদের মধ্যে বণ্টন করলে; তাই তারা সিহোনের দেশ, অর্থাৎ হেসবোনের রাজার দেশ ও বাশান-রাজ ওগের দেশ অধিকার করে নিল। তাদের সন্তানদের সংখ্যা তুমি আকাশের তারানক্ষত্রের মত বৃদ্ধি করলে, এবং সেই দেশেই তাদের আনলে, যে দেশের বিষয়ে তুমি তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে কথা দিয়েছিলে যে, তারা তা অধিকার করে নিতে সেখানে প্রবেশ করবে। হ্যাঁ, তাদের সন্তানেরা সেই দেশে প্রবেশ করে তা অধিকার করে নিল; এবং তুমি সেই দেশের অধিবাসী কানানীয়দের তাদের সামনে নত করলে, এবং ওদের ও ওদের রাজাদের ও দেশের সকল জাতিকে তাদের হাতে তুলে দিলে, যেন তারা ওদের নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। তাই তারা সুরক্ষিত বহু বহু নগর দখল করল, উর্বরা ভূমিও দখল করল; সবরকম ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ বাড়ি-ঘর, খনন করা কুয়ো, আঙুরখেত, জলপাইবাগান ও প্রচুর প্রচুর ফলদায়ী গাছ অধিকার করল; তারা খেল, তৃপ্তির সঙ্গেই খেল, মোটাও হল, এবং তোমার মহা মঙ্গলময়তা গুণে আপ্যায়িত হল।

কিন্তু তারা অবাধ্য হয়ে তোমার বিরুদ্ধাচরণ করল, তোমার বিধান পিছনে ফেলে দিল, এবং তোমার যে নবীরা তোমার দিকে তাদের ফেরাবার জন্য তাদের কাছে সনির্বন্ধ আবেদন জানাতেন, তাঁদের হত্যা করল; তোমাকে প্রচণ্ড অপমান করল! তাই তাদের তুমি তাদের বিপক্ষদের হাতে ছেড়ে দিলে, আর তারা তাদের অত্যাচার করল; কিন্তু সেই অত্যাচারের মধ্যে তারা যখন তোমার কাছে চিৎকার করছিল, তখন তুমি স্বর্গ থেকে তাদের চিৎকার শুনে তোমার অসীম স্নেহ গুণে তাদের এমন ত্রাণকর্তা দান করছিলে, যাঁরা বিপক্ষদের হাত থেকে তাদের পরিত্রাণ করলেন। কিন্তু তবু তারা যখন স্বস্তি ভোগ করত, তারা আবার তোমার সামনে কুকাজ করত, ফলে তাদের তুমি তাদের শত্রুদের হাতে ছেড়ে দিতে, আর সেই শত্রুরা তাদের উপর কর্তৃত্ব চালাত; কিন্তু তারা ফিরলে ও তোমার কাছে হাহাকার করলে তুমি স্বর্গ থেকে তাদের হাহাকার শুনে তোমার স্নেহগুণে বহুবার তাদের উদ্ধার করতে। তোমার বিধান-পথে তাদের ফিরিয়ে আনবার জন্য তুমি তাদের সতর্কবাণী দিতে, কিন্তু তারা স্পর্ধা দেখিয়ে তোমার আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতা দেখাত না; যা পালন করলে মানুষ বাঁচে, তোমার এমন সব নিয়মনীতি অবজ্ঞা করে পাপ করত; তারা কাঁধ থেকে জোয়াল সরাত, মন কঠিন করত, বাধ্য ছিল না।

তবু তুমি বহু বছর ধরে তাদের প্রতি ধৈর্য দেখালে, ও তোমার নবীদের মধ্য দিয়ে তোমার আত্মা দ্বারা তাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানালে; কিন্তু তারা কান দিতে চাইল না; ফলে তাদের তুমি নানাদেশীয় জাতিদের হাতে ছেড়ে দিলে। তবু তোমার অসীম স্নেহ গুণে তুমি তাদের নিঃশেষ করনি, ত্যাগও করনি, কারণ তুমি দয়াবান ও স্নেহশীল ঈশ্বর।

তাই এখন, হে আমাদের পরমেশ্বর, হে মহীয়ান পরাক্রমী ভয়ঙ্কর ঈশ্বর, তুমি যে সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করে থাক, আসিরিয়ার রাজাদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের উপরে, আমাদের রাজাদের, জনপ্রধানদের, যাজকদের, নবীদের, পিতৃপুরুষদের ও তোমার গোটা জনগণের উপরে যে সমস্ত ক্লেশ নেমে পড়েছে, সেই সমস্ত কিছু যেন তোমার দৃষ্টিতে সামান্য ব্যাপার না হয়। আমাদের প্রতি এইসব কিছু ঘটা সত্ত্বেও তুমি তো ধর্মময়,

কারণ তুমি বিশ্বস্ততার সঙ্গে ব্যবহার করেছ, কিন্তু আমরা দুষ্কর্ম করেছি। আমাদের রাজারা, জনপ্রধানেরা, যাজকেরা ও পিতৃপুরুষেরা, কেউই তোমার বিধান পালন করেনি; এবং যা দ্বারা তুমি তাদের কাছে সনির্বন্ধ আবেদন জানাতে, তোমার সেই সমস্ত আজ্ঞা ও আদেশে তারা কান দেয়নি। তাদের নিজেদের রাজ্যেও, তাদের উপরে বর্ষিত তোমার অসীম মঙ্গল সত্ত্বেও, তোমার দ্বারা তাদের হাতে দেওয়া প্রশস্ত ও উর্বর দেশ সত্ত্বেও তারা তোমার সেবা করেনি, তাদের কুকর্ম সাধনেও ক্ষান্ত হয়নি। যে দেশ তুমি আমাদের পিতৃপুরুষদের দিয়েছ তারা যেন তার ফল খায় ও তার যত মঙ্গল ভোগ করে, দেখ, আজ আমরা সেই দেশে দাস! আর তুমি আমাদের পাপরাশির জন্য আমাদের উপরে যে রাজাদের বসিয়েছ, এই দেশের প্রচুর ফল সবই তাদের স্বত্ব; এখন তারা আমাদের শরীরের উপরে ও আমাদের পশুদের উপরে যেমন খুশি তেমনই প্রভুত্ব চালাচ্ছে, আর আমরা ভীষণ সঙ্কটের মধ্যে রয়েছি।’

শ্লোক নেহেমিয়া ৯:৪,২৬,৩২,৩৩

প্রঃ লেবীয়েরা জোর গলায় প্রভুকে ডাকল: আমাদের পিতৃপুরুষেরা অবাধ্য হয়ে তোমার বিরুদ্ধাচরণ করল, তোমার বিধান পিছনে ফেলে দিল;

উঃ এখন, হে আমাদের পরমেশ্বর, হে মহীয়ান, পরাক্রমী ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর, তুমি যে সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করে থাক, আমাদের উপরে যে সমস্ত ক্লেশ নেমে পড়েছে, সেই সমস্ত কিছু যেন তোমার দৃষ্টিতে সামান্য ব্যাপার না হয়।

প্রঃ আমাদের প্রতি এইসব কিছু ঘটা সত্ত্বেও তুমি তো ধর্মময়, কারণ তুমি বিশ্বস্ততার সঙ্গে ব্যবহার করেছ, কিন্তু আমরা দুষ্কর্ম করেছি।

উঃ এখন, হে আমাদের পরমেশ্বর, হে মহীয়ান, পরাক্রমী ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর, তুমি যে সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করে থাক, আমাদের উপরে যে সমস্ত ক্লেশ নেমে পড়েছে, সেই সমস্ত কিছু যেন তোমার দৃষ্টিতে সামান্য ব্যাপার না হয়।

দ্বিতীয় পাঠ - আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লেমেণ্ট-লিখিত ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ ৭ম পুস্তক ৭

সারা জীবন ধরেই ঈশ্বরকে সম্মান করতে হবে

আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে, আমরা যেন সেই ঐশবাণীকে আরাধনা ও সম্মান করি যাঁকে আমরা আমাদের ত্রাণকর্তা ও দিশারী বলে জানি, ও তাঁর মধ্য দিয়ে যেন পিতাকে আরাধনা ও সম্মান করি—বিশেষ বিশেষ দিনে শুধু নয়, কিন্তু অবিরতই সারা জীবন ধরে ও সব দিক দিয়ে।

ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা ধর্মময় হয়ে উঠে একজন মনোনীত ব্যক্তি বললেন, *দিনে আমি সাতবার তোমার প্রশংসা করি।* তাই ঈশ্বরকে যে জানে, সে নির্ধারিত এক স্থানে নয়, নির্দিষ্ট এক সময়ও নয়, আদিষ্ট পর্বদিনগুলিতেও শুধু নয়, বরং সারা জীবন ধরে ও সর্বস্থানেই তাঁকে সম্মান করে—সে একা বা তার সঙ্গে সমবিশ্বাসের অন্য বহু ভক্তজন থাকুক না কেন! সত্যপথ জানতে পেরেছে বিধায় তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েই সে ঈশ্বরকে সম্মান করে।

যখন একটি সৎমানুষের উপস্থিতি ভালোর দিকে মানুষকে উদ্দীপিত করে ও আপন জীবনাদর্শ ও প্রেরণাদায়ী সম্ভ্রম দ্বারা তার সঙ্গীকে গঠন করে, তখন ধ্যান, জীবনধারণ ও ধন্যবাদ-জ্ঞাপন দ্বারা যে ঈশ্বরের সঙ্গে অনুক্ষণ থাকে, সে কতই না মহত্তর কারণেই জীবনাচরণ, কথাবার্তা ও মনোভাবে উত্তম হয়ে উঠবে!

এভাবে সে-ই ব্যবহার করে, যে এবিষয়ে নিশ্চিত যে, নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ না হওয়ায় ঈশ্বর সর্বস্থানে সর্বদাই বিদ্যমান। ঈশ্বর যে সর্বস্থানেই উপস্থিত, একথায় নিশ্চিত হয়ে সারা জীবন ধরে ঠিক অবিরত পর্বদিনই যেন উদ্‌যাপন করে আমরা মাঠে চাষ করতে করতে তাঁর প্রশংসাগান করি, সমুদ্র-যাত্রায় তাঁর স্তুতিগান করি, ও অন্য যত পরিস্থিতিতে সেভাবে ব্যবহার করি। ঈশ্বরকে যে জানে, সে অধিক মাত্রায় তাঁর কাছে এগিয়ে যায়, যার ফলে সবকিছুতে সে একইসময় গম্ভীর ও আনন্দিত বলে প্রতীয়মান হয়। সে গম্ভীর, কারণ তার মন ঈশ্বরে নিবদ্ধ; সে আবার আনন্দিত, কারণ ঈশ্বর তাকে যা কিছু দান করেছেন, সে সেই সবকিছু মঙ্গলকর মনে করে।

কিন্তু যাচনা না করেও নানা মঙ্গলদান পেয়ে থাকলেও তবু আমাদের পক্ষে প্রার্থনা করা অনর্থক নয়। এমনকি উদ্বুদ্ধ মানুষের কর্তব্যই ধন্যবাদ জানানো ও প্রতিবেশীর মনপরিবর্তনের জন্য যা প্রয়োজন সেই উদ্দেশ্যে প্রার্থনা

করা। একই উদ্দেশ্যে প্রভুও প্রার্থনা করলেন—আপন কর্ম সম্পন্ন করেছিলেন বলে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন, আবার তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যেন বহু লোক সত্যজ্ঞানে পৌঁছতে পারে; যাতে করে যারা পরিত্রাণ পেয়ে থাকে তারা যেন পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায়, ও যিনি একমাত্র মঙ্গলময় ও একমাত্র ত্রাণকর্তা তাঁর কথা যেন ঐশপুত্রের দ্বারা যুগ যুগান্তর ব্যাপী জ্ঞাত হয়। তাছাড়া মানুষ যখন বিশ্বাস করে সে যা যাচনা করে তা পাবে, তখন সেই বিশ্বাসও এমন একপ্রকার প্রার্থনা যা ঈশ্বরজ্ঞান দ্বারাই মানুষের অন্তরে রাখা হয়।

অন্য দিকে, যখন প্রার্থনা হল ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ, তখন তাঁর কাছে এগিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ হারাতে নেই। অবশ্যই, ঐশব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে উদ্বুদ্ধ মানুষের পবিত্রতা স্বতঃস্ফূর্ত ঈশ্বরস্বীকারের মাধ্যমে ঈশ্বরের নিখুঁত দান প্রকাশ করে। ঈশ্বর যে বাধ্য হয়েই মঙ্গল কাজ সাধন করেন তা নয় বটে, কিন্তু যারা মনপরিবর্তন করে তিনি স্বেচ্ছায়ই তাদের মঙ্গল করেন। ঈশ্বরের মঙ্গলবিধান আমাদের কাছে হীনভাবেই কখনও আসে না—অর্থাৎ উচ্চপদস্থ কোন লোকের কাছে দাসের মতই যেন তিনি আমাদের কাছে কখনও আসেন না; বরং আমাদের দুর্বলতার প্রতি করুণা গুণেই তাঁর মঙ্গলবিধানের দানগুলি আমাদের দেওয়া হয়, ঠিক যেভাবে পালক মেষগুলির সঙ্গে কিংবা রাজা প্রজাদের সঙ্গে, ও আমরা আমাদের সেই পরিচালকদের সঙ্গে ব্যবহার করি যাঁরা তাঁদের হাতে ন্যস্ত মানুষকে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করেন।

সুতরাং, তারাই ঈশ্বরের প্রকৃত সেবক ও উপাসক, যারা তাঁকে সর্বোত্তম রাজা বলে উপাসনা করে ও স্বেচ্ছাকৃত ভাবে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে; তেমন কিছু সরল মন ও সত্যকার জ্ঞান দ্বারাই ঘটে।

শ্লোক লুক ১১:৯,১০; সাম ১৪৫:১৮

℟ যাচনা কর, তোমাদের দেওয়া হবে;
℣ কেননা যে যাচনা করে, সে পায়; আর যে খোঁজে, সে খুঁজে পায়; আর যে ঘা দেয়, তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে।
℟ যারা তাঁকে ডাকে, অন্তর দিয়েই তাঁকে ডাকে, প্রভু তাদের সকলের কাছে কাছেই থাকেন।
℣ কেননা যে যাচনা করে, সে পায়; আর যে খোঁজে, সে খুঁজে পায়; আর যে ঘা দেয়, তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ সামু ১৫:১-২৩

সৌলের পাপের কারণে প্রভু তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন

সামুয়েল সৌলকে বললেন, ‘প্রভু তাঁর আপন জনগণ ইস্রায়েলের উপরে তোমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করতে আমাকেই প্রেরণ করেছেন। তাই এখন প্রভুর বাণী শোন। সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: ইস্রায়েলের প্রতি আমালেক যা করেছিল, মিশর থেকে তার আসার সময়ে সে পথে তার বিরুদ্ধে কেমন ফাঁদ পেতেছিল, আমি তা লক্ষ করেছি। সুতরাং এখন তুমি যাও, আমালেককে আঘাত কর, তার যা কিছু আছে সবই বিনাশ-মানতের বস্তু কর, তার প্রতি মমতা দেখিয়ো না: স্ত্রী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে ও স্তন্যপায়ী শিশু, বলদ-মেষ, উট-গাধা সবই বধ কর।’

সৌল লোকদের আহ্বান করে টেলায়িমে তাদের পরিদর্শন করলেন: দু’লক্ষ পদাতিক সৈন্য ও যুদার দশ হাজার লোক। সৌল আমালেকের শহর পর্যন্ত গিয়ে উপত্যকায় ওত পেতে থাকলেন। সৌল কেনীয়দের বললেন, ‘যাও, দূরে যাও, আমালেকীয়দের মধ্য থেকে চলে যাও, পাছে আমি তাদের সঙ্গে তোমাদেরও বিনাশ করি; কেননা সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানেরা যখন মিশর থেকে বেরিয়ে আসছিল, তোমরা তখন ইস্রায়েল সন্তানদের প্রতি মমতা দেখিয়েছিলে।’ তাই কেনীয়েরা আমালেকের মধ্য থেকে চলে গেল।

পরে সৌল হাবিলা থেকে মিশরের পুবদিকে অবস্থিত শুরের দিকে পর্যন্ত আমালেককে আঘাত করলেন। তিনি আমালেকের রাজা আগাগ্-কে জীবিত ধরলেন, এবং বিনাশ-মানতের জোরে সমস্ত লোককে খড়্গের আঘাতে প্রাণে মারলেন। কিন্তু সৌল ও লোকেরা আগাগ্-কে এবং সবচেয়ে ভাল মেষ-বলদকে ও নধর বাছুর ও মেষশাবকগুলোকে, অর্থাৎ সবচেয়ে ভাল সবকিছু বাঁচিয়ে রাখলেন, সেই সব কিছু তাঁরা বিনাশ-মানতের বস্তু করতে চাইলেন না; কেবল তুচ্ছ ও রুগ্ন যত পশুই বিনাশ-মানতের বস্তু করলেন।

তখন প্রভুর বাণী সামুয়েলের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'সৌলকে রাজা করায় আমার দুঃখ হচ্ছে, কারণ সে আমার সঙ্গ ত্যাগ করে দূরে সরে গেছে আর আমার বাণী পালন করেনি।' এতে সামুয়েল উদ্বিগ্ন হলেন, এবং সারারাত ধরে প্রভুর কাছে হাহাকার করলেন। পরদিন সামুয়েল সৌলের সঙ্গে দেখা করতে ভোরে উঠলেন, কিন্তু সামুয়েলকে এই খবর দেওয়া হল, 'সৌল কার্মেলে গিয়েছেন; আর দেখুন, নিজের জন্য একটা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করেছেন; পরে সেখান থেকে ফিরে নানা জায়গা হয়ে গিল্গালে নেমে গেলেন।' সামুয়েল সৌলের কাছে এসে পৌঁছলে সৌল তাঁকে বললেন, 'আপনি প্রভুর আশীর্বাদের পাত্র হোন! আমি প্রভুর বাণী পালন করেছি।' সামুয়েল উত্তরে বললেন, 'তবে আমার কানে এই যে মেষের গলার শব্দ আসছে, আর এই যে গরুর ডাক আমি শুনছি, তা কি?' সৌল বললেন, 'সেইসব আমালেকীয়দের কাছ থেকে আনা হয়েছে; কেননা আপনার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করার জন্য লোকেরা সবচেয়ে ভাল মেষ ও গবাদি পশু বাঁচিয়ে রেখেছে; বাকি সবকিছু বিনাশ-মানতের বস্তু করেছি।' তখন সামুয়েল সৌলকে বললেন, 'আর নয়! এখন আমিই তোমাকে বলি, গত রাতে প্রভু আমাকে কী বলেছেন।' সৌল বললেন, 'বলুন।'

সামুয়েল বললেন: 'তোমার নিজের চোখে তুমি যত ক্ষুদ্র হও না কেন, তবু তুমিই কি ইস্রায়েলের গোষ্ঠীগুলোর মাথা নও? প্রভুই তোমাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন! প্রভু যখন তোমাকে যুদ্ধযাত্রায় পাঠিয়েছিলেন, তখন বলেছিলেন, যাও, সেই পাপিষ্ঠ আমালেকীয়দের বিনাশ-মানতের বস্তু কর: তারা উচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাও। তবে তুমি প্রভুর প্রতি বাধ্যতা না দেখিয়ে কেন লুটের মালের উপরে পড়ে প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করেছ?' সৌল সামুয়েলকে বললেন, 'আমি তো প্রভুর প্রতি বাধ্য হয়েছি; যে যুদ্ধযাত্রায় প্রভু আমাকে পাঠিয়েছেন, সেই যুদ্ধযাত্রা করেছি, আমালেকের রাজা আগাগ্-কে ফিরিয়ে এনেছি, ও আমালেকীয়দের বিনাশ-মানতের বস্তু করেছি। কিন্তু যা বিনাশ-মানতের বস্তু হওয়ার কথা ছিল, তা থেকে জনগণ গিল্গালে আপনার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করার জন্যই লুটের মালের মধ্য থেকে সেরা মেষ ও গবাদি পশু নিয়েছে।' সামুয়েল বললেন,

'আহুতি ও যজ্ঞবলি এবং প্রভুর প্রতি বাধ্য হওয়া,
এই দুইয়ে প্রভু কী সমানভাবেই প্রীত?
দেখ, যজ্ঞবলির চেয়ে বাধ্যতাই শ্রেয়;
ভেড়ার চর্বির চেয়ে আত্মসমর্পণই শ্রেয়।
কারণ বিদ্রোহ, সে তো দৈবগণনার মতই পাপ,
এবং দুঃসাহস, সে তো মূর্তিপূজার মতই অপরাধ।
তুমি প্রভুর বাণী প্রত্যাখ্যান করেছ বলে
তিনি তোমাকে রাজারূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন।'

শ্লোক ১ সামু ১৫:২২; হো ৬:৬

প্র আহুতি ও যজ্ঞবলি এবং প্রভুর প্রতি বাধ্য হওয়া, এই দুইয়ে প্রভু কী সমানভাবেই প্রীত?
উ দেখ, যজ্ঞবলির চেয়ে বাধ্যতাই শ্রেয়; ভেড়ার চর্বির চেয়ে আত্মসমর্পণই শ্রেয়।
প্র আমি প্রেমেই প্রীত, বলিদানে নয়, আহুতির চেয়ে ঈশ্বরজ্ঞানেই বরং আমি প্রীত।
উ দেখ, যজ্ঞবলির চেয়ে বাধ্যতাই শ্রেয়; ভেড়ার চর্বির চেয়ে আত্মসমর্পণই শ্রেয়।

পরিত্রাণ ঈশ্বরের দয়া থেকেই আসে

যিনি আমাদের জন্য নিজের রক্ত পাত করেছেন, তিনিই পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করেন। এসো, ভ্রাতৃগণ, নিরাশ না হই, পাছে আশাহীন পর্যায়ে পতিত হই। মনপরিবর্তন বিষয়ে আশাভ্রষ্ট হওয়া ভয়ঙ্কর ব্যাপার। যে পরিত্রাণের প্রত্যাশা করে না, সে অগণিত অমঙ্গল সঞ্চয় করে; কিন্তু সুস্থতা সম্বন্ধে যে আশা রাখে, সে ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে সংযত রাখে। যে দস্যু ক্ষমার উপর নির্ভর করতে পারে না, সে দুষ্কর্ম করে চলে; সে কিন্তু যদি ক্ষমার উপর ভরসা রাখে, তাহলে প্রায়শ্চিত্তের দিকে ফেরে। যখন সাপও পুরনো চামড়া ত্যাগ করে, তখন আমরা কি পাপ ত্যাগ করব না?

প্রভু মঙ্গলময়, মাত্রার অতীত মঙ্গলময়। তাই তুমি একথা বলো না: আমি উচ্ছৃঙ্খল ও ব্যভিচারী হয়েছি, আমি কুকর্ম করেছি, একবার শুধু নয়, বহুবারই পাপ করেছি; তাহলে তিনি কি এখনও আমাকে ক্ষমা করবেন? এমন কি হতে পারে, তিনি আমার সমস্ত অপকর্ম ভুলে যাবেন? একটু শোন সামসঙ্গীতের রচয়িতা কী বলেন, *হে প্রভু, তোমার কৃপা কতই মহান!* তোমার পাপরাশি ঈশ্বরের দয়ার বদান্যতা অতিক্রম করে না, তোমার ঘাও সর্বোত্তম চিকিৎসকের নৈপুণ্য অতিক্রম করে না। তুমি কেবল বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর হাতে নিজেকে সঁপে দাও, চিকিৎসকের কাছে নিজের রোগ স্বীকার কর; দাউদের সঙ্গে তুমিও বল, *আমি বলেছি: প্রভুর কাছে আমার যত অন্যায় স্বীকার করব,* তবে তোমার বেলায়ও পরবর্তী বাণী প্রযোজ্য হবে, *তখনই তুমি হরণ করলে আমার পাপের দণ্ড।*

তুমি কি ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা ও তাঁর অসীম করুণা দেখতে ইচ্ছা কর? তাহলে শোন আদমের বেলায় কী ঘটেছে। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের প্রথম সৃষ্ট মানুষ, কিন্তু তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করলেন: ঈশ্বর সেই মুহূর্তেই কি তাঁকে হত্যা করতে পারতেন না? তুমি কিন্তু দেখ, যিনি মানুষকে ভালবাসেন সেই প্রভু কী করলেন: তাঁকে পরমদেশ থেকে বের করে দিয়ে বাইরে রাখলেন, যেন যেখান থেকে পতিত হয়েছিলেন ও যে পর্যায় থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তা দে'খে তিনি প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে পুনরায় পরিত্রাণ পেতে পারেন।

এই তো ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা; অথচ পরবর্তীকালের যত উপকারের তুলনায় তা তখনও ছিল ক্ষুদ্র। একটু স্মরণ কর নোয়ার সময়ে কী ঘটেছে। সেই মহাবীরেরা পাপ করেছিল, ও তাদের শঠতা এমনই ছিল যে পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল, যার ফলে মহাপ্লাবন হল। তুমি কি এতেও ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার পরিচয় পাও না? তিনি তো এক'শ বছর ধরেই ধৈর্য রেখেছিলেন!

এক'শ বছর পরে যা করলেন, তিনি কি তা সঙ্গে সঙ্গে করতে পারতেন না? অবশ্যই পারতেন, তিনি কিন্তু ইচ্ছা করেই সময় স্থগিত করলেন, তারা যেন অনুতাপ করতে পারে। তবে তুমি কি ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা দেখতে পাও? অনুতাপ করলে তারাও ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা থেকে বঞ্চিত হত না।

শ্লোক যুদিথ ৮:২০,১৭

প্র তাঁকে ছাড়া আমরা অন্য ঈশ্বরকে মানি না, আর এজন্য এই আশা রাখি যে,

উ তিনি আমাদের কাছে তাঁর দয়া, ও আমাদের দেশের কাছে তাঁর পরিত্রাণ অস্বীকার করবেন না।

প্র পরিত্রাণ ধৈর্যের সঙ্গে প্রত্যাশা করতে করতে, আসুন, আমরা তাঁর কাছে মিনতি জানাই যেন তিনি আমাদের সাহায্য করেন।

উ তিনি আমাদের কাছে তাঁর দয়া, ও আমাদের দেশের কাছে তাঁর পরিত্রাণ অস্বীকার করবেন না।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - নেহেমিয়া ১২:২৭-৪৭

যেরুসামের প্রাচীর উৎসর্গীকরণ

যেরুসালেম প্রাচীর উৎসর্গীকরণ উপলক্ষে লেবীয়দের যেরুসালেমে আনবার জন্য তাদের সকল বাসস্থানে তাদের খোঁজ করা হল, যেন উৎসর্গ-অনুষ্ঠান করতাল, সেতার ও বীণার ঝঙ্কারে ও স্তবস্তুতি ও বন্দনা গানে

আনন্দে উদ্‌যাপিত হয়। গায়কদলের সদস্যেরা যেরুসালেমের নিকটবর্তী প্রদেশ থেকে ও নেটোফাতীয়দের যত গ্রাম থেকে, এবং বেথ্‌-গিল্লাল থেকে এবং গেবার ও আজ্‌মাবেতের খোলা মাঠ থেকে সমবেত হল; কেননা গায়কেরা যেরুসালেমের কাছাকাছিই নিজেদের জন্য গ্রাম স্থাপন করেছিল। যাজকেরা ও লেবীয়েরা আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া পালন করল; পরে জনগণকে, সমস্ত নগরদ্বার ও প্রাচীরকেও শুদ্ধ করল।

তখন আমি যুদার প্রধান লোকদের প্রাচীরের উপরে আনলাম, এবং বড় বড় দু'টো কীর্তন-দল গঠন করলাম। প্রথম দল প্রাচীরের উপর দিয়ে ডান পাশে সার-দ্বারের দিকে এগিয়ে গেল; তাদের পিছু পিছু চলছিল হোসাইয়া, যুদার প্রধান লোকদের অর্ধেক ভাগ, আজারিয়া, এজরা, মেশুল্লাম, যুদা, বেঞ্জামিন, শেমাইয়া ও যেরেমিয়া—এরা সকলে তুরিবাদক যাজকের দলের মানুষ; তারপর যোনাথান—অর্থাৎ আসাফের বংশজাত জাক্কুরের সন্তান মিখাইয়া, মিখাইয়ার সন্তান মাত্তানিয়া, মাত্তানিয়ার সন্তান শেমাইয়া, শেমাইয়ার সন্তান যে যোনাথান, সেই যোনাথানের সন্তান জাখারিয়া, ও তার জ্ঞাতিভাই শেমাইয়া, আজারেল, মিলালাই, গিলালাই, মায়াই, নেথানেয়েল, যুদা ও হানানি, এই সকলের হাতে ছিল পরমেশ্বরের মানুষ দাউদের বাদ্যযন্ত্র; এদের সকলের আগে আগে শাস্ত্রী এজরা হেঁটে চলছিলেন। ঝরনাদ্বারের কাছে এসে পৌঁছে তারা সরাসরি দাউদ-নগরীর সিঁড়ির উপর দিয়ে প্রাচীরের ঊর্ধ্বগামী জায়গা দিয়ে উঠে দাউদের প্রাসাদ রেখে সলিলদ্বার পর্যন্ত পুবদিকে এগিয়ে গেল।

দ্বিতীয় কীর্তন-দল বাঁ দিকে এগিয়ে গেল, এবং আমি, আর আমার সঙ্গে জনগণের অর্ধেক ভাগ, তাদের পিছু পিছু প্রাচীরের উপর দিয়ে চললাম। তারা তন্দুর-দুর্গ পার হয়ে চওড়া প্রাচীর পর্যন্ত গেল; তারপর এফ্রাইম-দ্বার, প্রাচীন দ্বার, মৎস্যদ্বার, হানানেয়েল-দুর্গ ও মেয়া-দুর্গ পার হয়ে তারা মেষদ্বার পর্যন্ত এগিয়ে গেল; কীর্তন-দল কারাগার-দ্বারে এসে পৌঁছে সেখানে দাঁড়াল। কীর্তন-দল দু'টো পরমেশ্বরের গৃহে স্থান নিল; আমিও তাই করলাম, আর আমার সঙ্গে বিচারকদের যে অর্ধেক ভাগ ছিল, তারাও তাই করল; তুরিবাদক যাজক এলিয়াকিম, মায়াসেইয়া, মিনিয়ামিন, মিখাইয়া, এলিওয়েনাই, জাখারিয়া, হানানিয়া, এবং মায়াসেয়া, শেমাইয়া, এলেয়াজার, উজ্জি, যেহোহানান, মাল্কিয়া, এলাম ও এজেরও সেখানে স্থান নিল। গায়কেরা জোর গলায় গান করছিল, ও ইজ্রাহিয়া তাদের পরিচালক ছিল।

সেদিন বহু বহু বলি উৎসর্গ করা হল, এবং জনগণ আনন্দ-ফুর্তি করল, কারণ পরমেশ্বর তাদের মহা আনন্দে আনন্দিত হওয়ার সুযোগ দিচ্ছিলেন। স্ত্রীলোকেরা ও ছেলেমেয়েরাও আনন্দ-ফুর্তি করল, এবং যেরুসালেমের আনন্দের সাড়া বহু দূরেই শোনা গেল।

সেসময়ে কয়েকজন লোক নিযুক্ত হল, তারা যেন যে যে কক্ষ নৈবেদ্যের, প্রথমাংশের ও দশমাংশের ভাণ্ডার হিসাবে ব্যবহৃত ছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে নগরীর অধীনস্থ গ্রামগুলো থেকে সেই সকল অংশ সংগ্রহ করে, যা বিধান অনুসারে যাজকদের ও লেবীয়দের প্রাপ্য অংশ; ব্যাপারটা হল এই যে, যাজকদের নিজ নিজ স্থানে দে'খে ইহুদীরা খুবই আনন্দ পাচ্ছিল। আর এই যাজকেরা তাদের পরমেশ্বরের সেবা সংক্রান্ত ও শুচিতা সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব পালন করছিল; সেদিকে গায়কেরা ও দ্বারপালেরাও দাউদের ও তাঁর সন্তান সলোমনের আজ্ঞামত নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছিল; কেননা প্রাচীনকাল থেকেও, দাউদ ও আসাফের সময় থেকেও গায়কদলের পরিচালকেরা ছিল, এবং পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রশংসাগান ও স্তুতিগান পরিবেশন করা হত। জেরুব্বাবেল ও নেহেমিয়ার সময়ে গোটা ইস্রায়েল গায়কদের ও দ্বারপালদের কাছে তাদের দৈনিক প্রাপ্য অংশ দিত; এবং এরা লেবীয়দের কাছে তাদের পবিত্রীকৃত প্রাপ্য অংশ দিত, লেবীয়েরাও আরোন-সন্তানদের কাছে তাদের পবিত্রীকৃত প্রাপ্য অংশ দিত।

শ্লোক ইসা ২৬:১; সাম ৪৮:৩

℣ আমাদের শক্তিশালী এক নগরী আছে,
℟ ত্রাণস্বরূপ তিনি প্রাচীর ও প্রাকার-বেষ্টনী দিলেন।
℣ সেই সিয়োন পর্বত, সেই সুন্দর উঁচুস্থানই সারা পৃথিবীর আনন্দের আধার; সেই তো মহান রাজার রাজপুর।
℟ ত্রাণস্বরূপ তিনি প্রাচীর ও প্রাকার-বেষ্টনী দিলেন।

তিনি নিজেই মণ্ডলী স্থাপন করলেন

তোমার মন্দিরে আমরা তোমার কৃপা গ্রহণ করেছি, পরমেশ্বর। যখন ঈশ্বরের পুত্রকে মন্দির বলা হয়, তখন তা সেই অর্থেই বলা হয় যা অনুসারে তিনি নিজের দেহের কথা বলেছিলেন, *তোমরা এ মন্দির ধ্বংস কর, আর আমি তিন দিনের মধ্যেই তা পুনরুত্তোলিত করে তুলব।* সত্যিই খ্রীষ্টের দেহ হল ঈশ্বরের সেই মন্দির যেখানে আমাদের পাপের শুচীকরণ সাধিত। সত্যিই ঈশ্বরের মন্দির হল সেই মাংস যা পাপ কলুষিত করতে পারেনি কিন্তু সমগ্র বিশ্বের অপরাধের জন্য বলি হয়ে উঠল। সত্যিই ঈশ্বরের মন্দির সেই মাংস যার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি উজ্জ্বল ভাবে প্রতিবিম্বিত ছিল ও ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করত—কারণ স্বয়ং খ্রীষ্টই সেই পূর্ণতা। এজন্য তাঁকে উদ্দেশ করে বলা হয়, *তোমার মন্দিরে আমরা তোমার কৃপা গ্রহণ করেছি, পরমেশ্বর।* আর এ বাণীর অর্থ এছাড়া কীবা হতে পারে, *তোমাদের মধ্যে এমন একজন রয়েছেন তোমরা যাঁকে জান না?* তিনি সত্যিই তোমাদের মাঝে, অথচ তোমরা তাঁকে দেখতে পার না। কিন্তু যদি এ বাণী পিতাকেই নির্দেশ করে, তাহলে *তোমার মন্দিরে* বচনটার অর্থ এছাড়া আর কীবা হতে পারে যে, ঈশ্বর খ্রীষ্টে নিজের সঙ্গে জগতের পুনর্মিলন সাধন করছিলেন?

সুতরাং আমরা সেই মন্দিরে *তোমার কৃপা গ্রহণ করেছি,* অর্থাৎ কিনা আমরা সেই বাণীকে গ্রহণ করেছি যিনি মাংস হলেন ও আমাদের মাঝে বাস করলেন। কেননা খ্রীষ্ট যেমন মুক্তি, তিনি তেমনি কৃপাও। যে জগতের পাপ অন্য কোন উপায়েই বাতিল করা সম্ভব ছিল না, সেই জগৎকে নিজের রক্তে ধৌত করার উদ্দেশ্যে আমাদের অপরাধের জন্য বলিরূপে নিজেকে উৎসর্গ করার চেয়ে কোনও মহত্তর কৃপা থাকতে পারত কি?

পবিত্রজনদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে যখন প্রেরিতদূত বলেন, *তোমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে আছেন,* তখন অধিক যুক্তিসঙ্গত ভাবে সেই প্রভু যীশুর মাংসই ঈশ্বরের মন্দির বলে অভিহিত হবে যাঁর বিষয়ে লেখা আছে তিনি পবিত্র আত্মায় নিত্য পরিপূর্ণ ছিলেন—যেভাবে তিনি নিজেও সাক্ষ্যদান করে বলেছিলেন, *আমি টের পেয়েছি আমার মধ্য থেকে শক্তি বেরিয়ে গেছে*—তা সেই শক্তি ছিল যা সকলের যন্ত্রণাপূর্ণ ক্ষত নিরাময় করত।

মন্দিরে তিনি জনগণের সঙ্গে ঈশ্বরের কৃপা গ্রহণ করেছেন—একথার অর্থ এও হতে পারে যে, তিনি আপন মণ্ডলীকে স্থাপন করলেন ও চিরকালের মত তাকে পৃথিবীর চারপ্রান্তে পরিব্যাপ্ত করলেন; কেননা ঈশ্বর সত্যিই তাঁর একমাত্র পুত্রের সঙ্গে জনগণকে এ অনুগ্রহ দান করলেন, এমনকি তিনি তাঁকে নির্মাতা বলেও নির্দেশ করলেন: *এইখানে তিনি আমার জন্য এক গৃহ নির্মাণ করবেন,* আর সেই গৃহ সারা বিশ্বে বিস্তৃত হয়ে পৃথিবীকে তাঁর প্রশংসাগানে ও তাঁর নামে পরিপূর্ণ করল, যেমনটি লেখা আছে, *তাঁর প্রশংসায় পৃথিবী পরিপূর্ণ;* আরও, *ঈশ্বর তাঁকে দিলেন সেই নাম, সকল নামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে নাম, যেন যীশু-নামে প্রতিটি জানু নত হয়—স্বর্গে, মর্তে ও পাতালে—এবং পিতা ঈশ্বরের গৌরবে প্রতিটি জিহ্বা ঘোষণা করে, 'যীশুখ্রীষ্টই প্রভু।'*

শ্লোক ইসা ৩৩:২০,২১

প্র তোমার পর্বপুরী সিয়োনের দিকেই চোখ নিবদ্ধ রাখ! তোমার চোখ যেরুসালেম দেখতে পাবে, তা এমন নগরী, যা শান্ত আবাস, এমন তাঁবু, যা কখনও সরানো হবে না,

উ কারণ সেইখানে রয়েছেন সেই প্রতাপময়, আমাদের সপক্ষ সেই প্রভু।

প্র তার গোঁজ কখনও উপড়ে ফেলা হবে না, তার দড়িগুলোর একটাও ছিঁড়বে না,

উ কারণ সেইখানে রয়েছেন সেই প্রতাপময়, আমাদের সপক্ষ সেই প্রভু।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ সামু ১৬:১-১৩

রাজপদে অভিষিক্ত দাউদ

সেসময়, প্রভু সামুয়েলকে বললেন, ‘আর কতদিন তুমি সৌলের জন্য দুঃখভোগ করবে? আমি তো তাকে রাজারূপে অগ্রাহ্যই করেছি। তোমার শিঙটায় তেল ভরে নিয়ে রওনা হও, আমি তোমাকে বেথলেহেমের যেসের কাছে প্রেরণ করছি, কারণ তার ছেলেদের মধ্যে আমি আমার জন্য এক রাজার সন্ধান পেয়েছি।’ সামুয়েল বললেন, ‘আমি কী করে যাব? একথা শুনলে সৌল আমাকে বধ করবে!’ প্রভু বললেন, ‘তুমি একটা বকনা বাছুর সঙ্গে নিয়ে যাও; গিয়ে তুমি বলবে: আমি প্রভুর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করতে এলাম। সেই যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে যেসেকেও নিমন্ত্রণ করবে। আর তোমাকে কী করতে হবে, আমি তখন তা তোমাকে জানাব, আর যার নাম আমি তোমাকে বলব, তুমি তাকে আমার জন্য অভিষিক্ত করবে।’

সামুয়েল প্রভুর কথামত কাজ করলেন, তিনি বেথলেহেমে গেলেন। তখন শহরের প্রবীণেরা কাঁপতে কাঁপতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন; বললেন, ‘আপনার আসাটা শান্তিজনক তো?’ তিনি উত্তরে বললেন, ‘হ্যাঁ, আমার আসা শান্তিজনক; আমি প্রভুর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করতে এসেছি। তোমরা নিজেদের পবিত্রিত করে যজ্ঞানুষ্ঠানে আমার সঙ্গে যোগ দাও।’ তিনি যেসেকেও ও তাঁর ছেলেদেরও পবিত্রিত করে যজ্ঞানুষ্ঠানে যোগ দিতে নিমন্ত্রণ করলেন।

তাঁরা এসে উপস্থিত হলে তিনি এলিয়াবের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললেন, ‘কোন সন্দেহ নেই: প্রভুর অভিষিক্তজন তাঁর সামনে উপস্থিত!’ কিন্তু প্রভু সামুয়েলকে বললেন, ‘তুমি কারও চেহারা বা উচ্চতার দিকে তাকিয়ে থেকো না, কারণ আমি ওকে প্রত্যাখ্যান করেছি; মানুষ যা লক্ষ করে, আমি তা লক্ষ করি না; মানুষ তো বাইরের চেহারার দিকে তাকায়, প্রভু কিন্তু হৃদয়েরই দিকে তাকান।’ তখন যেসে আবিনাদাবকে ডেকে সামুয়েলের সামনে দাঁড় করালেন; সামুয়েল বললেন, ‘প্রভু ওকেও বেছে নেননি।’ তবে যেসে শাম্মাকে তাঁর সামনে দাঁড় করালেন, কিন্তু তিনি বললেন, ‘প্রভু একেও বেছে নেননি।’ এভাবে যেসে তাঁর সাতজন ছেলেকে সামুয়েলের সামনে দাঁড় করালেন; কিন্তু সামুয়েল যেসেকে বললেন, ‘প্রভু এদের বেছে নেননি।’

তখন সামুয়েল যেসেকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এরাই কি তোমার সকল ছেলে?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘কেবল ছোটজন বাকি রয়েছে; সে বর্তমানে মেষ চরাচ্ছে।’ তখন সামুয়েল যেসেকে বললেন, ‘তাকে আনতে লোক পাঠাও, কারণ সে না আসা পর্যন্ত আমরা খেতে বসব না।’ যেসে লোক পাঠিয়ে তাকে আনালেন। ছেলেটির গায়ের রঙ গোলাপী, চোখ দু’টো উজ্জ্বল, চেহারা সুন্দর। প্রভু বললেন, ‘ওঠ, একে অভিষিক্ত কর; ও তো সেই!’ সামুয়েল তেলের শিঙ নিয়ে তার ভাইদের মধ্যে তাকে অভিষিক্ত করলেন, আর সেদিন থেকে প্রভুর আত্মা দাউদের উপরে প্রবলভাবে নেমে পড়ল। তখন সামুয়েল উঠে রামাতে চলে গেলেন।

শ্লোক সাম ৮৯:২০,২২,২১

℟ একটি যোদ্ধার চেয়ে একটি ছেলেকেই আমি রাজা করলাম, জনগণের মধ্য থেকে একটি যুবককে উন্নীত করলাম।

℟ আমার হাত তার সঙ্গে সদাই দৃঢ় থাকবে।

℣ আমার দাস দাউদের পেয়েছি সন্ধান, তাকে অভিষিক্ত করেছি আমার পবিত্র তেলে।

℟ আমার হাত তার সঙ্গে সদাই দৃঢ় থাকবে।

দ্বিতীয় পাঠ - ফাউস্তিনুস লুসিফেরিয়ানুস লিখিত ‘ত্রিত্ব’ ৩৯-৪০

খ্রীষ্ট শাশ্বতকালীন রাজা ও যাজক

আমাদের ত্রাণকর্তা মাংস অনুসারে সত্যিই ‘খ্রীষ্ট’ হলেন—তিনি একইসময় হলেন প্রকৃত রাজা ও প্রকৃত

যাজক: ঈশ্বররূপে তাঁর যা যা ছিল, ত্রাণকর্তারূপে যেন সেই সমস্ত কিছু থেকে বঞ্চিত না হন, এজন্যই তিনি একাধারে রাজা ও যাজক হলেন। তিনি নিজেই তখন নিজ রাজ-অধিকার ঘোষণা করলেন যখন বললেন, *আমি তাঁর দ্বারাই রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত হলাম তাঁর পবিত্র সিয়োন পর্বতের উপর।* স্বয়ং পিতাও তাঁর যাজক-মর্যাদা সপ্রমাণ করে বললেন, *মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে তুমি চিরকালের মত যাজক।*

বিধানের সময় আরোনই প্রথম খ্রীষ্মা অভিষেকে অভিষিক্ত হয়েছিলেন; এখানে কিন্তু 'আরোনের রীতি অনুসারে' তেমন কথা বলা হয়নি, যেন কেউ মনে না করে যে ত্রাণকর্তার যাজকত্ব বংশগত অধিকারেরই যাজকত্ব। কেননা আরোনের যাজকত্ব বংশপরম্পরার উপরেই নির্ভর করত, কিন্তু ত্রাণকর্তার যাজকত্ব সেরকম নয়, কারণ তিনি নিজে চিরকালের মত যাজক হয়ে থাকবেন, যেমনটি লেখা আছে *মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে তুমি চিরকালের মত যাজক।*

সুতরাং মাংস অনুসারে ত্রাণকর্তা একাধারে রাজা ও যাজক—তাঁর অভিষেক কিন্তু শারীরিক নয়, আত্মিক অভিষেক। ইস্রায়েলীয়দের বেলায় যাঁরা রাজা ও যাজক পদে শারীরিক তৈলাভিষেকে অভিষিক্ত হতেন, তাঁরা রাজা ও যাজক হয়ে উঠতেন, তবু তাঁরা একইসঙ্গে রাজা ও যাজক হতেন না, বরং এক একজন হতেন হয় রাজা, না হয় যাজক; অতএব কেবল খ্রীষ্টেরই বেলায় সার্বিক পরিপূর্ণতা আরোপণীয়, কারণ তিনি বিধানের পূর্ণতা সাধন করতে এসেছিলেন।

তথাপি, একাধারে রাজা ও যাজক না হলেও, যাঁরা হয় রাজা ও না হয় যাজক পদে তৈলাভিষেকে অভিষিক্ত হতেন, তাঁরা তবু 'খ্রীষ্ট' বলে অভিহিত হতেন। কিন্তু সেই ত্রাণকর্তা যিনি প্রকৃত খ্রীষ্ট, তিনি পবিত্র আত্মা দ্বারাই অভিষিক্ত হলেন, যাতে শাস্ত্রের একথা পূর্ণতা লাভ করে, *তাই পরমেশ্বর, তোমারই পরমেশ্বর তোমার সমকক্ষদের চেয়ে তোমাকেই আনন্দ-তেলে অভিষিক্ত করলেন।* তাঁর সমকক্ষদের চেয়ে তাঁর অভিষেক এতেই উৎকৃষ্ট যে, তিনি আনন্দ-তেলেই অভিষিক্ত হলেন, যার অর্থ হল তিনি পবিত্র আত্মারই দ্বারা অভিষিক্ত হলেন। একথা যে সত্যাশ্রয়ী, তা স্বয়ং ত্রাণকর্তার বাণী দ্বারা প্রমাণিত; কেননা ইসাইয়ার পুস্তক হাতে তুলে নিয়ে যখন তিনি একথা পাঠ করলেন যে, *প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, এজন্য তিনি আমাকে অভিষিক্ত করলেন,* তখন তিনি শ্রোতাদের সামনে একথা বলেছিলেন যে, তেমন ভবিষ্যদ্বাণী তখনই পূর্ণতা লাভ করেছিল।

শিষ্যচরিতে প্রেরিতদূতদের প্রধান পিতরও সেই বিশ্বস্ত ও দয়ালু সেনাপতির কাছে একথা ঘোষণা করলেন, যে তেলে ত্রাণকর্তা অভিষিক্ত হলেন তা স্বয়ং পবিত্র আত্মা তথা স্বয়ং ঈশ্বরেরই পরাক্রম। তাঁর কথা এরূপ: *যোহন-প্রচারিত দীক্ষাস্নানের পর থেকে গালিলেয়াতে আরম্ভ ক'রে ঈশ্বর নাজারেথের সেই যীশুকে পবিত্র আত্মায় ও পরাক্রমে অভিষিক্ত করেছিলেন। তিনি মানুষের মঙ্গল সাধন করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এবং শয়তানের শক্তির অধীনে থাকা যত মানুষকে সুস্থ করে তুলছিলেন।*

তাই তুমি দেখতে পেরেছ কেমন করে পিতরও মাংসধারী যীশুকে *পবিত্র আত্মা ও পরাক্রমে* অভিষিক্ত বলে ঘোষণা করলেন। ফলে একথা সত্য যে, যীশু মাংস অনুসারে 'খ্রীষ্ট' হলেন, কেননা পবিত্র আত্মার অভিষেকে তিনি একাধারে রাজা ও চিরকালের মত যাজক হয়ে উঠলেন।

শ্লোক হিব্রু ৫:৫-৬ দ্রঃ

℟ প্রভুর গৌরব দর্শন কর: তিনি সকল জাতিকে ত্রাণ করতেই পৃথিবীতে প্রবেশ করছেন।
℣ তিনি ধর্মরাজ, তাঁর রাজ্য অন্তহীন।
℟ যীশু আমাদের জন্য অগ্রদূত বলে প্রবেশ করলেন—তিনি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালীন মহাযাজক হয়ে উঠলেন।
℣ তিনি ধর্মরাজ, তাঁর রাজ্য অন্তহীন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৫৯:১-১৪

তপস্যা ও পরিত্রাণ

দেখ, প্রভুর হাত এতই খাটো নয় যে, তিনি ত্রাণ করতে অক্ষম;
তাঁর কানও এতই ভারী নয় যে, তিনি শুনতে অক্ষম।
কিন্তু তোমাদের সমস্ত শঠতা
তোমাদের পরমেশ্বর ও তোমাদের মধ্যে বিরাট গর্ত খুঁড়েছে;
তোমাদের পাপরাশি
তাঁকে তোমাদের কাছ থেকে শ্রীমুখ লুকোতে বাধ্য করেছে,
ফলে তিনি তোমাদের শোনেন না;
কারণ তোমাদের হাতের পাতা রক্তে,
তোমাদের আঙুল শঠতায় কলঙ্কিত,
তোমাদের ওষ্ঠ মিথ্যা বলে,
তোমাদের জিহ্বা কুকথা রটায়।
কেউই ন্যায্যতা অনুসারে অভিযোগ আনে না,
কেউই সত্য অনুসারে তর্কযুক্তি করে না।
সবাই অসারেই ভরসা রাখে, মিথ্যাই বলে,
শঠতা গর্ভে ধারণ করে, অন্যায় প্রসব করে।
তারা চন্দ্রবোড়ার ডিম ফোটায়,
মাকড়সার জাল বোনে;
সেই ডিম যে খায়, সে মারা পড়ে,
সেই ডিম চূর্ণ করলে কালসাপ বের হয়।
তাদের জালের সুতোতে কাপড় হয় না,
তাদের কাজকর্মেও পোশাক হয় না;
তাদের কাজকর্ম সবই অধর্মের কাজ,
তাদের হাতে রয়েছে অত্যাচারের ফল।
তাদের পা অপকর্মের দিকে দৌড়ে,
নির্দোষীর রক্তপাত করতে তারা দ্রুতই ছোটে;
তাদের চিন্তা সবই অধর্মের চিন্তা,
তাদের পথে রয়েছে ধ্বংস ও সর্বনাশ।
তারা শান্তির পথ জানে না,
তাদের গতিপথে সুবিচার নেই;
তারা তাদের পথ বাঁকা করে,
যে কেউ সেই পথে চলে,
সে শান্তি জানে না।
তাই সুবিচার আমাদের কাছ থেকে দূরে গেছে,
ধর্মময়তাও আমাদের নাগাল পেতে পারে না।
আমরা আলোর জন্য প্রত্যাশা করছিলাম,
কিন্তু দেখ, অন্ধকার!
দীপ্তির জন্য প্রত্যাশা করছিলাম,

কিন্তু তমসায় আমাদের চলতে হচ্ছে।
অন্ধের মত আমরা দেওয়ালে দেওয়ালে হাঁতড়াই,
যার চোখ নেই, তেমন মানুষের মত হাঁতড়ে হাঁতড়ে হাঁটি ;
সন্ধ্যাকালে যেমন, মধ্যাহ্নে ঠিক তেমনি হোঁচট খাই ;
জীবিত ও তেজময় মানুষদের মধ্যে আমরা মৃতই যেন।
আমরা সকলে ভালুকের মত গর্জন করি,
ঘুঘুর মত দারুণ আর্তস্বর করে ডাকি ;
আমরা সুবিচারের জন্য প্রত্যাশা করি,
কিন্তু তা নেই ;
পরিত্রাণের জন্য প্রত্যাশা করি,
কিন্তু আমাদের কাছ থেকে তা দূরেই রয়েছে।
কারণ তোমার দৃষ্টিতে আমাদের বিদ্রোহ-কর্ম অনেক,
আমাদের পাপ আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য বহন করে ;
হ্যাঁ, আমাদের যত বিদ্রোহ-কর্ম আমাদেরই সঙ্গে রয়েছে,
আর আমরা আমাদের যত শঠতা স্বীকার করি,
তা হল : বিদ্রোহ ও প্রভুকে অস্বীকার,
আমাদের আপন পরমেশ্বরের প্রতি পিঠ ফেরানো,
অত্যাচার ও বিপ্লব পোষণ করা,
মিথ্যাকথা গর্ভে ধারণ করা ও হৃদয় থেকে তা বের করা।
তাতে সুবিচার পিছনে হটে পড়ে,
এবং ধর্মময়তা দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে,
কেননা রাস্তা-ঘাটে সত্য হোঁচট খেয়ে পড়েছে,
এবং সততা প্রবেশ করতে অক্ষম হয়ে রয়েছে।

শ্লোক ইসা ৫৯:১২; ১ যোহন ১:৮

℟ তোমার দৃষ্টিতে আমাদের বিদ্রোহ-কর্ম অনেক, আমাদের পাপ আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য বহন করে ;
℣ হ্যাঁ, আমাদের যত বিদ্রোহ-কর্ম আমাদেরই সামনে রয়েছে, আর আমরা আমাদের যত শঠতা স্বীকার করি।
℟ আমরা যদি বলি আমাদের পাপ নেই, তাহলে আমরা নিজেদেরই প্রতারণা করি, এবং আমাদের অন্তরে সত্য নেই।
℣ হ্যাঁ, আমাদের যত বিদ্রোহ-কর্ম আমাদেরই সামনে রয়েছে, আর আমরা আমাদের যত শঠতা স্বীকার করি।

দ্বিতীয় পাঠ - সন্ন্যাসী যোহন মস্খ-লিখিত 'পিতৃগণের বচনমালা' পাতেরিকন ১৯৬

মনপরিবর্তন কর, প্রভুর কাছে ফিরে যাও

মনপরিবর্তন কর ও তোমার প্রভুর ভয়ে ফিরে যাও : উপবাস কর, প্রার্থনা কর, চোখের জল ফেল, নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁকে ডাক। আমাকে এমন সুযোগ দাও, আমি যেন তোমার প্রশংসা করতে পারি ও ঈশ্বরের কাছে তোমার শুভকর্ম উত্তোলন করতে পারি—তোমার উপবাস, তোমার অর্থদান, তোমার প্রার্থনা, গরিবদের প্রতি তোমার ভালবাসার সুবাস যেন তাঁর কাছে উত্তোলন করতে পারি, যাতে করে আমার ভাই সেই স্বর্গদূতদের সঙ্গে আমার মুখমণ্ডল আনন্দিত হতে পারে, ও পবিত্র আত্মা যেন তোমার উপর নেমে আসতে পারেন : তখন তুমি সঙ্গে সঙ্গেই সেই ধার্মিক ও সৎমানুষদের মধ্যে পরিগণিত হবে যারা বিচারের দিনে ঐশআনন্দে প্রবেশ করার জন্য আমন্ত্রণ-বাণী শুনবে।

প্রাণ আমার, তপস্যা দ্বারা প্রভুর কাছে ফিরে যাও, কারণ তপস্যাই তাঁর কাছে তোমাকে উপনীত করে—আর তিনি তো মঙ্গলময়। সেই তপস্যা কী? পাপ ও পাপের বাসনা ত্যাগ করা, প্রাচীন ব্যবহার ছেড়ে দেওয়া, এমন

জীবনধারণ গ্রহণ করা যাতে উপবাসই সাধারণ নিয়ম হয়ে ওঠে। আরও, অবিরত প্রার্থনা, এমন ভক্তি যা উদাসীন নয়, দিবারাত্র অশ্রুজল। গরিবদের ভালবাসার অন্বেষণ কর, কারণ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তেমন ভালবাসা তাঁর কাছে উৎসর্গীকৃত বলির চেয়েও শ্রেয়। দেহকে প্রশ্রয় দিয়ো না, আত্মাকেই সন্তুষ্ট কর; প্রভুর মাধুর্য জানবার জন্য তোমার সমস্ত মলিনতা ধৌত কর, তবেই তাঁর আলো তোমার উপর নেমে আসবে ও তুমি শত্রুর প্রলোভন থেকে মুক্তি পাবে; কেননা প্রভু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যারা তাঁর শরণ নেয়, করুণা দেখিয়ে তিনি তাদের গ্রহণ করবেন।

সতর্ক থাক: সাংসারিক যত মেলামেশা এবং অতিরিক্ত খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ ত্যাগ কর, প্রভু ধার্মিক ও সৎমানুষদের কাছে যা প্রতিজ্ঞা করেছেন তুমি যেন তা হারিয়ে না ফেল। এভাবেই, প্রাণ আমার, তোমার গৃহ তোমার শুভকর্ম দ্বারাই নির্মিত হবে, আর তোমার প্রদীপ তোমার দয়াকর্মের তেলেই স্বর্গে জ্বলতে থাকবে। সুসমাচারে প্রভু যে কথা বলেছেন, তুমি তা বিশ্বাস কর: *আমি কোমল ও নম্রহৃদয়; আমার বোঝা লঘুভার। তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব।*

হে দুঃখী প্রাণ, তোমার পাপ বহু বটে, কিন্তু তাঁর করুণা সারা বিশ্বের পাপরাশির চেয়েও মহান। তাঁর ক্ষমা ও দয়ার কাছে এগিয়ে যাও, তবেই তিনি তোমার উপরে তাঁর আত্মাকে উদ্ভাসিত করবেন। চোখের জলে পাপ ধৌত কর, তবেই মঙ্গলময়তা তোমার অন্তরে নেমে আসবে।

দেখ, আমি তোমাকে সবকিছু বুঝিয়েছি, তোমাকে জীবনপথ দেখিয়েছি—তা হল তপস্যা। তপস্যাই তোমাকে প্রভুর আরও কাছাকাছি চালিত করবে ও স্বর্গীয় খাদ্যে পরিতৃপ্ত করবে। গরিবদের তোমার কাপড় পরাও, শীতের দিনে তাদের রক্ষা কর, তোমার উপবাসের বৃদ্ধি ঘটিয়ে তাদের ক্ষুধা সম্পূর্ণরূপেই মিটিয়ে দাও। মনপরিবর্তন কর, প্রভুর কাছে ফিরে যাও, তাঁর সেই অসীম দয়ার কাছে কাছেই যাও—যে দয়া তাদেরই প্রতিশ্রুত হয়েছে যারা তাঁকে ডাকে।

প্রাণ আমার, প্রভু একথা বলেছেন, *সেদিনের ও সেই ক্ষণের কথা কেউই জানে না।* তাই পরিত্রাণ পাবার জন্য দ্রুতবেগেই ছুটে যাও, তোমার যজ্ঞ উৎসর্গ কর, কর্মে ধৈর্যশীল হও; বিনম্রতা, নীরবতা, শুচিতা, গরিবদের প্রতি ভালবাসা অর্জন কর; ন্যায়ধর্ম পালন কর। তুমি এভাবে করলে তবে সমস্ত মঙ্গলদান তোমার উপর বর্ষণ করা হবে। এবং ঈশ্বরের পুত্র আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টকে গৌরব ও সম্মান নিবেদিত হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক শিষ্য ১৭:৩০-৩১; ১৪:১৬

প্ ঈশ্বর সেই অজ্ঞতার কালের দিকে আর লক্ষ করছেন না,
উ কিন্তু এখন সকল স্থানের সকল মানুষকে মনপরিবর্তন করতে বলছেন। তিনি একটি দিন স্থির করেছেন, যেদিনে জগতের ন্যায়বিচার করবেন।
প্ তিনি অতীতকালে যুগের পর যুগ সমস্ত জাতিকে নিজ নিজ পথে চলতে দিলেন।
উ কিন্তু এখন সকল স্থানের সকল মানুষকে মনপরিবর্তন করতে বলছেন। তিনি একটি দিন স্থির করেছেন, যেদিনে জগতের ন্যায়বিচার করবেন।

১৪শ সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ সামু ১৭:১-১০,২৩খ-২৬,৪০-৫১

দাউদ ও গলিয়াথ

ফিলিস্তিনিরা যুদ্ধ করার জন্য আবার সেনাদল সংগ্রহ করে যুদা-সোখোয় জড় হল, এবং সোখো ও আজেকার মধ্যস্থানে এফেস-দাম্মিমে শিবির বসাল। সৌল ও ইস্রায়েলীয়েরাও একত্র হয়ে তার্পিন উপত্যকায় শিবির বসিয়ে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে সৈন্যশ্রেণী বিন্যাস করলেন। এইভাবে ফিলিস্তিনিরা এক দিকে এক পর্বতে, ও ইস্রায়েল

অন্য দিকে অন্য পর্বতে দাঁড়াল—দুই পক্ষের মধ্যে উপত্যকা ছিল।

ফিলিস্তিনিদের শিবির থেকে গলিয়াথ নামে এক বীরযোদ্ধা বেরিয়ে এল; সে গাতের মানুষ, সাড়ে ছয় হাত লম্বা। তার মাথায় ব্রঞ্জের শিরস্ত্রাণ ছিল, এবং সে আঁশের মত বোনা বর্মে সজ্জিত ছিল; বর্মটা ব্রঞ্জের, তার ওজন ষাট কিলো। তার পা ব্রঞ্জের পাতায় আবৃত, ও ব্রঞ্জের একটা খড়্গ তার কাঁধে ঝুলানো। তার বর্শার লাঠি তাঁতীর কড়িকাঠের সমান ছিল, ও তার বর্শার ফলার ওজন ছিল পাঁচ কিলো; তার ঢালবাহক তার আগে আগে চলত। ইস্রায়েলের সৈন্যশ্রেণীর সামনে দাঁড়িয়ে সে চেঁচিয়ে বলল, 'তোমরা কেন বেরিয়ে এসে যুদ্ধের জন্য সৈন্যশ্রেণী বিন্যাস করেছ? আমি কি ফিলিস্তিনি নই, আর তোমরা কি সৌলের দাস নও? তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নাও, সে-ই আমার বিরুদ্ধে নেমে আসুক! সে যদি আমার সঙ্গে লড়াই করতে পারে ও আমাকে বধ করে, তবে আমরা তোমাদের দাস হব; কিন্তু যদি আমি তাকে পরাজিত করে বধ করতে পারি, তবে তোমরা আমাদের দাস হবে ও আমাদের অধীন থাকবে।' সেই ফিলিস্তিনি আরও বলল, 'আজ আমি ইস্রায়েলের সৈন্যদের আহ্বান করছি: তোমরা আমাকে একজনকে দাও, আমরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করব।' গাতের সেই ফিলিস্তিনি ফিলিস্তিনিদের সৈন্যশ্রেণী থেকে উঠে এসে আগের মত কথা বলল; দাউদ সব শুনতে পেলেন; দাউদ সব শুনতে পেলেন। গলিয়াথকে দেখে সকল ইস্রায়েলীয় তার সামনে থেকে পালিয়ে গেল ও ভীষণ ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। ইস্রায়েলীয় একজন বলল, 'ওই যে লোকটা উঠে এল, ওকে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? ও ইস্রায়েলকে লড়াইতে আহ্বান করতে এসেছে। ওকে যে বধ করবে, রাজা তাকে প্রচুর ধনসম্পদ দেবেন, তাকে তাঁর আপন মেয়েকে দেবেন, এবং ইস্রায়েলের মধ্যে তার পিতৃকুলকে করমুক্ত করবেন।' দাউদ, কাছাকাছি যে লোকেরা দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই ফিলিস্তিনিকে বধ করে যে লোক ইস্রায়েলের কলঙ্ক দূর করে দেবে, তার প্রতি কী করা হবে? এই অপরিচ্ছেদিত ফিলিস্তিনি আবার কে যে, জীবনময় পরমেশ্বরের সৈন্যদের লড়াইতে আহ্বান করবে?' সকলে তাঁকে একই রকম উত্তর দিল, 'ওকে যে বধ করবে, সে অমুক পুরস্কার পাবে।' পরে তিনি তাঁর লাঠি হাতে নিলেন, এবং খাদনদী থেকে পাঁচটা মসৃণ মসৃণ পাথর বেছে নিয়ে, মাল বইবার জন্য তাঁর যে রাখালীয় ঝুলিটা ছিল, তার মধ্যে তা রাখলেন, এবং তাঁর ফিঙেটা হাতে করে সেই ফিলিস্তিনির দিকে এগিয়ে গেলেন।

ওই ফিলিস্তিনিও ক্রমে ক্রমে দাউদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল; তার ঢালবাহক তার আগে আগে চলছিল। ফিলিস্তিনিটা যখন দাউদের দিকে ভালোমত তাকাল, তখন যা দেখল, তাতে সে অবজ্ঞায় পূর্ণ হল, কেননা দাউদ তো ছেলেমানুষ, তাঁর গায়ের রঙ গোলাপী ও চেহারা আকর্ষণীয়। ফিলিস্তিনিটা দাউদকে বলল, 'আমি কি কুকুর যে তুমি একটা লাঠি নিয়ে আমার পিছনে আসবে?' সেই ফিলিস্তিনি তার দেবতাদের নামে দাউদকে অভিশাপ দিল। পরে ফিলিস্তিনিটা দাউদকে বলল, 'এগিয়ে এসো, আমি তোমার দেহমাংস আকাশের পাখিদের ও বনের পশুদের দিই!' দাউদ উত্তরে ওই ফিলিস্তিনিকে বললেন, 'তুমি তলোয়ার, বর্শা ও খড়্গ নিয়েই আমার কাছে এগিয়ে আসছ, কিন্তু আমি সেনাবাহিনীর প্রভুর, ইস্রায়েলের সৈন্যদের পরমেশ্বরের নামে, যাঁকে তুমি লড়াইতে আহ্বান করেছ, তাঁরই নামে তোমার কাছে এগিয়ে আসছি। আজ প্রভু তোমাকে আমার হাতে তুলে দেবেন, আর আমি তোমাকে মেরে ফেলব, তোমার দেহ থেকে তোমার মাথা ছিন্ন করব, আর ফিলিস্তিনিদের সৈন্যের মৃতদেহ আকাশের পাখিদের ও বন্যজন্তুদের দেব; যেন সারা পৃথিবী জানতে পারে যে, ইস্রায়েলে এক পরমেশ্বর আছেন, এবং এই গোটা জনসমাবেশ জানতে পারে যে, প্রভু তলোয়ার ও বর্শা দ্বারা ত্রাণ করেন না; কেননা প্রভুই যুদ্ধের প্রভু, আর তিনি তোমাদের আমাদের হাতে তুলে দেবেন।'

ফিলিস্তিনিটা দাউদের মুখোমুখি হবার জন্য এগিয়ে আসতে শুরু করলেই দাউদও ফিলিস্তিনিটার মুখোমুখি হবার জন্য ইতস্তত না করে লড়াইক্ষেত্রের দিকে ছুটে গেলেন। দাউদ ঝুলিতে হাত দিয়ে একটা পাথর বের করলেন, ফিঙেতে পাক দিয়ে ওই ফিলিস্তিনির কপালে আঘাত করলেন; পাথরটা তার কপালে বসে গেল আর সে তখন মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল। এইভাবে একটা ফিঙে ও একটা পাথর দ্বারা দাউদ ওই ফিলিস্তিনির উপর বিজয়ী হলেন, এবং তাকে আঘাত করে বধ করলেন—অথচ দাউদের হাতে তলোয়ার ছিল না। দাউদ দৌড় দিয়ে ওই ফিলিস্তিনির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার তলোয়ার ধরে খাপ থেকে বের করে তাকে শেষ করলেন, এবং সেই

তলোয়ার দিয়ে তার মাথা কেটে ফেললেন। ফিলিস্তিনিরা যখন দেখল, তাদের বীরযোদ্ধা মারা পড়ল, তখন তারা পালাতে লাগল।

শ্লোক ১ সামু ১৭:৩৭; সাম ৫৭:৪-৫

প্র যে প্রভু সিংহ ও ভালুকের কবল থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন,

উ তিনি আমার শত্রুদের হাত থেকেও আমাকে উদ্ধার করবেন।

প্র পরমেশ্বর তাঁর কৃপা ও বিশ্বস্ততা পাঠান যেন : সিংহপালের মাঝে আমি শুয়েই আছি।

উ তিনি আমার শত্রুদের হাত থেকেও আমাকে উদ্ধার করবেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' সাম ১৪৮, ১-২

সৎজীবন যাপনে বিরত থেকো না,
তবেই সর্বদাই প্রভুর প্রশংসা করে থাকবে

আমাদের বর্তমান জীবনের অনুশীলন ঈশ্বরের প্রশংসাবাদেই বাস্তবায়িত হওয়া চাই, কেননা আমাদের ভাবী জীবনের নিরন্তর আনন্দোল্লাস হবে ঈশ্বরের প্রশংসা; আর কেউই সেই ভাবী জীবনের উপযুক্ত হবে না যদি-না এখন থেকে অনুশীলনের মাধ্যমে প্রস্তুতি নেয়। সেজন্য আমরা এখন ঈশ্বরের প্রশংসা করি বটে, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে মিনতিও জানাই। আমাদের প্রশংসাবাদে আছে আনন্দ, আমাদের মিনতিতে ক্রন্দন। বস্তুতপক্ষে এমন দানের প্রতিশ্রুত হয়েছি যা এখনও আমাদের আয়ত্তে নেই; তবু যেহেতু যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি বিশ্বস্ত, সেজন্য আমরা প্রত্যাশায় আনন্দ বোধ করি; আবার কিন্তু যেহেতু প্রতিশ্রুত বস্তু এখনও বিলম্বিত, সেজন্য সেই আকাঙ্ক্ষায় ক্রন্দন করি। আকাঙ্ক্ষায় অধ্যবসায় থাকা আমাদের পক্ষে কল্যাণকর যতক্ষণ প্রতিশ্রুত বস্তু না আসে—আর এভাবে ক্রন্দন চলে গেলে কেবল প্রশংসাই থাকে।

যেহেতু কালের এ দু'টো পর্যায় রয়েছে—বর্তমানকাল যা এজীবনের পরীক্ষা ও সমস্যা দ্বারা বেষ্টিত, ও ভাবীকাল যা চিরন্তন সুখ ও আনন্দে আবিষ্ট, সেহেতু আমাদের জন্য দু'টো উপাসনা-কাল নিরূপণ করা হয়েছে: পাস্কার পূর্ববর্তী ও পাস্কার পরবর্তী কাল। পাস্কার পূর্ববর্তী কাল তুলে ধরে সেই সমস্ত দুঃখকষ্ট যা এজীবনে ভোগ করছি; অপরদিকে পাস্কার পরবর্তী কাল, যা আমরা বর্তমানে পালন করছি, তুলে ধরে সেই আনন্দ যা একদিন ভোগ করব। তাই পাস্কার আগে যা উদ্‌যাপন করি, তা এই জীবনে প্রতিফলিতও করি; কিন্তু পাস্কার পরে যা উদ্‌যাপন করি, তা এমন কিছুকে নির্দেশ করে যা এখনও আমরা পাইনি। এই কারণেই আমরা প্রথম কাল প্রার্থনা ও উপবাসে অতিবাহিত করে থাকি, কিন্তু অপরকাল উপবাস ছেড়ে প্রশংসাগানেই উদ্‌যাপন করি। এই তো সেই 'আল্লেলুইয়া' যা আমরা গান করি।

কাল দু'টোই আমাদের মাথা খ্রীষ্টে মূর্ত ও প্রকাশিত। প্রভুর যন্ত্রণাভোগ আমাদের বর্তমান কষ্টময় জীবনকে তুলে ধরে, যে জীবনে পরিশ্রম, দুঃখক্লেশ ও মৃত্যু অনিবার্য; অপরদিকে প্রভুর পুনরুত্থান ও মহিমা সেই জীবনকে তুলে ধরে, যা একদিন আমাদের ভোগ করার কথা।

সুতরাং এখন, ভ্রাতৃগণ, আমার অনুরোধ, ঈশ্বরের প্রশংসা কর: 'আল্লেলুইয়া' কথাটা ব'লে আমরা তো পরস্পরের কাছে ঠিক তাই বলি! তুমি তো একজনকে বল 'প্রভুর প্রশংসা কর,' আর সেও তোমাকে একই কথা বলে। সকলে একে অপরকে প্রভুর প্রশংসা করতে উৎসাহিত করছে ও অপরকে যা করতে বলে নিজেরাই তা করছে। তবে তোমাদের সমস্ত প্রাণ দিয়েই প্রশংসা কর; অন্য কথায়, যেন কেবলমাত্র জিহ্বা ও কণ্ঠ নয়, বরং তোমাদের বিবেক, তোমাদের জীবন, তোমাদের কাজকর্মই যেন প্রভুর প্রশংসা করে।

যখন সম্মিলিত হই, তখন প্রার্থনাগৃহে আমরা প্রভুর প্রশংসা করি; যখন এক একজন নিজ নিজ কাজে ফিরে যায়, তখন সে একপ্রকারে প্রভুর প্রশংসায় বিরত থাকে। সে সৎজীবন যাপনে বিরত না থাকুক, তবেই সে সর্বদাই প্রভুর প্রশংসা করে থাকবে।

শ্লোক   সাম ২২:২৩; ৫৭:১০

℣ আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম প্রচার করব, আল্লেলুইয়া;

℟ তোমার প্রশংসা করব জনসমাবেশের মাঝে, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ জাতিসকলের মাঝে আমি তোমার স্তুতিগান করব, প্রভু; সর্বদেশের মানুষের মাঝে করব তোমার স্তবগান,

℟ তোমার প্রশংসা করব জনসমাবেশের মাঝে, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রবচন ১:১-৭,২০-৩৩

প্রজ্ঞার অন্বেষণ করার জন্য আহ্বান

দাউদের সন্তান ইস্রায়েল-রাজ সলোমনের প্রবচনমালা,
প্রজ্ঞা ও শাসন বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হবার জন্য,
সুগভীর বচনের অর্থ বুঝবার জন্য,
প্রবুদ্ধ শাসন-বোধ,
ধর্মময়তা, ন্যায় ও সততা অর্জন করার জন্য,
অনভিজ্ঞ মানুষকে চেতনা,
ও যুবককে সদ্জ্ঞান ও চিন্তাশীল মন দেবার জন্য।
প্রজ্ঞাবান শুনুক, তার জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি পাবে,
সদ্বিবেচক মানুষ সুমন্ত্রণা লাভ করবে,
ফলে প্রবচন ও রূপকের মর্মার্থ বুঝতে পারবে,
প্রজ্ঞাবানদের উক্তি ও তাদের প্রহেলিকার মর্ম ধারণ করতে পারবে।
প্রভুভয়ই সদ্জ্ঞানের সূত্রপাত;
মূর্খ মানুষ প্রজ্ঞা ও শাসন অবজ্ঞার চোখে দেখে।

প্রজ্ঞা পথে পথে চিৎকার করে ডাকে,
রাস্তা-ঘাটে নিজ কণ্ঠস্বর শোনায়;
সে নগরপ্রাচীরের উপর থেকে ডাকে,
নগরদ্বারের প্রবেশপথে নিজের বাণী ঘোষণা করে:
'অনভিজ্ঞ সকল, তোমরা আর কতকাল অনভিজ্ঞতা ভালবাসবে?
বিদ্রূপকারীরা আর কতকাল নিজেদের ঠাট্টা-তামাশায় রত থাকবে?
নির্বোধেরা আর কতকাল সদ্জ্ঞান ঘৃণার চোখে দেখবে?
আমার সদুপদেশের দিকে ফের;
দেখ, আমি তোমাদের উপরে আমার আত্মা বর্ষণ করব,
তোমাদের জানিয়ে দেব আমার সকল বাণী।'
যেহেতু আমি ডাকলে তোমরা সম্মতি দিলে না,
আমি হাত বাড়ালে তোমরা কেউই মনোযোগ দিলে না,
বরং আমার সমস্ত পরামর্শ অবহেলা করলে,
আমার সদুপদেশ অগ্রাহ্য করলে,
সেজন্য তোমাদের বিপদের ব্যাপারে আমিও হাসব,
তোমাদের উপরে সন্ত্রাস নেমে এলে পরিহাস করব:
হ্যাঁ, যখন সন্ত্রাস তোমাদের উপরে ঝড়ো বাতাসের মত নেমে পড়বে,
বিপদ ঘূর্ণিবায়ুর মত তোমাদের কাছে এসে পৌঁছবে,
সঙ্কট ও সঙ্কোচ তোমাদের আঘাত করবে,

তখন আমি পরিহাস করব।
তখন তারা আমাকে ডাকবে কিন্তু আমি সাড়া দেব না;
অবিরত আমার সন্ধান করবে,
কিন্তু আমার উদ্দেশ পাবে না।
যেহেতু তারা সদ্‌জ্ঞান ঘৃণা করল, প্রভুভয়কে বেছে নিল না,
আমার সুমন্ত্রণা মেনে নিল না, আমার সমস্ত সদুপদেশ অবজ্ঞা করল,
সেজন্য তাদের নিজেদের ব্যবহারের ফল ভোগ করবে,
তাদের নিজেদের মতলবের ফলাফলে তৃপ্ত হবে।
হ্যাঁ, অনভিজ্ঞদের পথভ্রান্তি তাদের নিজেদের মৃত্যু ঘটাবে,
নির্বোধদের নিশ্চিন্ততা তাদের নিজেদের বিনাশ ডেকে আনবে;
কিন্তু আমার কথায় যে কান দেয়, সে ভরসাভরে বাস করবে,
শান্তি ভোগ করবে, অমঙ্গলের আশঙ্কা করবে না।'

শ্লোক ১ করি ৩:১৮-১৯; ১:২৩,২৪

℟ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজেকে এই যুগের আদর্শে প্রজ্ঞাবান বলে মনে করে, সে প্রজ্ঞাবান হবার জন্য মূর্খ হোক:
℣ এই জগতের যে প্রজ্ঞা, তা ঈশ্বরের কাছে মূর্খতা।
℟ আমরা এমন ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টকে প্রচার করি, যিনি ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা।
℣ এই জগতের যে প্রজ্ঞা, তা ঈশ্বরের কাছে মূর্খতা।

দ্বিতীয় পাঠ - দিয়াতেসারনে সাধু এফ্রেমের ব্যাখ্যা ১:১৮-১৯

ঈশ্বরের বাণী অফুরানো জীবন-জলের উৎস

হে প্রভু, কেবা তোমার বচনগুলির একটামাত্রও উপলব্ধি করতে সক্ষম? আমরা যা বুঝতে সক্ষম, তার চেয়ে যা বুঝতে অক্ষম তা অনেক বেশি; হ্যাঁ, আমরা সেই পিপাসিতদেরই মত যারা জলের উৎসধারা থেকে পান করে, কেননা যারা প্রভুর বাণী অধ্যয়ন করে, তাদের এক একজনের উপলব্ধি-ক্ষমতা অনুসারে সেই বাণী বহু রূপ ধারণ করে। প্রভু আপন বাণীকে বিবিধ সৌন্দর্যে ভূষিত করেছেন, যারা সেই বাণী পাঠ করে, তারা যেন তাই দর্শন করতে পারে যার দিকে আকর্ষিত। তিনি আপন বাণীতে নানা ধন-ঐশ্বর্য লুকিয়ে রেখেছেন, আমরা যারা ধ্যান করি, এক একজন যেন নিজ নিজ পছন্দ আবিষ্কার করতে পারি।

ঐশবাণী এমন জীবনবৃক্ষ যা সব দিক দিয়ে তোমাকে আশিসমন্ডিত ফল অর্পণ করে, ঠিক সেই শৈলের মত যা প্রান্তরে বিদীর্ণ হয়েছিল সকলে যেন সব দিক থেকে আত্মিক পানীয় গ্রহণ করতে পারে। এবিষয়ে প্রেরিতদূত বলেছেন, *তারা আত্মিক খাদ্য খেত ও আত্মিক পানীয় পান করত।*

তেমন ঐশ্বর্যের একটা অংশ যার অধিকার, সে যেন না মনে করে, সে যা আবিষ্কার করেছে তাই মাত্র সেই ঐশ্বর্যে নিহিত; সে বরং বিবেচনা করুক, বাণীতে যত ঐশ্বর্য রয়েছে, সেগুলির একটামাত্রই সে আবিষ্কার করতে পেরেছে। আরও, সেই একটামাত্র অংশ পেয়েছে বা আবিষ্কার করেছে বিধায় সে যেন না মনে করে, সেই বাণী অনুর্বর ও শূন্য হয়ে গেছে বলে এখন অবহেলার বস্তু; সে বরং সবকিছু উপলব্ধি করতে অক্ষম বিধায় যেন বাণীর অগণিত ঐশ্বর্যের জন্য ধন্যবাদ জানায়। তুমি পরাজিত হয়েছ বলে আনন্দ কর, তোমাকে যিনি পরাজিত করেছেন তিনি যেন দুঃখ না পান। জল পান করতে করতে পিপাসিত মানুষ আনন্দই করে; সে যে জলের উৎস ফুরিয়ে দিতে অক্ষম, তাতে দুঃখভোগ করে না। উৎসই তোমার পিপাসা জয় করুক, তোমার পিপাসা কিন্তু যেন উৎসকে জয় না করে, কেননা উৎস অফুরন্ত থাকাকালে যদি তোমার পিপাসা মিটে যায়, তবে পিপাসিত হয়ে তুমি সেই উৎসধারা থেকে আবার পান করতে পারবে; কিন্তু তোমার পিপাসা মিটে গেলে যদি উৎসটাও শুকনো হয়ে যায়, তাহলে তোমার বিজয় তোমার অমঙ্গলেই পরিণত হবে।

তুমি যা পেয়েছ, তার জন্য ধন্যবাদ জানাও, আর যা কিছু বাকি রয়েছে বা উপচে পড়েছে, তার জন্য দুঃখ করো না। যা পেয়েছ ও আপন করেছ, তা তোমার নিজের সম্পদ, আর যা কিছু বাকি রয়েছে, তা তোমার উত্তরাধিকার। কেননা তোমার দুর্বলতার কারণে যা কিছু তুমি এক ঘণ্টায় গ্রহণ করতে পারনি, নিষ্ঠাবান হলে তুমি অন্য সময়ই তা গ্রহণ করতে পারবে। তুমি একটা দিনে যা বহন করতে অক্ষম, তা একটা দিনে বহন করতে দুঃসাহস করো না; আর যা কিছু আস্তে আস্তে বহন করতে পার, তা বহন করায় অলসতার দরুন ক্ষান্ত হয়ো না।

শ্লোক ১ পি ১:২৫; বারুক ৪:১

℟ প্রভুর বচন চিরস্থায়ী।
℣ এই বচন হল সেই শুভসংবাদ, যা তোমাদের জানানো হয়েছে।
℟ এ হল ঈশ্বরের বিধিনিয়ম-পুস্তক ও যুগযুগস্থায়ী বিধান; যারা তাকে আঁকড়ে থাকে, তারা জীবন পাবে।
℣ এই বচন হল সেই শুভসংবাদ, যা তোমাদের জানানো হয়েছে।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ সামু ১৭:৫৭–১৮:৯,২০-৩০

দাউদের প্রতি সৌলের ঈর্ষা

সেসময়, দাউদ যখন ফিলিস্তিনিকে মেরে ফেলে ফিরে এলেন, তখন আব্নের তাঁকে ধরে সৌলের সামনে নিয়ে গেলেন; তখনও তাঁর হাতে ফিলিস্তিনিটার মাথা ছিল। সৌল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে যুবক, তুমি কার্ ছেলে?' দাউদ উত্তর দিলেন, 'আমি আপনার দাস যেসের ছেলে, যিনি বেথলেহেমের মানুষ।'

সৌলের সঙ্গে দাউদ কথা বলা শেষ করলেই যোনাথানের প্রাণ দাউদের প্রাণের সঙ্গে এমনই ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ হল যে, যোনাথান তাঁকে নিজেরই মত ভালবেসে ফেললেন। সৌল সেই একই দিনে তাঁকে নিজের সেবায় নিযুক্ত করলেন, তাঁকে তাঁর নিজের পিতার বাড়িতে যেতে দিতে চাইলেন না। যোনাথান দাউদের সঙ্গে একটা সন্ধি-চুক্তি স্থির করলেন, যেহেতু যোনাথান তাঁকে নিজেরই মত ভালবাসতেন। যোনাথান তাঁর নিজের গায়ের আলোয়ান খুলে দাউদকে দিলেন, নিজের অস্ত্রসজ্জা, এমনকি নিজের খড়্গ, ধনুক ও কটিবন্ধনীও দিলেন। সৌল দাউদকে যে দায়িত্বই দিচ্ছিলেন, দাউদ তাতে এতই সফল হচ্ছিলেন যে, সৌল তাঁকে যোদ্ধাদের উপরে কর্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করলেন; সমস্ত লোকের দৃষ্টিতে ও সৌলের অনুচারীদের দৃষ্টিতেও তিনি সম্মানের পাত্র হলেন।

সকলে ফিরে আসবার পর যখন দাউদ ফিলিস্তিনিকে আঘাত করে ফিরে আসছিলেন, তখন সৌল রাজাকে স্বাগত জানাতে ইস্রায়েলের সমস্ত শহর থেকে মেয়েরা খঞ্জনি, আনন্দধ্বনি ও তেতারার সুরে গান গেয়ে নাচতে নাচতে বেরিয়ে পড়ল। নেচে নেচে সেই মেয়েরা গাইত, 'সৌলের আঘাতে পড়ল হাজার হাজার প্রাণ, দাউদের আঘাতে লক্ষ লক্ষ প্রাণ।' এতে সৌল অধিক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, ব্যাপারটা তাঁর মোটেই ভাল লাগল না; তিনি বলছিলেন, 'ওরা দাউদকে লক্ষ লক্ষের কথা আরোপ করল, কিন্তু আমাকে শুধু হাজার হাজারের কথা! এখন রাজ্যভার ছাড়া তার আর কী বাকি আছে?' সেদিন থেকে সৌল দাউদকে ঈর্ষার চোখে দেখতে লাগলেন।

এদিকে সৌলের কন্যা মিখাল দাউদের প্রতি প্রেমে পড়লেন; লোকেরা সৌলকে কথাটা জানালে তিনি তাতে খুশি হলেন। সৌল বললেন, 'হ্যাঁ, আমি তাকে মেয়েটিকে দেব; সে তার জন্য একটা ফাঁদ হোক, যেন ফিলিস্তিনিদের হাত তার উপরে পড়ে!' সৌল দু'বারই দাউদকে বললেন, 'তুমি আজ আমার জামাই হবে।' সৌল তাঁর অনুচারীদের এই হুকুম দিলেন, 'তোমরা গোপন আলাপে দাউদকে একথা বল: দেখ, রাজা তোমাতে প্রীত; তুমি তাঁর সমস্ত অনুচারীদের ভালবাসার পাত্র; তাই রাজার জামাই হও।' সৌলের অনুচারীরা দাউদের কানে এই কথা শোনালেন। দাউদ উত্তরে বললেন, 'রাজার জামাই হওয়া আপনাদের কাছে সামান্য ব্যাপার কি? আমি তো গরিব মানুষ, নিম্নাবস্থার লোক।' সৌলের অনুচারীরা তাঁকে কথাটা জানিয়ে বললেন, 'দাউদ এই ধরনের উত্তর দিয়েছেন।'

তখন সৌল বললেন, 'তোমরা দাউদকে একথা বল: রাজা কিছুই যৌতুক দাবি করছেন না, রাজার শত্রুদের উপরে প্রতিশোধস্বরূপ তিনি কেবল ফিলিস্তিনিদের একশ'টা লিঙ্গের অগ্রচর্ম চাচ্ছেন।' সৌল ভাবছিলেন, 'ফিলিস্তিনিদের হাত দ্বারা দাউদের পতন হবে।' তাঁর অনুচারীরা দাউদকে সেই কথা জানালে দাউদ রাজ-জামাই হবার সেই শর্ত পছন্দ করলেন। নির্ধারিত দিনগুলি তখনও কাটেনি, এমন সময় দাউদ তাঁর লোকদের সঙ্গে উঠে গিয়ে ফিলিস্তিনিদের দু'শোজনকেই মেরে ফেললেন; পরে রাজ-জামাই হবার জন্য দাউদ তাদের লিঙ্গের অগ্রচর্ম এনে রাজার সামনে সেগুলো গুনে দেখালেন। তখন সৌল তাঁর সঙ্গে নিজ মেয়ে মিখালের বিবাহ দিলেন।

সৌল না দেখে পারছিলেন না যে, প্রভু দাউদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন, এবং তাঁর নিজের মেয়ে মিখাল তাঁকে ভালবাসেন। এতে সৌল দাউদের বিষয়ে আরও ভীত হলেন, আর সৌল দাউদের আজীবন শত্রু হলেন। ফিলিস্তিনিদের জননায়কেরা এদিক ওদিক লুট করতে বেরিয়ে পড়তে লাগলেন; কিন্তু যতবার বেরিয়ে গেলেন, ততবার সৌলের অনুচারীদের মধ্যে বিশেষভাবে দাউদই অধিক সফল ছিলেন, আর এইভাবে তাঁর সুনাম হল।

শ্লোক সাম ৫৬:২,৪,১৪

℣ আমাকে দয়া কর গো পরমেশ্বর, মানুষ যে অত্যাচার করে আমায়।

℟ আমি তোমাতে ভরসা রাখি।

℣ তুমি মৃত্যু থেকে আমার প্রাণ, পতন থেকে আমার পা করেছ উদ্ধার।

℟ আমি তোমাতে ভরসা রাখি।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু হিপলিতুস-লিখিত 'দাউদ ও গলিয়াথ' উপদেশ ১:১–৪:২

ধন্য দাউদ খ্রীষ্টেরই প্রতীক

যারা বিশ্বাসের সঙ্গেই পবিত্র গ্রন্থগুলি পাঠ করে, তাদের কাছে প্রাক্তন সন্ধিতে ধন্য দাউদ সংক্রান্ত সমস্ত রহস্য উপলব্ধি করা সহজ—সামসঙ্গীত-মালায় তিনি নবী, ও কাজকর্মে পুণ্যবান ছিলেন। কেইবা সেই দাউদের কথা শুনে মুগ্ধ হবে না? তিনি তো বাল্যকাল থেকেই আপন হৃদয়ে খ্রীষ্টের রহস্যগুলি অঙ্কন করলেন। আর তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী যে পূর্ণতা লাভ করেছে, তাতে কেইবা আশ্চর্যান্বিত হবে না? ঈশ্বর দ্বারা তিনি ধর্মরাজ ও নবী বলে মনোনীত হয়েছেন, যেন বর্তমান ও অতীতকাল সম্বন্ধে শুধু নয়, ভাবীকাল সম্বন্ধেও তিনি যেন আমাদের নিশ্চয়তা দিতে পারেন। আর আমি তাঁর মধ্যে প্রথমে কোন্ গুণের প্রশংসা করব? কর্মকীর্তিতে তাঁর সাহস, না তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী? কেননা কর্মকীর্তি ও ভবিষ্যদ্বাণী উভয় ক্ষেত্রেই এ নবী প্রভুর প্রতীক ছিলেন। আমি তাঁকে মেষগুলির পালক বলে দেখি, আমি জানি তিনি গোপনে রাজপদে অভিষিক্ত হলেন, আবার তাঁর দ্বারা ভূপাতিত সেই মহাবীরের দিকে তাকাই; আমি জানি তাঁর লড়াইয়ের কী পরিণতি হবে; আবার, দাসত্ব থেকে মুক্ত জনগণকে দেখতে পাই। এরপর আমি দেখি, সৌল দাউদকে হিংসার চোখে দেখেন; ঠিক শত্রু ও অপরাধীই যেন বিচ্যুত হয়ে তিনি প্রান্তরে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য, যতদিন না যিনি আগে সৌলের ঘৃণার পাত্র ছিলেন, তিনি নিজেই ইস্রায়েলের উপরে রাজারূপে নিযুক্ত হন।

যাঁরা মুখে ভবিষ্যতের ঘটনাগুলো বলছিলেন, এমনকি নিজেরাই যন্ত্রণাভোগ করে খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগ পূর্বেই বাস্তবায়িত করেছিলেন, সেই পুণ্যবান কুলপতিদের কেইবা ধন্য বলে ঘোষণা করবে না? কথা ও কর্মে যা কিছু ধন্য নবীদের কাছে আত্মিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, সেই সমস্ত প্রতীক বাস্তবেই উপলব্ধি করা আমাদের কর্তব্য। কেননা সেই দৃষ্টান্ত ও প্রতীকগুলো ভবিষ্যতেরই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছিল, অর্থাৎ কিনা তাঁরই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছিল, বিধান ও নবীদের পূর্ণতা সাধন করতে চরমকালে যাঁর আসার কথা ছিল। যিনি ধর্মময়তা শিক্ষা দিতে এলেন ও সুসমাচারের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করে বললেন, *আমিই পথ, সত্য ও জীবন*, তিনিই প্রকৃতপক্ষে ধর্মময়, সত্যময় ও সকলের ত্রাণকর্তা ছিলেন। আমরা কেমন করে একথা উপলব্ধি করব না যে, পূর্বকালে ধন্য দাউদ দ্বারা যা কিছু সাধন করা হয়েছিল, সেই সমস্ত কিছু ত্রাণকর্তা দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করেছে ও অনুগ্রহ দ্বারা পবিত্র মণ্ডলীর হাতেই উপহার রূপে দান করা হয়েছে? সামুয়েল দু'টো অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পাদন করলেন, একটা সৌলের বেলায়, আর একটা দাউদের বেলায়। সৌল সম্ভ্রমের সঙ্গেই সেই অভিষেক

গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু ঈশ্বরের যোগ্য ব্যক্তি বলে নয়, বিধান-লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি বলেই তা গ্রহণ করলেন; ফলে যারা তাঁকে রাজারূপে চেয়েছিল, অসন্তুষ্ট হয়ে ঈশ্বর তাদের উপরে অত্যাচারী বলেই তাঁকে রাজ-অধিকার দিলেন। একই প্রকারে বিধান-লঙ্ঘনকারী সেই হেরোদও পাপী মানুষদের উপর রাজত্ব করছিল। পরে দাউদ গোপনেই বেথলেহেমেই রাজপদে অভিষিক্ত হলেন, কারণ একদিন বেথলেহেমেই সেই স্বর্গের রাজার জন্ম নেওয়ার কথা, যিনি গোপনে নয়, বরং পিতা দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে বিশ্বজগতের কাছে আত্মপ্রকাশ করলেন—যেমনটি নবী বলেন, *পরমেশ্বর, তোমারই পরমেশ্বর তোমার সমকক্ষদের চেয়ে তোমাকেই আনন্দ-তেলে অভিষিক্ত করলেন।*

সৌল মাটির তৈরী শিঙ দ্বারাই অভিষিক্ত হয়েছিলেন কারণ তাঁর রাজ্য সাময়িকই ছিল, আর আসলে তা শীঘ্রই ভেঙে গেল। দাউদ কিন্তু পরাক্রমের শিঙ দ্বারা অভিষিক্ত হলেন: এভাবে নবী দ্বারা তাঁরই কথা পূর্বপ্রকাশিত হচ্ছিল যিনি একদিন ঐশপরাক্রম গুণে মৃত্যুর উপরে আপন বিজয় প্রকাশ করবেন।

শ্লোক শিষ্য ১৩:৩২,৩৩; ২:৩৬

℟ যীশুকে পুনরুত্থিত করায় ঈশ্বর পিতৃপুরুষদের কাছে দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি আমাদের জন্যই পূর্ণ করেছেন;
℣ যেমনটি লেখা আছে, তুমি আমার পুত্র, আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম।
℟ ঈশ্বর যাঁকে প্রভু ও খ্রীষ্ট করে তুলেছেন, তিনি হলেন সেই যীশু যাঁকে তোমরা ক্রুশে দিয়েছিলে।
℣ যেমনটি লেখা আছে, তুমি আমার পুত্র, আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রবচন ৩:১-২০

কেমন করে প্রজ্ঞা অর্জনীয়

সন্তান আমার, আমার নির্দেশবাণী ভুলো না,
তোমার হৃদয় আমার আজ্ঞাগুলো পালন করুক;
যেহেতু সেগুলি দ্বারাই তুমি দীর্ঘায়ু হবে,
তোমার জীবন প্রসারিত হবে,
তুমি শান্তি ভোগ করবে।
কৃপা ও বিশ্বস্ততা তোমাকে কখনও ত্যাগ না করুক,
এগুলো তুমি তোমার গলায় বেঁধে রাখ,
তোমার হৃদয়-ফলকে লিখে রাখ।
তবেই পরমেশ্বরের ও মানুষের দৃষ্টিতে
তুমি অনুগ্রহ ও সাফল্য লাভ করবে।
সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুতে ভরসা রাখ,
তোমার নিজের বিচারবুদ্ধিতে আস্থা রেখো না;
তোমার সমস্ত পদক্ষেপে তাঁকে স্বীকার কর,
তবে তিনি তোমার সমস্ত পথ সরল করবেন।
নিজেকে প্রজ্ঞাবান বলে মনে করো না;
প্রভুকে ভয় কর, অপকর্ম থেকে দূরে থাক;
এতে তোমার শরীরের সুস্বাস্থ্য হবে,
এতে তোমার হাড় আরাম পাবে।
তুমি তোমার ধন দ্বারা প্রভুকে সম্মান কর,
তোমার সমস্ত শস্যের প্রথমাংশ দ্বারাও তাঁকে সম্মান কর;
তবে তোমার যত গোলাঘর শস্যের প্রাচুর্যে ভরে উঠবে,
তোমার মাড়াইকুন্ড নতুন আঙুররসে উথলে পড়বে।

সন্তান আমার, তুমি প্রভুর শাসন অস্বীকার করো না,
তাঁর সদুপদেশে ক্লান্তিবোধ করো না;
কেননা পিতা প্রিয়তম পুত্রকে যেমন ভর্ৎসনা করেন,
তেমনি প্রভু যাকে ভালবাসেন তাকে ভর্ৎসনা করেন।

সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞার সন্ধান পেয়েছে,
সেই মানুষ, যে সুবুদ্ধি লাভের জন্য ব্যবস্থা করেছে;
কেননা প্রজ্ঞা রুপোর চেয়ে অধিক লাভজনক,
প্রজ্ঞালাভ সোনার চেয়েও আয়কর।
প্রজ্ঞা রত্নের চেয়ে বহুমূল্যবান;
তার তুলনায় তোমার যত কামনা-বাসনা শূন্য।
তার ডান হাতে রয়েছে দীর্ঘায়ু,
তার বাঁ হাতে ঐশ্বর্য ও সম্মান;
তার সমস্ত পথ মাধুর্যের পথ,
তার সমস্ত মার্গে শান্তি উপস্থিত।
যে কেউ তাকে আঁকড়ে ধরে থাকে, প্রজ্ঞা তার পক্ষে জীবনবৃক্ষ;
যে কেউ তাকে আলিঙ্গন করে, সে সুখে জীবন যাপন করে।
প্রভু প্রজ্ঞা দ্বারা পৃথিবীর ভিত স্থাপন করলেন,
সুবুদ্ধি দ্বারা আকাশমণ্ডল দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করলেন;
তাঁর জ্ঞান দ্বারা অতল গহ্বর উদ্ঘাটিত হল,
ও মেঘমালা ফোঁটা ফোঁটা শিশির বর্ষণ করে।

শ্লোক প্রবচন ৩:১১,১২; হিব্রু ১২:৭

℣ তুমি প্রভুর শাসন অস্বীকার করো না, তাঁর সদুপদেশে ক্লান্তিবোধ করো না।
℟ পিতা প্রিয়তম পুত্রকে যেমন ভর্ৎসনা করেন, তেমনি প্রভু যাকে ভালবাসেন তাকে ভর্ৎসনা করেন।
℣ ঈশ্বর নিজের সন্তান বলেই তোমাদের সঙ্গে ব্যবহার করছেন; এমন কোন্ সন্তান আছে, পিতা যাকে শাসন করেন না?
℟ পিতা প্রিয়তম পুত্রকে যেমন ভর্ৎসনা করেন, তেমনি প্রভু যাকে ভালবাসেন তাকে ভর্ৎসনা করেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি **বিবিধ, উপদেশ ১৫**

প্রজ্ঞার অন্বেষণ কর

এসো, এমন খাদ্যের জন্য কাজ করি যে খাদ্য নষ্ট হয় না: এসো, আমাদের পরিত্রাণের জন্যই কাজ করি। এসো, প্রভুর আঙুরখেতে কাজ করি, যেন দৈনিক মজুরি পাবার যোগ্য হয়ে উঠি। সেই প্রজ্ঞার আলোতেই কাজ করি, যে প্রজ্ঞা বলে, *যে কেউ আমার আলোতে কাজ করে, সে পাপ করবে না।*

প্রজ্ঞা বলে, *মাঠ হল জগৎ;* এসো, সেই মাঠে খনন করি: ধন গুপ্তই রয়েছে, খনন করে তা বের করে দিই; আসলে স্বয়ং প্রজ্ঞাই গুপ্ত স্থান থেকে নিজেকে বের করে। এসো, আমরা সকলে তার অন্বেষণ করি, সকলে তার আকাঙ্ক্ষা করি।

প্রজ্ঞা বলে, *তোমরা খোঁজ করলে, ভাল মতই খোঁজ কর: মন ফিরিয়ে আমার কাছে এসো।* তুমি জিজ্ঞাসা করছ কোথা থেকে মন ফেরাতে হয়? উত্তরে প্রজ্ঞা বলে, *নিজের অভিলাষ ছেড়ে এসো।* তুমি বলছ, আমি কিন্তু যদি আমার অভিলাষেই প্রজ্ঞা না পাই, তাহলে কোথায় তাকে পাব? আমার প্রাণ আসলে তাকে খুবই বাসনা করে। তাকে বাসনা করলে তুমি নিশ্চয়ই তাকে পাবে; তবু তাকে পাওয়া যথেষ্ট নয়; একবার তাকে পেয়ে উত্তম

পরিমাপে, ঠাসা, ঝেঁকে-নেওয়া, উপচে-পড়া পরিমাপেই তাকে কোলে ফেলে দিতে হবে। তেমনটি হওয়া সত্যিই সমীচীন, কেননা, *সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞার সন্ধান পেয়েছে, যে সুবুদ্ধিতে পূর্ণ।* তাহলে জিজ্ঞাসা কর তাকে কোথায় পাওয়া যায়; আর প্রজ্ঞা কাছে থাকলে, তাকে ডাক।

তুমি কি জানতে চাও প্রজ্ঞা কত কাছে আছে? *সেই বাণী তোমার ওষ্ঠে, তোমার অন্তরেই রয়েছে*—অবশ্য, তুমি যদি সরলহৃদয় হয়েই তার অন্বেষণ কর। এভাবে তুমি নিজের হৃদয়ে প্রজ্ঞা খুঁজে পাবে ও তোমার মুখ সুবুদ্ধিতে পূর্ণ হবে—কিন্তু সতর্ক থাক যেন প্রজ্ঞা তোমার পাশ কাটিয়ে বয়ে না যায়, যেন তোমার কাছ থেকে পরিত্যক্ত হয়ে চলে না যায়।

প্রজ্ঞাকে পেলে তুমি আসলে মধু পেয়েছ: তবু বেশি খেয়ো না, পাছে অতিরিক্ত খেলে তোমার বমি হয়। এমনভাবে খাও যেন সবসময় ক্ষুধার্ত হতে পার, কেননা প্রজ্ঞা নিজেই বলে, *যারা আমাকে খাবে, তাদের সকলের আরও ক্ষুধা পাবে।* তোমার যা আছে, তার উপর তত নির্ভর করো না; অতিরিক্ত খেয়ো না, পাছে তোমার বমি হয়—তখন তুমি যা মনে কর তোমার আছে, তাও তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে, কারণ খোঁজ করার আগেই ক্ষান্ত হয়েছ। বস্তুতপক্ষে যতক্ষণ প্রজ্ঞার অন্বেষণ করা যায়, যতক্ষণ প্রজ্ঞা কাছে রয়েছে, ততক্ষণ তার অনুসন্ধান করা দরকার, তাকে ডাকা দরকার—ক্ষান্ত হতে নেই! অন্যথা—সলোমনের কথা অনুসারে—*যেমন মধু যে বেশি খায় তার পক্ষে তা ভাল নয়, তেমনি ঐশমহিমা যে অন্বেষণ করে সে তার গৌরব দ্বারা নিষ্পেষিত হবে।* আর যেমন *সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞা খুঁজে পেয়েছে,* তেমনি *সুখী সেই মানুষ,* এমনকি অতিসুখীই সেই মানুষ, *যে প্রজ্ঞায় বসবাস করবে;* একথা সম্ভবত তার প্রাচুর্য লক্ষ করে।

যদি তোমার ওষ্ঠে তোমার অপরাধের স্বীকারোক্তি উপস্থিত, যদি তোমার ওষ্ঠে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন ও প্রশংসাগান উপস্থিত, যদি তোমার ওষ্ঠে গঠনমূলক বাণী উপস্থিত, তবেই, এ তিনটে শর্ত অনুসারেই, প্রজ্ঞা বা সুবুদ্ধি তোমার ওষ্ঠে অবশ্যই থাকবে। *কেননা হৃদয়ে বিশ্বাস করেই তো মানুষ লাভ করে ধর্মময়তা, আর মুখে তা স্বীকার করেই তো সে লাভ করে পরিত্রাণ।* আরও, *কথা বলার শুরুতেই ধার্মিক নিজেকে অভিযুক্ত করে;* তারপরেই সে প্রভুর মহিমাকীর্তন করবে, এবং অবশেষে, প্রজ্ঞাপূর্ণ হলে, সে পরকে গঠন করবে।

শ্লোক প্রজ্ঞা ৭:১০,১১; ৮:২

প্র স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের চেয়েও প্রজ্ঞাকে আমি ভালবাসলাম, আলোর চেয়েও প্রজ্ঞালাভে প্রীত হলাম।
উ প্রজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মঙ্গলও আমার কাছে এল।
প্র তরুণ বয়স থেকে আমি তাকেই ভালবেসেছি, তারই অন্বেষণ করেছি; হ্যাঁ, আমি তার সৌন্দর্যের প্রেমে পড়েছি;
উ প্রজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মঙ্গলও আমার কাছে এল।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ সামু ১৯:৮-১০; ২০:১-১৭

দাউদ ও যোনাথানের মধ্যে বন্ধুত্ব

সেসময়, আবার যুদ্ধ বেধে গেল, আর দাউদ বেরিয়ে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে লাগলেন; তিনি তাদের পরাস্ত করে এমন দারুণ হত্যাকাণ্ড ঘটালেন যে, তারা তাঁর সামনে থেকে পালিয়ে গেল। কিন্তু প্রভু থেকে আগত এক অমঙ্গলকর আত্মা সৌলকে দখল করল: সৌল নিজের ঘরে বসে ছিলেন, তাঁর হাতে তাঁর বর্শা ছিল; আর দাউদ বীণা বাজাচ্ছিলেন, এমন সময় সৌল বর্শা দিয়ে দাউদকে দেওয়ালের গায়ে বিঁধিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি সৌলের সামনে থেকে সরে যাওয়ায় তাঁর বর্শা দেওয়ালে ঢুকে গেল, এবং দাউদ পালিয়ে সেই রাতের মত রক্ষা পেলেন।

দাউদ গোপনে রামার নায়োৎ ছেড়ে যোনাথানের কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, ‘আমি কী করেছি? আমার অপরাধ কী? তোমার পিতার কাছে আমার দোষ কী যে তিনি এমনভাবেই আমার প্রাণ নিতে চেষ্টা করছেন?’ যোনাথান উত্তর দিলেন, ‘এমনটি না হোক! তুমি মরবে না। দেখ, আমার পিতা আমাকে না বলে ছোট কি বড় কিছুই করেন না; তবে তিনি কেন আমার কাছ থেকে এই ব্যাপারটা গোপন রাখবেন? না, না, ব্যাপারটা কিছু নয়!’ কিন্তু দাউদ দিব্যি দিয়ে আবার বললেন, ‘তোমার পিতা ভালই জানেন যে, আমি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র; এজন্য তিনি বলেন: একথা যোনাথানের কাছে অজানাই থাকুক, যেন তাঁর দুঃখ না হয়। কিন্তু জীবনময় প্রভুর দিব্যি, ও তোমার নিজের জীবনেরও দিব্যি! আমার ও মৃত্যুর মধ্যে এক পা-মাত্রই ব্যবধান।’ তখন যোনাথান দাউদকে বললেন, ‘তোমার প্রাণ যা বলে, আমি তোমার জন্য তা নিশ্চয়ই করব!’ দাউদ যোনাথানকে বললেন, ‘দেখ, আগামীকাল অমাবস্যা, আমাকে রাজার সঙ্গে ভোজে বসতে হবে; তোমাকে কিন্তু আমাকে যেতে দিতে হবে, আমি তৃতীয় দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত খোলা মাঠে লুকিয়ে থাকব। যদি তোমার পিতা আমাকে খোঁজ করেন, তুমি বলবে: দাউদ তার শহর বেথলেহেমে শীঘ্রই যাবার জন্য আমার কাছে অনুমতি চেয়েছে, কেননা সেখানে তার সমস্ত গোত্রের জন্য বার্ষিক যজ্ঞানুষ্ঠান হওয়ার কথা। তিনি যদি বলেন, ভাল, তবে তোমার এই দাস নিশ্চিন্ত থাকতে পারে; অপরদিকে তিনি যদি রেগে ওঠেন, তবে তুমি বুঝবে, তিনি আমার অমঙ্গল ঘটাবেন বলে স্থির করেছেন। সুতরাং তুমি তোমার এই দাসের প্রতি তোমার সহৃদয়তা দেখাও, কেননা তুমি তোমার এই দাসকে তোমার নিজের সঙ্গে প্রভুর নামে এক সন্ধিতে আবদ্ধ করতে চেয়েছ। আমার কোন অপরাধ থাকলে তবে তুমিই আমাকে মেরে ফেল; কিন্তু কোন্ কারণেই বা তুমি তোমার পিতার কাছে আমাকে নিয়ে যাবে?’ যোনাথান উত্তর দিলেন, ‘তোমার প্রতি এমনটি না ঘটুক; বরং আমি যদি নিশ্চিত জানতে পারি যে, আমার পিতা তোমার অমঙ্গল ঘটাবেন বলে স্থির করেছেন, তবে কি তোমাকে তা বলে দেব না?’ দাউদ যোনাথানকে বললেন, ‘তোমার পিতা তোমাকে উগ্র উত্তর দিলে, কে আমাকে কথাটা জানাবে?’ উত্তরে যোনাথান দাউদকে বললেন, ‘চল, আমরা খোলা মাঠে বেরিয়ে যাই।’ আর তাঁরা দু’জনে খোলা মাঠে বেরিয়ে গেলেন।

তখন যোনাথান দাউদকে বললেন, ‘ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুই সাক্ষী! আগামীকাল বা পরশুদিন প্রায় এই সময়ে আমার পিতার মন বুঝতে চেষ্টা করব; দেখ, দাউদের পক্ষে মঙ্গল বুঝলে আমি যদি তখনই তা তোমার কাছে জানাবার জন্য লোক না পাঠাই, তবে প্রভু যোনাথানকে এই শাস্তির সঙ্গে আরও বড় শাস্তিও দিন! কিন্তু যদি আমার পিতার মন বলে, তিনি তোমার বিষয়ে অমঙ্গল স্থির করবেন, তবে আমি কথাটা জানিয়ে তোমাকে যেতে দেব। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাবে আর প্রভু যেমন আমার পিতার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তেমনি তোমার সঙ্গে সঙ্গেও থাকবেন। আমি যতদিন জীবিত থাকি, তুমি ততদিন আমার প্রতি প্রভুর সহৃদয়তা দেখাও; যদি মরি, তুমি আমার কুলের প্রতি তোমার সহৃদয়তা কখনও ফিরিয়ে নিয়ো না; যখন প্রভু দাউদের প্রতিটি শত্রুকে পৃথিবীর বুক থেকে উচ্ছিন্ন করবেন, তখন যোনাথানের নাম যেন দাউদের কুল থেকে উচ্ছিন্ন না হয়: প্রভু দাউদের কাছে, এমনকি তাঁর শত্রুদের কাছে এর হিসাব চাইবেন।’ যোনাথান দাউদের কাছে নিজের শপথ পুনর্বহাল করলেন, কেননা তিনি দাউদকে ভালবাসতেন, নিজেরই মত তাঁকে ভালবাসতেন।

শ্লোক প্রবচন ১৭:১৭; ১ যোহন ৪:৭

℟ বন্ধু সবসময় ভালবাসে:
℣ ভাই দুর্দশার জন্যই জন্ম নেয়।
℟ যে কেউ ভালবাসে, সে ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত আর ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করে।
℣ ভাই দুর্দশার জন্যই জন্ম নেয়।

দ্বিতীয় পাঠ - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এল্‌রেড-লিখিত ‘আধ্যাত্মিক বন্ধুত্ব’ ২য় পুস্তক

প্রকৃত, পরিপক্ক ও সনাতন বন্ধুত্ব

যুবকদের মধ্যে সেই উৎকৃষ্ট যোনাথান রাজমর্যাদা বা রাজবংশ-পরম্পরার দিকে না তাকিয়ে দাউদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করলেন, ও বন্ধুত্বের খাতিরে দাসকে প্রভুর পর্যায়ে উপনীত ক’রে ও নিজের চেয়ে পিতা থেকে বঞ্চিত,

প্রান্তরে পলাতক ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত দাউদকেই প্রাধান্য দিয়ে নিজেকে নমিত করে তাঁকেই উন্নীত করে বললেন, *তুমিই রাজা হবে আর আমি তোমার দ্বিতীয় হব।*

আহা, প্রকৃত বন্ধুত্বের কী অমায়িক দর্পণ! আহা, কী অপরূপ ব্যাপার! রাজা দাসের প্রতি ক্রোধান্বিত ও রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী বলেই তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত রাজ্যকে উত্তেজিত করেন; যাজকদের রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত করে তিনি কেবল সন্দেহের উপর নির্ভর করেই তাদের হত্যা করেন; যত বনে অনুসন্ধান করেন, যত উপত্যকায় খোঁজ করেন, পাহাড়পর্বত জুড়ে সৈন্যদের সঙ্গে আনাগোনা করেন; সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তারা রাজার অসন্তোষের যোগ্য প্রতিশোধ নেবে। কেবল সেই যোনাথান, যিনি একাই ন্যায়সঙ্গতভাবে তাঁকে ঈর্ষা করতে পারতেন, পিতার বিপক্ষে দাঁড়াতে, বন্ধুকে রক্ষা করতে ও তেমন দুর্দশায় তাঁকে পরামর্শ দিতে মনস্থ হলেন, এবং রাজ্যের চেয়ে বন্ধুত্বকে প্রাধান্য দিয়ে বললেন, *তুমিই রাজা হবে আর আমি তোমার দ্বিতীয় হব।* এ কথাও লক্ষ কর, কেমন করে পিতা ভয় দেখিয়ে, রাজ-অধিকার থেকে বঞ্চিত করার হুমকি দেখিয়ে যুবকটির মনে বন্ধুর বিরুদ্ধে ঈর্ষা মনোভাব সঞ্চার করলেন ও তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন তিনি রাজমর্যাদা-চ্যুত হবেন।

কেননা সৌল দাউদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলেও যোনাথান বন্ধুকে ত্যাগ করলেন না। *কেন দাউদ মরবে? সে কী পাপ করল? সে কী অপরাধ করল? সে তো নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও রাজি হল, সেই ফিলিস্তিনিকে হত্যা করল, আর আপনি নিজেও এতে আনন্দিত হলেন। তাহলে সে কেন মরবে?* একথা শুনে রাজা অধিক রুষ্ট হয়ে বর্শা দ্বারা যোনাথানকে দেওয়ালে বিদ্ধ করতে চেষ্টা করলেন, ও আরও হুমকি দিয়ে যোনাথানকে বললেন, *হে পতিতা নারীর সন্তান, আমি তো জানি, তুমি তোমার নিজের লজ্জা ও তোমার হীন মাতার লজ্জায় তাঁকে ভালবাস।* তারপর তাঁর অভিলাষ লক্ষ করে চিকন কথা উচ্চারণ করে ও তাঁর ঈর্ষা, হিংসা ও ঘৃণা মনোভাব উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে তিনি অন্তরে তাঁর যত বিষ ছিল যুবকটির উপরে উগরে দিয়ে বললেন: *যতদিন যেসের সন্তান জীবিত থাকবে, ততদিন তোমার রাজ্য নিরাপদ হবে না।*

তেমন কথায় কে উত্তেজিত হত না? কে ঈর্ষায় উত্তপ্ত হত না? সেই কথা কি যে কোন ভালবাসা, সম্মান ও বন্ধুত্ব বিকৃত, হ্রাসীকৃত ও নিঃশেষিত করত না? কিন্তু সেই উত্তম যুবক বন্ধুত্বের শপথ রক্ষা করে হুমকির সামনে শক্ত থেকে, অপমানের সামনে ধৈর্যশীল হয়ে, বন্ধুত্বের খাতিরে রাজ্যকে তুচ্ছ করে, গৌরবের কথা ভুলে গিয়ে কিন্তু আত্মসম্মানের কথা স্মরণ করে বললেন, *তুমিই রাজা হবে আর আমি তোমার দ্বিতীয় হব।*

এই তো প্রকৃত, পরিপক্ক, অবিচল ও সনাতন বন্ধুত্ব যা ঈর্ষা বিকৃত করতে পারেনি, সন্দেহ হ্রাসীকৃত করতে পারেনি, অভিলাষও নিঃশেষ করতে পারেনি! এ বন্ধুত্ব এমন, যা প্রলোভনের সামনেও ক্ষান্ত হয়নি, আঘাতগ্রস্ত হয়েও ভেঙে পড়েনি, তত অপমানে নিমজ্জিত হয়েও স্থিতমূল থাকল, তত অপবাদে লাঞ্ছিত হয়েও সোজা হয়ে থাকল। *সুতরাং গিয়ে তুমিও সেইমত ব্যবহার কর।*

শ্লোক   সিরা ৬:১৪,১৭

প্র বিশ্বস্ত বন্ধু, সে তো প্রবল আশ্রয়;
উ তেমন বন্ধুকে যে পায়, সে তো মহাধন পায়।
প্র প্রভুকে যে ভয় করে, সে বন্ধুত্বকে সূক্ষ্ম পরীক্ষা করে, কারণ সে নিজে যেমন, তার সঙ্গীও তেমনি হবে।
উ তেমন বন্ধুকে যে পায়, সে তো মহাধন পায়।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রবচন ৮:১-৫,১২-৩৬

স্রষ্টা প্রজ্ঞার প্রশংসাবাদ

প্রজ্ঞা কি ডাকছে না?
সুবুদ্ধি কি নিজের কণ্ঠস্বর শোনাচ্ছে না?
সে তো যত উচ্চস্থানের চূড়ায়, যত পথের ধারে,
যত চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়ায়;

সে তো নগরদ্বারের ধারে, শহরের প্রবেশপথে,
দরজায় দরজায় জোর গলায় আহ্বান করে বলে,
‘হে মানুষ, তোমাদের উদ্দেশ করে আমি কথা বলছি,
মানবসন্তানদের কাছেই আমার বাণী।
হে অনভিজ্ঞ, বিচারবুদ্ধি লাভে উদ্বুদ্ধ হও,
হে নির্বোধ, সদ্বিবেচক হও।
আমি যে প্রজ্ঞা, বিচারবুদ্ধির সঙ্গেই আমার আবাস,
সদ্‌জ্ঞান ও চিন্তাশীলতা আমারই অধিকার।
অপকর্ম ঘৃণা করা, এ তো প্রভুভয়;
দর্প, স্পর্ধা, দুর্ব্যবহার ও কুটিল মুখ আমি ঘৃণার চোখে দেখি।
আমারই তো সুমন্ত্রণা ও কাণ্ডজ্ঞান;
আমি নিজেই সদ্বিবেচনা; পরাক্রম আমারই।
আমা দ্বারা রাজারা রাজত্ব করে, জনপ্রধানেরা ন্যায়ধর্ম জারি করে;
আমা দ্বারা শাসকেরা শাসন করে,
অমাত্যরা ও পৃথিবীর বিচারকর্তারাও তাই।
যারা আমাকে ভালবাসে, আমিও তাদের ভালবাসি;
যারা অবিরত আমার সন্ধান করে, তারা আমার সন্ধান পায়।
আমার কাছে রয়েছে ঐশ্বর্য ও সম্মান,
স্থায়ী সমৃদ্ধি ও ধর্মময়তার ফল।
আমার ফল সোনার চেয়ে, খাঁটি সোনার চেয়েও বহুমূল্যবান,
প্রজ্ঞালাভ উৎকৃষ্ট রুপোর চেয়েও আয়কর।
আমি ধর্মময়তা-মার্গে চলি,
ন্যায্যতার পথে এগিয়ে চলি,
আমার বন্ধুদের আমি যেন মঙ্গলদানে সজ্জিত করি,
তাদের ধনভাণ্ডার যেন পরিপূর্ণ করি।
আপন সৃষ্টিকর্মের সূচনা থেকেই প্রভু আমাকে সৃষ্টি করেছেন,
তাঁর কর্মসাধনের প্রারম্ভে—সেসময় থেকেই!
অনাদিকাল থেকে আমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছি,
আদি থেকেই, পৃথিবীর উদ্ভবের সময় থেকেই।
অতল গহ্বর তখনও হয়নি যখন আমার জন্ম হয়েছিল,
জলপূর্ণ উৎসধারাও তখনও হয়নি।
পর্বতমালার ভিত স্থাপিত হওয়ার আগে,
উপপর্বতের উদ্ভবের আগে আমার জন্ম হয়েছিল;
তিনি তখনও স্থলভূমি বা কোন মাঠও নির্মাণ করেননি,
জগতের প্রথম ধূলিকণাও তখনও গড়েননি।
যখন তিনি আকাশ দৃঢ়স্থাপিত করেন, তখন আমি সেখানে ছিলাম;
যখন তিনি অতল গহ্বরের বুকে বৃত্ত-রেখা খোদাই করেন,
যখন তিনি ঊর্ধ্বে মেঘমালা পুঞ্জিভূত করেন,
যখন অতল গহ্বরের উৎসধারা প্রবল হয়ে ওঠে,
যখন তিনি সমুদ্রের সীমারেখা স্থির করেন,
—জলরাশি তাঁর সেই আদেশ লঙ্ঘন না করুক!—

যখন তিনি পৃথিবীর ভিত্তিমূল নিরূপণ করেন,
তখন আমি দক্ষ কারিগরের মত তাঁর পাশে ছিলাম,
আমি ছিলাম তাঁর দৈনন্দিনের পুলক,
ক্ষণে ক্ষণে তাঁর সম্মুখে আমোদপ্রমোদ করতাম ;
আমোদপ্রমোদ করে বেড়াতাম তাঁর পৃথিবীর সকল স্থানে,
মানবসন্তানদের মধ্যে থাকতাম পুলকিত প্রাণে।
তবে, সন্তানেরা আমার, এখন আমার কথা শোন ;
সুখী তারা, যারা আমার সমস্ত পথে চলে।
শিক্ষাবাণী শোন, প্রজ্ঞাবান হও,
তা অবহেলা করো না।
সুখী সেই মানুষ, যে আমার কথা শোনে,
আমার প্রবেশপথে প্রহরা দেবার জন্য
দৈনন্দিন যে আমার দরজায় জাগ্রত থাকে।
কারণ যে আমাকে পায়, সে জীবন পায়,
সে প্রভুর প্রসন্নতা ভোগ করে ;
কিন্তু যে আমার খোঁজে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, সে নিজের ক্ষতি করে ;
যারা আমাকে ঘৃণা করে, তারা সকলে মৃত্যুকে ভালবাসে।

শ্লোক প্রবচন ৮:২২; যোহন ১:১ দ্রঃ

প্র আপন সৃষ্টিকর্মের সূচনা থেকেই প্রভু আমাকে নিজের কাছে রেখেছিলেন—
উ হ্যাঁ, তাঁর কর্মসাধনের প্রারম্ভে—সেসময় থেকে!
প্র আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরের কাছে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর—
উ হ্যাঁ, তাঁর কর্মসাধনের প্রারম্ভে—সেসময় থেকে!

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আথানাসিউস-লিখিত ‘আরিউসপন্থীদের বিপক্ষে’ ২:৭৮,৮১-৮২

পিতার জ্ঞান সৃষ্টিকর্তা ও মানবধারী প্রজ্ঞার মধ্য দিয়েই আগত

ঈশ্বরের একমাত্রজাত প্রজ্ঞা হল নিখিল বস্তুর স্রষ্টা ও নির্মাতা; এজন্য লেখা আছে, *তুমি সবকিছু প্রজ্ঞায় গড়েছ*, এবং *পৃথিবী তোমার সৃষ্টিকর্মে পরিপূর্ণ হল।* এখন, সৃষ্টি যেন অস্তিত্ব পেতে পারে, এমন কি উত্তম অস্তিত্ব পেতে পারে, সেজন্য ঈশ্বর এতে প্রীত হলেন যে, তিনি আপন প্রজ্ঞা দ্বারা নিজের ও সৃষ্টির মধ্যে একপ্রকার সমবস্থা ঘটাবেন, যাতে করে সমস্ত বস্তুতে ও প্রতিটি বস্তুতে নিজের প্রতিমূর্তিরই একপ্রকার রূপ ও চিহ্ন রাখতে পারেন, যার ফলে সুস্পষ্ট হতে পারে যে, সৃষ্টবস্তু প্রজ্ঞায় অলঙ্কৃত হয়েছিল, ও তাঁর সৃষ্টি ঈশ্বরের যোগ্য ছিল।

যেমন আমাদের বাণী সেই বাণীরই প্রতিমূর্তি যিনি ঈশ্বরের পুত্র, তেমনি আমাদের প্রজ্ঞাও সেই একই বাণীর প্রতিমূর্তি যিনি স্বয়ং প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা দ্বারা আমরা জানবার ও উপলব্ধি করার ক্ষমতা লাভ করে থাকি, স্রষ্টা-প্রজ্ঞা অর্জন করতে উপযুক্ত হয়ে উঠি, ও তার মাধ্যমে তার নিজের পিতাকে জানবার সামর্থ্য লাভ করি। কেননা *পুত্রকে যে পেয়েছে, সে পিতাকেও পেয়েছে*, এবং *আমাকে যে গ্রহণ করে, সে তাঁকেই গ্রহণ করে, আমাকে যিনি প্রেরণ করেছেন।* সুতরাং, যেহেতু এই প্রজ্ঞার স্বরূপ আমাদের অন্তরে ও সবকিছুর মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে, সেজন্য যুক্তিসঙ্গতভাবেই সেই প্রকৃত ও নির্মাণকারী প্রজ্ঞা নিজের ঐশস্বরূপের যা অধিকার তা আপন করে নিয়ে বলে, *প্রভু আপন কার্যকলাপের মধ্যে আমাকে সৃষ্টি করলেন।*

কিন্তু—যেমনটি আগে ব্যাখ্যা করেছি—*ঈশ্বরের প্রজ্ঞাময় সঙ্কল্প অনুসারে যখন জগৎ নিজের প্রজ্ঞা দ্বারা ঈশ্বরকে জানতে পারেনি, তখন ঈশ্বর এতে প্রসন্ন হলেন যে, প্রচারের মূর্খতা দ্বারাই তিনি বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ সাধন করবেন।* অতীতকালের মত ঈশ্বর সমস্ত সৃষ্টিতে বিরাজমান প্রজ্ঞার দৃষ্টান্ত ও প্রতীকের মধ্য দিয়েই আর জ্ঞাত হতে চাইলেন না; তিনি বরং এতেই প্রীত হলেন যে, স্বয়ং প্রকৃত প্রজ্ঞা মাংস ধারণ করবেন, মানুষ হবেন,

ও ক্রুশমৃত্যু বরণ করবেন, যাতে প্রজ্ঞায় স্থাপিত বিশ্বাস দ্বারা সকল বিশ্বাসী মানুষ পুনরায় পরিত্রাণ পেতে পারে।

ঈশ্বরের সেই প্রজ্ঞা যা আগে সৃষ্টবস্তুতে ছাপা আপন প্রতিমূর্তির মধ্য দিয়ে নিজেকে ও নিজের মধ্য দিয়ে পিতাকেও প্রকাশ করতেন—আর এজন্যই প্রজ্ঞা সৃষ্ট বলেও অভিহিত—পরবর্তীকালে সেই একই প্রজ্ঞা, যিনি স্বয়ং বাণী, মাংস হলেন—যেমনটি যোহন বলেছেন। এবং মৃত্যুকে বিনাশ করে ও আমাদের মানবস্বরূপ মুক্ত করে তিনি নিজেকে ও নিজের মধ্য দিয়ে পিতাকেও সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করলেন; এজন্যই তিনি একথা বললেন, *তারা যেন তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যীশুখ্রীষ্টকে জানতে পারে।*

সুতরাং সমগ্র পৃথিবী ঈশ্বরজ্ঞানে পরিপূর্ণ হল; কেননা পুত্রের মধ্য দিয়ে পিতাকে জানা ও পিতা দ্বারা পুত্রকে জানা একই জানা। পিতা যে প্রীতিতে প্রীত, সেই একই প্রীতিতে পুত্র পিতাতে প্রীত—যেমনটি লেখা আছে, *আমাতেই তিনি পুলকিত ছিলেন; প্রতিদিন আমি তাঁর সম্মুখে আমোদপ্রমোদ করতাম।*

শ্লোক কল ২:৬,৯; মথি ২৩:১০

প্র প্রভুকে যেভাবে তোমরা গ্রহণ করে নিয়েছ, সেভাবে তাঁর মধ্যে চল।
উ তাঁরই মধ্যে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে।
প্র তোমাদের গুরু একজনমাত্র, তিনি খ্রীষ্ট।
উ তাঁরই মধ্যে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ সামু ২১:১-১০; ২২:১-৫

দাউদের পলায়ন

সেসময়, দাউদ উঠে রওনা হলেন, আর যোনাথান শহরে ফিরে গেলেন। দাউদ আহিমেলেক যাজকের কাছে নোবে গেলেন; আহিমেলেক অস্থির হয়ে দাউদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এগিয়ে এসে তাঁকে বললেন, 'আপনি একা কেন? আপনার সঙ্গে কেউ নেই কেন?' দাউদ উত্তরে আহিমেলেক যাজককে বললেন, 'রাজা একটা দায়িত্ব দিয়ে আমাকে বলেছেন: এই ব্যাপারে যে বিষয়ে আমি তোমাকে পাঠাচ্ছি ও যে বিষয়ে তোমাকে হুকুম দিলাম, কেউই যেন তার কিছু না জানে। আমি আমার সঙ্গী লোকদের অমুক জায়গায় আসতে বলেছি। তবু এখন যদি দেওয়ার মত আপনার হাতে পাঁচটা রুটি থাকে, বা যাই থাকে, তা আমাকে দিন।' যাজক দাউদকে উত্তরে বললেন, 'দেওয়ার মত আমার হাতে সাধারণ রুটি নেই, কেবল পবিত্রীকৃত রুটিই আছে—অবশ্য যদি আপনার যুবকেরা কমপক্ষে স্ত্রীলোক থেকে নিজেদের সংযত রেখে থাকে।' দাউদ যাজককে বললেন, 'নিশ্চয়! একসময় আমি যখন যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়ে যেতাম, তখনকার মত এবারও আমরা স্ত্রীলোক থেকে সংযত থাকতে বাধ্য; হ্যাঁ, যুবকদের সমস্ত ব্যাপার সেই সময় পবিত্র অবস্থায় ছিল, আর এই যাত্রা প্রকৃত পবিত্র যাত্রা না হলেও, তবু যাত্রাটা আজ সত্যিই এই ব্যাপারে পবিত্রীকৃত হচ্ছে।' তখন যাজক তাঁকে পবিত্রীকৃত রুটি দিলেন, কারণ সেখানে অন্য রুটি ছিল না, প্রভুর উপস্থিতির সামনে থেকে তুলে নেওয়া কেবল সেই নিত্য-ভোগ-রুটিই ছিল, যা তুলে নেওয়ার দিনে নতুন রুটি রাখার জন্য তুলে নেওয়া হয়।

সেদিন কিন্তু সৌলের কর্মচারীদের মধ্যে এদোমীয় দোয়েগ নামে একজন প্রভুর সাক্ষাতে আবদ্ধ হয়ে সেখানে ছিল, সে ছিল সৌলের প্রধান রাখাল।

দাউদ আহিমেলেককে বললেন, 'এখানে দেওয়ার মত আপনার হাতে কি কোন বর্শা বা খড়্গ আছে? কেননা রাজার এই বিশেষ কাজ এত জরুরী ছিল যে, আমি আমার নিজের খড়্গ বা অন্য কোন অস্ত্র সঙ্গে আনিনি।' যাজক উত্তর দিলেন, 'দেখুন, তার্পিন উপত্যকায় আপনি যাকে মেরে ফেলেছিলেন, সেই ফিলিস্তিনি গলিয়াথের খড়্গ আছে; তা এফোদের পিছনে ওইখানে কাপড়ে জড়ানো রয়েছে; নিতে চাইলে নিন, কারণ এখানে ওটা ছাড়া আর

কোন খড়্গা নেই।’ দাউদ বললেন, ‘ওটার মত আর কিছুই নেই! ওটাকে আমাকে দিন।’

সেখান থেকে রওনা হয়ে দাউদ আদুল্লাম গুহাতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। তাঁর ভাইয়েরা ও তাঁর সমস্ত পিতৃকুল কথাটা শুনে সেখানে তাঁর কাছে গেল। তখন দুর্দশাগ্রস্ত, ঋণী ও অসন্তুষ্ট যত লোক তাঁর কাছে এসে জড় হল, আর তিনি তাদের নেতা হলেন; এইভাবে প্রায় চারশ’ লোক তাঁর সঙ্গী হল।

দাউদ সেখান থেকে রওনা হয়ে মোয়াবে অবস্থিত মিস্পাতে গিয়ে মোয়াব-রাজকে বললেন, ‘দোহাই আপনার, পরমেশ্বর আমার বিষয়ে যে কী করতে চান, আমি তা না জানা পর্যন্ত আপনি আমার পিতামাতাকে আপনাদের এইখানে থাকতে দিন।’ তিনি তাঁদের মোয়াব-রাজের সামনে নিয়ে এলেন, আর যতদিন দাউদ সেই দুর্গে থাকলেন, ততদিন তাঁরা সেই রাজার সঙ্গে থাকলেন।

তবু নবী গাদ দাউদকে বললেন, ‘তুমি এই দুর্গে আর থেকো না, রওনা হয়ে যুদা দেশে যাও।’ তাই দাউদ রওনা হয়ে হেরেৎ বনে চলে গেলেন।

শ্লোক রো ৭:৬; মার্ক ২:২৫,২৬ দ্রঃ

প্র এখন আমরা বিধান থেকে মুক্ত হয়েছি, যেহেতু যার কাছে আবদ্ধ ছিলাম, তার কাছে মরেছি।
উ এসো, অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি।
প্র দাউদ ক্ষুধার্ত হলে যা করেছিলেন, তোমরা কি তা কখনও পড়নি? ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করে তিনি ভোগ-রুটি খেয়েছিলেন।
উ এসো, অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি।

দ্বিতীয় পাঠ - নিস্যার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি উপদেশ ৬

ঈশ্বর অগম্য শৈল স্বরূপ

উচ্চতম পর্বতের শীর্ষস্থান থেকে যারা নিচের দিকে গভীর ও অতল সাগরের দিকে তাকায় তাদের যেমন ঝিমঝিম লাগে, আমি যখন প্রভুর বাণীর উচ্চতা থেকে কোন একটা ধারণার গভীরতায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন আমারও তেমনি লাগে। সমুদ্রতীরের বহু স্থানে আমরা পার্শ্ববর্তী কোন পর্বতের দিকে তাকালে দেখতে পাই, পর্বতটা কেমন যেন দু’ভাগে বিদীর্ণ ও চূড়া থেকে শেষ পর্যন্ত মসৃণ—সর্বোচ্চ স্থানে পর্বতের একপ্রকার মিনার আছে যা সমুদ্রের গভীরতার উপর ঝুঁকে থাকে। এখন, তেমন উচ্চতা থেকে সমুদ্রের অগম্য তলদেশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে মানুষের যেমন ঝিমঝিম লাগে, *শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে* প্রভুর এ রহস্যময় উক্তির উচ্চতা থেকে নিচের দিকে তাকালে আমারও তেমনি ঝিমঝিম লাগে। সেই উক্তি অনুসারে ঈশ্বর তাদেরই দর্শনের বিষয় যারা নিজেদের হৃদয় শুদ্ধ করে তুলেছে। অথচ মহান যোহনের কথা অনুসারে *ঈশ্বরকে কেউই কখনও দেখেনি।* উৎকৃষ্ট বুদ্ধির অধিকারী সেই পলও একথা সপ্রমাণ করে বলেন, *কোন মানুষ তাঁকে দেখতে পারেনি, দেখতে পারবেও না।* এই তো সেই মসৃণ, পিচ্ছিল ও ঢালু শৈল যাতে আমাদের জ্ঞানের চিন্তার জন্য কোন ভর নেই। মোশীও নিজের উক্তিতে সেই শৈলকে অগম্য বলেছেন, ফলে আমাদের মন পর্বতচূড়ায় পৌঁছতে বা কোন ভর পেতে যতই চেষ্টা করুক না কেন সেখানে যেতে অক্ষম। এমন একটা বচন আছে যা আমাদের এই শৈল একেবারে দু’ভাগে দীর্ণ করে ফেলে: ঈশ্বরকে দে’খে জীবিত থাকবে এমন কেউই নেই।

এখন তুমি কি বুঝতে পার, এই উপদেশের গভীরতম ধারণার উপর দৃষ্টি রাখলে আমাদের উপলব্ধির কেমন ঝিমঝিম লাগে?

অথচ ঈশ্বরের দর্শন পাওয়াই তো অনন্ত জীবন। ঈশ্বর নিজেই যখন জীবন, তখন ঈশ্বরকে যে দেখে না সে জীবনকেও দেখে না।

আহা, মানুষের আশা কতই না সঙ্কীর্ণ গন্ডিতে আবদ্ধ! তবু প্রভু পতনোন্মুখ যত হৃদয় সুস্থির করে ধরে রাখেন, যেভাবে সেই পিতরকে ধরেছিলেন যিনি ডুবে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁকে জলের উপরে শক্ত ও অটল মেঝের উপরেই

যেন দাঁড় করিয়েছিলেন।

আমরা যখন এই গভীরতম ধ্যানের তলদেশের উপরে ঝুঁকে থাকি, তখন বাণীর হাত যদি আমাদের কাছে এসে আমাদের উপলব্ধির উপরে অধিষ্ঠান করে সবকিছুর প্রকৃত অর্থ বুঝিয়ে দেয়, তাহলে আমরা ভয় থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর পথ ধরে চলব। আমাদের হৃদয় কিন্তু যেন শুদ্ধ হয়! কেননা তিনি বলেন, *শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।*

শ্লোক যোহন ১:১৮; সাম ১৪৫:৩

প্র ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি;

উ সেই একমাত্র পুত্র যিনি পিতার কোলে বিরাজমান, তিনিই তাঁর প্রকৃত বর্ণনা দিয়েছেন।

প্র প্রভু মহান, মহাপ্রশংসনীয়, তাঁর মহত্ত্ব পরিমাপের অতীত।

উ সেই একমাত্র পুত্র যিনি পিতার কোলে বিরাজমান, তিনিই তাঁর প্রকৃত বর্ণনা দিয়েছেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রবচন ৯:১-১৮

প্রজ্ঞা ও মূর্খতা

প্রজ্ঞা তার নিজের গৃহ নির্মাণ করল,
তার সাতটা স্তম্ভ খোদাই করল;
পশু মারল, আঙুররস মিশিয়ে দিল,
শেষে সাজাল ভোজনপাট।
নিজ অনুচারিণী যুবতীদের পাঠিয়ে
সে শহরের সর্বোচ্চ স্থান থেকে ঘোষণা করল:
'যে অনভিজ্ঞ, সে এখানেই আসুক,'
বুদ্ধিহীনকে সে বলে,
'এসো তোমরা, আমার রুটি খাও,
পান কর সেই আঙুররস যা আমি মিশিয়ে দিলাম।
নির্বুদ্ধিতা ত্যাগ কর, তবেই বাঁচবে,
এগিয়ে চল সদ্বিবেচনার পথে।'
বিদ্রূপকারীকে যে উদ্বুদ্ধ করতে চায়, সে হবে তার অবজ্ঞার পাত্র;
দুর্জনকে যে ভর্ৎসনা করে, সে হবে তার অপমানের বস্তু।
বিদ্রূপকারীকে ভর্ৎসনা করো না, পাছে সে তোমাকে ঘৃণা করে;
প্রজ্ঞাবানকেই বরং ভর্ৎসনা কর, সে তোমাকে ভালবাসবে।
প্রজ্ঞাবানকে সুপরামর্শ দাও, সে আরও প্রজ্ঞাবান হবে;
ধার্মিককে সদ্‌জ্ঞান দাও, তার জ্ঞানভাণ্ডার আরও বৃদ্ধি পাবে।
প্রজ্ঞার সূচনা হল প্রভুভয়,
পবিত্রজনদের সদ্‌জ্ঞান, এই তো সদ্বিবেচনা।
আমা দ্বারাই বাড়বে তোমার আয়ুষ্কাল,
তোমার জীবনের বছর-সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।
তুমি প্রজ্ঞাবান হলে, তোমার প্রজ্ঞাই হবে তোমার লাভ;
তুমি বিদ্রূপকারী হলে, একাই এর দণ্ড বহন করবে।
অস্থির নারী, সে তো হীনবুদ্ধি;
এমন বুদ্ধিহীন নারী, যে কিছু জানে না।

সে বাড়ির দরজার সামনে বসে,
শহরের একটা উচ্চস্থানে সিংহাসনেই বসে;
সে পথিকদের ডাকে,
কিন্তু তারা নিজ নিজ পথে এগিয়ে চলে;
সে বলে, 'যে অনভিজ্ঞ, সে এখানে আসুক।'
বুদ্ধিহীনকে সে বলে,
'চুরি-করা জল মিষ্টি,
গোপনে ভোগ করা রুটি সুস্বাদু।'
কিন্তু ও বুঝতে পারে না যে, সেখানে ছায়াদেশ উপস্থিত,
এও জানে না যে, পাতাল-গভীরেই তার নিমন্ত্রিতদের বাসস্থান।

শ্লোক লুক ১৪:১৬-১৭; প্রবচন ৯:৫ দ্রঃ

℟ একজন লোক এক বিরাট ভোজের আয়োজন করে সময় মত নিজ দাস দ্বারা নিমন্ত্রিতদের বলে পাঠালেন:
℣ এসো, সবই প্রস্তুত।
℟ এসো তোমরা, আমার রুটি খাও, পান কর সেই আঙুররস যা আমি মিশিয়ে দিলাম;
℣ এসো, সবই প্রস্তুত।

দ্বিতীয় পাঠ - প্রবচন পুস্তকে গাজার বিশপ প্রকপিওসের ব্যাখ্যা **৯**

ঈশ্বরের প্রজ্ঞা আমাদের জন্য আঙুররস মিশিয়ে দিল ও সাজাল ভোজনপাট

প্রজ্ঞা তার নিজের গৃহ নির্মাণ করল। ঈশ্বর ও পিতার স্বয়ংসম্পূর্ণ পরাক্রম সেই খ্রীষ্ট নিজের গৃহরূপে নিখিল বিশ্বকে নির্মাণ করলেন; তিনি সেই বিশ্বে শক্তিগুণে বসবাস করেন, সেই যে বিশ্ব ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়ে দৃশ্য ও অদৃশ্য স্বরূপে মণ্ডিত।

প্রজ্ঞা তার সাতটা স্তম্ভ খোদাই করল। সৃষ্টিকাজের পরে যে মানুষ খ্রীষ্টের সাদৃশ্যে নির্মিত হয়েছে সে যেন খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে ও তাঁর আদেশগুলো পালন করে, সেই মানুষকে ঈশ্বর পবিত্র আত্মার সাত অনুগ্রহদান দিলেন, যেগুলি লাভে জ্ঞানে উদ্দীপিত শক্তি দ্বারা, আবার শক্তিতে উদ্দীপিত প্রজ্ঞা দ্বারা আত্মিক মানুষ সিদ্ধ হয়ে ওঠে, বিশ্বাসে সুস্থির হয়, ও অলৌকিক বাস্তবতার সহভাগিতার অধিকার লাভ করে।

সেই অনুগ্রহদানগুলি আত্মার স্বাভাবিক জ্যোতিকে অধিকতর ভাবে উজ্জ্বল করে তোলে: শক্তি মানুষের অন্তর অনুপ্রাণিত করে সে যেন সমস্ত কিছুর মধ্যে ও সমস্ত কিছুর লক্ষ্য অনুসারে একাগ্রতার সঙ্গে ঈশ্বরের সেই সমস্ত ইচ্ছার অন্বেষণ ও আকাঙ্ক্ষা করে যা অনুসারে সমস্ত কিছু সৃষ্ট হয়েছে। ঈশ্বরের যা ইচ্ছা নয়, সুমন্ত্রণা তা থেকে ঈশ্বরের সেই সমস্ত অসৃষ্ট ও অমর পবিত্রতম ইচ্ছা নির্ণয় করে যেগুলিকে মানুষ ধারণা করতে, উচ্চারণ করতে ও বাস্তবায়িত করতে পারে। সুবুদ্ধি মানুষকে সহায়তা করে সে যেন ঈশ্বরের সমস্ত ইচ্ছা ছাড়া অন্য কিছু অনুসরণ না করে, অন্য কিছুতে আসক্ত না হয়।

প্রজ্ঞা আঙুররস মিশিয়ে দিল, শেষে সাজাল ভোজনপাট। যে মানুষের মধ্যে একটা পানপাত্রেই যেন আত্মিক ও দৈহিক স্বরূপ মিশ্রিত, সেই মানুষের অন্তরে ঈশ্বর সৃষ্টবস্তুর জ্ঞান ও নিখিলের স্রষ্টারূপে নিজেরই জ্ঞান মিলিত করলেন। উপলব্ধি এমনটি করে যাতে, যা কিছু ঈশ্বর সংক্রান্ত, মানুষ তাতেই প্রমত্ত হয় যেন আঙুররসেই প্রমত্ত হয়। যিনি স্বর্গীয় রুটি, তিনি নিজের দ্বারা আত্মাগুলিকে শক্তিতে পরিপুষ্ট করে ও ঐশতত্ত্বে প্রমত্ত ও আনন্দিত করে তুলে আত্মিক ভোজের উদ্দেশ্যে এসব কিছুকে উৎকৃষ্ট খাদ্যরূপে ব্যবস্থা করেন, যারা সেই ভোজে অংশ নিতে ইচ্ছুক তারা যেন তা গ্রহণ করতে পারে।

অনুচারিণী যুবতীদের পাঠিয়ে প্রজ্ঞা উচ্চকণ্ঠে সকলকেই ভোজে আহ্বান করল। খ্রীষ্ট প্রেরিতদূতদের প্রেরণ করলেন তাঁরা যেন মঙ্গলবাণী প্রচারে তাঁর ঐশইচ্ছার সেবা করেন; তেমন বাণীপ্রচার পবিত্র আত্মার প্রেরণায় পূর্ণ হয়ে ও লিপিবদ্ধ ও সাধারণ বিধানের ঊর্ধ্বস্থিত হয়ে খ্রীষ্টের কাছে সকলকে আহ্বান করে। মাংসধারণ-রহস্য দ্বারা

খ্রীষ্টের মধ্যে একটা পানপাত্রেই যেন ঐশ ও মানব স্বরূপের এমন অপরূপ মিশ্রণ ঘটেছে, যে মিশ্রণে স্বরূপ দু'টো মিশ্রিত হয়েও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ করে রাখে।

'যে নির্বোধ, সে এখানেই আসুক।' মনে মনে বলে ঈশ্বর নেই, এমন নির্বোধ মানুষ অধর্ম ত্যাগ ক'রে বিশ্বাস দ্বারা আমার কাছে এসে জেনে নিক, আমি নিখিলের নির্মাতা ও প্রভু।

বুদ্ধিহীনকে প্রজ্ঞা বলে, 'এসো তোমরা, আমার রুটি খাও, পান কর সেই আঙুররস যা আমি মিশিয়ে দিলাম।' যারা ধর্মতত্ত্বে ধনবান হয়েও তবু বিশ্বাসসূচিত কর্মে দীনহীন, তাদের তিনি বলেন, এসো, আমার দেহ খাও, যা রুটির মত শক্তিতেই তোমাদের পরিপুষ্ট করে; আমার রক্ত পান কর, যা আঙুররসের মত ঐশতত্ত্বে তোমাদের আনন্দিত করে ও ঈশ্বরত্বলাভে তোমাদের চালিত করে। কেননা আমি তোমাদের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যেই আমার রক্ত ঈশ্বরত্বের সঙ্গে অপরূপভাবে মিশ্রিত করেছি।

শ্লোক প্রবচন ৯:১-২; যোহন ৬:৫৬

℣ ঐশপ্রজ্ঞা তার নিজের গৃহ নির্মাণ করলেন, তার সাতটা স্তম্ভ খোদাই করলেন;
℟ আঙুররস মিশিয়ে দিলেন, শেষে সাজালেন ভোজনপাট।
℣ যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে বসবাস করে আর আমি তার অন্তরে বসবাস করি—প্রভুর উক্তি।
℟ আঙুররস মিশিয়ে দিলেন, শেষে সাজালেন ভোজনপাট।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ সামু ২৫:১৪-২৪,২৮-৩৯

দাউদ ও আবিগাইল

সেসময়, চাকরদের একজন নাবালের স্ত্রী আবিগাইলকে খবর দিয়ে বলল, 'দেখুন, দাউদ আমাদের মনিবকে শুভেচ্ছা জানাতে মরুপ্রান্তর থেকে দূতদের পাঠিয়েছেন, কিন্তু তিনি তাদের উপর রেগে গেলেন! অথচ এই লোকেরা আমাদের সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করেছিল; তারা আমাদের প্রতি কখনও দুর্ব্যবহার করেনি, আর আমরা খোলা মাঠে থাকাকালে যতদিন তাদের সঙ্গে ছিলাম, ততদিন কিছুই হারাইনি। হ্যাঁ, যতদিন তাদের সঙ্গে থেকে মেষ চরাচ্ছিলাম, ততদিন তারা দিনরাত আমাদের রক্ষার জন্য যেন রক্ষাফলকের মতই ছিল। তাই এখন আপনার কেমন ব্যবহার করা উচিত, তা বিবেচনা করে দেখুন, কেননা আমাদের মনিবের ও তাঁর সমস্ত কুলের বিরুদ্ধে কোন একটা অমঙ্গল অনিবার্যই, আর তিনি এমন পাষণ্ড যে, তাঁকে কোন কথা বলতে পারা যায় না।'

তখন আবিগাইল সঙ্গে সঙ্গে দু'শোটা রুটি, দুই ভিস্তি আঙুররস, পাঁচটা রান্না করা ভেড়া, দুই মণ ভাজা গম, একশ' গুচ্ছ কিশমিশ ও দু'শো ডুমুর-চাক নিয়ে গাধার পিঠে চাপিয়ে দিল; তার চাকরদের সে বলল, 'তোমরা আমার আগে আগে চল; দেখ, আমি তোমাদের পিছু পিছু যাচ্ছি।' কিন্তু সে তার স্বামী নাবালকে কিছুই জানাল না।

সে গাধা চড়ে পর্বতের সঙ্কীর্ণ একটা পথ ধরে নেমে যাচ্ছিল, এমন সময় দাউদ তাঁর লোকদের সঙ্গে ঠিক তারই দিকে নেমে এলেন, ফলে সে তাঁদের সঙ্গে মিলল। সেসময়ে দাউদ বলছিলেন, 'তবে মরুপ্রান্তরে ওর যা কিছু আছে, আমি বৃথাই তা রক্ষা করেছি; ওর যা কিছু আছে, তার কিছুই হারায়নি, আর এখন নাকি সে উপকারের বিনিময়ে আমার অপকার করছে! ওর অধীনে যত পুরুষলোক আছে তাদের মধ্যে একজনকেও যদি রাত পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখি, তবে পরমেশ্বর দাউদের বিরুদ্ধে, এমনকি তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে এই শাস্তির সঙ্গে আরও কঠোর শাস্তিও দিন!' দাউদকে দেখামাত্র আবিগাইল সঙ্গে সঙ্গে গাধা থেকে নেমে দাউদের সামনে উপুড় হয়ে পড়ে মাটিতে প্রণিপাত করল। তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে সে বলল, 'দোহাই আপনার, আপনার এই দাসীর অপরাধ ক্ষমা করুন। আমার প্রভু নিশ্চয়ই আমার প্রভুর এক স্থায়ী কুল প্রতিষ্ঠিত করবেন, কারণ প্রভুরই জন্য আমার প্রভু যুদ্ধ

করছেন, আর আপনার সারা জীবন ধরে আপনার মধ্যে অমঙ্গলকর কোন কিছু কখনও দেখা যায়নি। কোন মানুষ উঠে আপনার উৎপীড়ন ও প্রাণনাশের চেষ্টা করলেও আপনার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে আমার প্রভুর প্রাণ জীবন-পেটিকায় গচ্ছিত রাখা হবে, কিন্তু আপনার শত্রুদের প্রাণ তিনি ফিঙের জালে দিয়ে ছুড়বেন। প্রভু আপনার সম্বন্ধে যে সমস্ত মঙ্গলের কথা বলেছেন, তা যখন সফল করবেন ও আপনাকে ইস্রায়েলের উপরে জননায়করূপে নিযুক্ত করবেন, তখন, প্রভু, অকারণে রক্তপাত করা ও নিজের হাতে প্রতিশোধ নেওয়া, এ বিষয় দু'টো যেন আপনার হৃদয়ের দুঃখ বা মনোবেদনার কারণ না হয়। প্রভু যখন আমার প্রভুর সমৃদ্ধি ঘটাবেন, তখন আপনি যেন আপনার এই দাসীর কথা মনে রাখেন।'

দাউদ আবিগাইলকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, 'ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, যিনি আজ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তোমাকে প্রেরণ করেছেন। ধন্য তোমার সুবুদ্ধি, এবং তুমিও [প্রভুর] আশিসে ধন্য, কারণ আজ তুমি রক্তপাত ও নিজেরই হাতে প্রতিশোধ নেওয়া থেকে আমাকে বাধা দিয়েছ। তোমার ক্ষতি করতে যিনি আমাকে বাধা দিয়েছেন, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তুমি যদি শীঘ্রই না আসতে, তবে নাবালের অধীনে যত পুরুষলোক আছে তাদের মধ্যে একজনও সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকত না।' পরে, আবিগাইল দাউদের জন্য যা কিছু এনেছিল, দাউদ তার হাত থেকে তা গ্রহণ করে নিয়ে তাকে বললেন, 'তুমি শান্তিতে বাড়ি ফিরে যাও; দেখ, আমি তোমার কণ্ঠে কান দিয়েছি, তোমার মুখমণ্ডল আনন্দপূর্ণ করেছি।'

আবিগাইল নাবালের কাছে ফিরে গেল; সেসময়ে তার বাড়িতে রাজভোজের মত ভোজ হচ্ছিল, এবং নাবালের হৃদয় প্রফুল্লই ছিল, সে একেবারে মাতাল ছিল; আবিগাইল সকাল না হওয়া পর্যন্ত সেই বিষয়ে অল্প বা বেশি কিছুই তাকে বলল না। পরদিন সকালে নাবালের মত্ততার ঘোর কেটে গেলে তার স্ত্রী তাকে ব্যাপারটা সবই জানিয়ে দিল; তখন তার বুকে হৃদয় মৃতপ্রায় হল, এবং সে পাথরের মত হয়ে পড়ল। দশ দিন পরে প্রভু নাবালকে আঘাত করায় তার মৃত্যু হল।

নাবালের মৃত্যু হয়েছে, একথা শুনে দাউদ বললেন, 'ধন্য প্রভু, যিনি নাবাল দ্বারা ঘটিত আমার দুর্নাম বিষয়ে আমার পক্ষসমর্থন করলেন, এবং তাঁর আপন দাসকে অমঙ্গলকর কাজ থেকে রক্ষা করলেন। তিনি নাবালের শঠতা তার নিজের মাথার উপরে ডেকে আনলেন।'

শ্লোক ১ সামু ২৫:৩৩,৩২; মথি ৫:৭

℣ আজ তুমি রক্তপাত ও নিজেরই হাতে প্রতিশোধ নেওয়া থেকে আমাকে বাধা দিয়েছ:
℟ ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, যিনি আজ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তোমাকে প্রেরণ করেছেন।
℣ দয়াবান যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই দয়া পাবে।
℟ ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, যিনি আজ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তোমাকে প্রেরণ করেছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - নিস্যার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি **উপদেশ ৬**

ঈশ্বরদর্শনের প্রত্যাশা

সত্যিই ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি এতই মহান যা আনন্দের প্রান্তসীমাও অতিক্রম করে। মানুষ যাঁকে দেখতে পায় তাঁর মধ্যে যখন সবকিছুই উপস্থিত, তখন সে অন্য কোন্ মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা করতে পারে? কেননা শাস্ত্রের ভাষায় দেখা বলতে লাভ করা বোঝায়, যেমনটি *তুমি যেন যেরুসালেমের সমৃদ্ধি দেখতে পাও* বচনে 'সমৃদ্ধি দেখা' বলতে 'সমৃদ্ধি ভোগ করা' বোঝায়। আরও, *দুর্জনকে বাদ দেওয়া হোক, কারণ সে প্রভুর গৌরব দেখতে পাবে না* বচনে নবী বলতে চান, দুর্জন প্রভুর গৌরবের অংশীদার হবে না।

সুতরাং, ঈশ্বরকে যে দেখে, সেই দেখার জোরেই সে সমস্ত মঙ্গলদান, অন্তহীন জীবন, শাশ্বত অক্ষয়শীলতা, সনাতন আশীর্বাদ, অন্তহীন রাজ্য, চিরস্থায়ী আনন্দ, সত্যকার আলো, আত্মিক ও মধুর শান্তি, অগম্য গৌরব, নিত্যস্থায়ী স্ফূর্তি, এক কথায় সমস্ত মঙ্গল লাভ করে গেছে।

সত্যিই আনন্দের প্রতিশ্রুতিতে প্রত্যাশার কাছে যা কিছু উপস্থাপিত, তা উপরোল্লিখিত অসীম মঙ্গলের অনুরূপ।

কিন্তু যেহেতু আগে প্রমাণ দেওয়া হয়েছে যে, ঈশ্বরদর্শন কেবল শুদ্ধহৃদয়ের কাছেই প্রাপ্য, সেজন্য আমার উপলব্ধিরও এখনও কেমন যেন ঝিমঝিম লাগে। আমার প্রশ্ন, আমাদের স্বরূপের অতীত ও উর্ধ্বে হওয়ায় হৃদয়ের শুদ্ধতা কি সেই সমস্ত সদ্‌গুণের অন্যতম নয়, যা লাভ করা অসাধ্য?

একদিকে ঈশ্বর যখন এই শুদ্ধতম কাঁচের মধ্য দিয়েই মাত্র দর্শনীয়, আর অন্যদিকে মোশী ও পল যখন তাঁকে দেখতে পাননি কারণ তাঁরা নিজেরাই বলেন যে কেউই তাঁকে দেখতে পারে না, তখন ঐশবাণী মঙ্গলময়তা লাভের জন্য যা প্রস্তাব করেন, তা এমন কিছুই মনে হচ্ছে যা কখনও ঘটেনি, কখনও ঘটবেও না। তাছাড়া, আমরা যা আবিষ্কার করেছি, তা লাভের জন্য আমাদের যদি শক্তি না থাকে, তাহলে ঈশ্বরকে দেখবার শর্ত জেনেও আমাদের কী লাভ? আমিও তো বলতে পারি, স্বর্গে বাস করা উত্তম, কারণ সেখানে এমন কিছু দেখা যেতে পারে যা এ পৃথিবীতে দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি যে কথা বলি, সেই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে যদি স্বর্গে যাত্রা বাস্তবায়িত করতে পারতাম, তাহলেই শ্রোতাদের পক্ষে স্বর্গের আনন্দ বিষয় অবগত হওয়া উপকারী হত। কিন্তু যতদিন স্বর্গে এই যাত্রা বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়, ততদিন স্বর্গীয় আনন্দের কথা জেনে কী লাভ? সেই জানাটার মধ্য দিয়ে আমরা যখন সচেতন হয়ে উঠি যে স্বর্গে যেতে না পারায় আমরা কতগুলো মঙ্গলদান থেকে বঞ্চিত হয়েছি, তখন সেই জানাটা কি একপ্রকার দুঃখ ও মায়া সৃষ্টি করে না? তবে কেনই বা প্রভু আমাদের কাছে এমন প্রস্তাব তুলে ধরেন যা আমাদের স্বরূপের অতীত, ও এমন আদেশ দেন যা আমাদের শক্তির উর্ধ্বে?

ব্যাপারটা কিন্তু এরকম নয়—বাস্তবিকই যাদের তিনি পাখা দেননি তাদের পাখি হতে আদেশ দিচ্ছেন না, আবার যাদের তিনি স্থলভূমিতে বাস করার জন্য সৃষ্টি করলেন, তাদের জলের নিচে বাস করতে আজ্ঞা দিচ্ছেন না।

সুতরাং, অন্য সকল প্রাণীর বেলায় যখন বিধান এমন, যার ফলে সেই প্রাণীগুলো কোন কাজে বাধ্য নয় যা তাদের প্রকৃতির বাইরে, তখন আমরা অবশ্যই উপলব্ধি করব যে, আমাদের গন্তব্যস্থানও আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী হয়, এবং এ কথাও উপলব্ধি করব যে, প্রতিশ্রুত আনন্দ লাভ করার বিষয়ে আমাদের কখনও নিরাশ হতে নেই। আরও, আমরা তখন বুঝব, ঈশ্বরদর্শনসূচিত আনন্দ থেকে কেউই বঞ্চিত হয়নি—যোহনও নন, পলও নন, মোশীও নন। তিনিও নন, যিনি বলেছেন, *এখন আমার জন্য কেবল সেই ধর্মময়তার মুকুটই বাকি রয়েছে, যা প্রভু, সেই ধর্মময় বিচারকর্তা, আমাকে দেবেন।* যীশুর বুকে যিনি মাথা রাখলেন, তিনিও নন; আর তিনিও নন, যিনি সেই দিব্য কণ্ঠ শুনলেন *আমি তোমাকে নাম দ্বারাই জানি।*

সুতরাং, যাঁরা বললেন ঈশ্বরদর্শন আমাদের শক্তির উর্ধ্বে, তাঁরাও যখন ঐশআনন্দের অধিকারী, আর যখন সেই ঐশআনন্দ ঈশ্বরদর্শন থেকেই উদ্গত, আর যখন শুদ্ধহৃদয় ঈশ্বরকে দেখতে পায়, তখন এর মানে হল যে, যে শুদ্ধতার মধ্য দিয়ে ঐশআনন্দ প্রাপ্য, সেই শুদ্ধতা অসম্ভব গুণ নয়।

শ্লোক সাম ৬৩:২; ১৭:১৫

প্র ওগো পরমেশ্বর, তোমার জন্য আমার প্রাণ তৃষিত,

উ তোমার জন্য আমার দেহ ব্যাকুল।

প্র আমি ধর্মময়তা গুণে পাব তোমার শ্রীমুখের দর্শন, জেগে উঠে তোমার রূপ দেখে তৃপ্ত হব:

উ তোমার জন্য আমার দেহ ব্যাকুল।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রবচন ১০:৬-৩২

নানা উক্তি

ধার্মিকের মাথায় আশিসধারা বিরাজিত;
দুর্জনদের মুখ অত্যাচার ঢেকে রাখে।
ধার্মিকের স্মৃতি আশিসমণ্ডিত,

দুর্জনদের নাম পচনশীল।
যার হৃদয় প্রজ্ঞাময়, সে আজ্ঞা মেনে নেয়,
মূর্খ বাচাল মানুষ বিনাশের দিকে ধাবিত।
যে সততায় চলে, সে নিরাপদে চলে,
নিজের পথ যে বাঁকা করে, সে শীঘ্রই ধরা পড়ে।
চোখের সঙ্কেত দুঃখ ঘটায়, স্পষ্ট ভর্ৎসনা শান্তি আনে।
ধার্মিকের মুখ জীবনের উৎস, দুর্জনদের মুখ হিংসা ঢেকে রাখে।
বিদ্বেষ ঝগড়া জাগায়, ভালবাসা সমস্ত অপরাধ আবৃত করে।
সদ্বিবেচক মানুষের ওষ্ঠে প্রজ্ঞা পাওয়া যায়,
বুদ্ধিহীনের পিঠে লাঠি দেখা দেয়।
যারা প্রজ্ঞাবান, তারা সদ্‌জ্ঞান সঞ্চয় করে,
মূর্খের মুখ হল আসন্ন সর্বনাশ।
ধনবানের ধনই তার আপন দৃঢ়দুর্গ,
দরিদ্রদের দরিদ্রতাই তাদের আপন সর্বনাশ।
ধার্মিকের মজুরি জীবনের উদ্দেশে, অপকর্মার লাভ পাপের উদ্দেশে।
যে শাসন মানে, সে জীবন-পথে চলে, যে ভর্ৎসনা অবহেলা করে, সে পথভ্রষ্ট হয়।
নিজের হিংসা যে ঢেকে রাখে, তার ওষ্ঠ মিথ্যাবাদী,
পরনিন্দা যে রটিয়ে বেড়ায়, সে নির্বোধ।
অধিক কথনে অধর্মের অভাব নেই,
যে কেউ ওষ্ঠ সংযত রাখে, সে সদ্বিবেচক।
উৎকৃষ্ট রুপোই ধার্মিকের জিহ্বা,
দুর্জনদের হৃদয়ের মূল্য বরং অসার।
ধার্মিকের ওষ্ঠ অনেকের পুষ্টি যোগায়,
বুদ্ধির অভাব মূর্খদের মৃত্যু ঘটায়।
প্রভুর আশীর্বাদ ধনবান করে, পরিশ্রম তাতে কিছুই যোগ দেয় না।
অপকর্ম সাধনে নির্বোধের আমোদ,
প্রজ্ঞা চাষ করাই সদ্বিবেচকের আমোদ।
দুর্জন যা ভয় করে, তা তার নাগাল পায়,
ধার্মিকদের বাসনা বরং পূরণ করা হয়।
ঘূর্ণিবায়ু বয়ে গেলে দুর্জন আর থাকে না,
কিন্তু ধার্মিক স্থিতমূল থাকে চিরকাল।
যেমন দাঁতের কাছে সির্কা ও চোখের কাছে ধূম,
তেমনি প্রেরণকর্তার কাছে অলস দূত।
প্রভুভয় আয়ু প্রসারিত করে,
কিন্তু দুর্জনদের বছর-সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হবে।
ধার্মিকদের আশা আনন্দেই সিদ্ধি পায়,
কিন্তু দুর্জনদের প্রত্যাশা বিলীন হবে।
প্রভুর পথ সৎমানুষের কাছে দৃঢ়দুর্গ,
কিন্তু অপকর্মাদের জন্য তা সর্বনাশ।
ধার্মিক মানুষ কখনও বিচলিত হবে না,
কিন্তু দুর্জনেরা পৃথিবীতে আশ্রয় পাবে না।

ধার্মিকের মুখ ব্যক্ত করে প্রজ্ঞার বাণী,
কিন্তু ছলনাপটু জিহ্বা ছিন্ন করা হবে।
ধার্মিকের ওষ্ঠ প্রসন্নতা-জ্ঞানে পূর্ণ,
দুর্জনদের মুখ ছলনামাত্র।

শ্লোক সাম ৩৭:৩০-৩১; ১১২:৬-৭

প্র ধার্মিকের মুখ জপ করে প্রজ্ঞার বাণী, তার জিহ্বা বলে ন্যায়ের কথা;
উ তার পরমেশ্বরের বিধান তার অন্তরে বিরাজিত।
প্র ধার্মিকজন স্মরণীয় থাকবে চিরকাল; সে ভয় করবে না কোন অশুভ সংবাদ;
উ তার পরমেশ্বরের বিধান তার অন্তরে বিরাজিত।

দ্বিতীয় পাঠ - সামসঙ্গীত-মালায় সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **সাম ৩৬:৬৫-৬৬**

ঐশবাণীর প্রতি মুখ খুলে রাখ

তোমার হৃদয় ও তোমার ওষ্ঠ অনুক্ষণ জপ করুক প্রজ্ঞার বাণী, তোমার জিহ্বা বলুক ন্যায়ের কথা, তোমার ঈশ্বরের বিধান তোমার অন্তরে বিরাজ করুক। এজন্যই তো শাস্ত্র তোমাকে বলে, *ঘরে বসে থাকার সময়ে, পথে চলার সময়ে, শোয়ার সময়ে ও ওঠার সময়ে এ সম্বন্ধে কথা বলবে।* সুতরাং এসো, আমরা প্রভু যীশুর কথা বলি, কারণ তিনিই প্রজ্ঞা, তিনিই বাণী, তিনিই ঈশ্বরের বাণী। তাছাড়া এ কথাও লেখা আছে, *ঈশ্বরের বাণীর প্রতি মুখ খুলে রাখ।* তাঁর বচন যে ধ্বনিত করে ও তাঁর বাণী যে জপ করে, সে সেই বাণী প্রচার করে। এসো, আমরা সবসময় তাঁর কথা বলি। আমরা প্রজ্ঞার কথা বললে তিনিই সেই প্রজ্ঞা; পরাক্রমের কথা বললে তিনিই সেই পরাক্রম; ন্যায়ের কথা বললে তিনিই সেই ন্যায়; শান্তির কথা বললে তিনিই সেই শান্তি; সত্যের কথা বললে তিনিই সেই সত্য, আর জীবন ও পুনরুত্থানের কথা বললে তিনিই সেই জীবন ও পুনরুত্থান।

ঈশ্বরের বাণীর প্রতি মুখ খুলে রাখ। তুমি মুখ খোল, তিনি কথা বলবেন। এজন্য দাউদ বললেন, *আমি শুনব আমার অন্তরে ঈশ্বর কী কথা বলেন;* এবং ঈশ্বরের স্বয়ং পুত্র বলেন, *মুখ খুলে রাখ, আমি তা পরিপূর্ণ করব।* যদিও সকলে সলোমনের মত প্রজ্ঞার সিদ্ধি উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়, ও যদিও সকলে দানিয়েলের মত নয়, তবু যারা বিশ্বস্ত, নিজ নিজ ধারণ-ক্ষমতা অনুসারে তাদের সকলের অন্তরেও প্রজ্ঞার আত্মা সঞ্চারিত হয়। তোমার বিশ্বাস থাকলে, তোমার প্রজ্ঞার আত্মাও থাকবে।

ফলে তুমি *ঘরে বসে থাকার সময়ে* ঈশ্বর সংক্রান্ত কথা অনুক্ষণ জপ কর, অনুক্ষণ সেই বিষয়ে কথা বল। ঘর বলতে আমরা মণ্ডলী বুঝতে পারি, আবার ঘর বলতে আমাদের নিজেদের অন্তরও বুঝতে পারি যেখানে মনে মনে কথা বলি। সুবুদ্ধির সঙ্গেই কথা বল, যাতে পাপ এড়াতে পার ও বেশি কথার ফলে যেন তোমার পতন না হয়। বসে থাকার সময়ে তুমি মনে মনে ঐশবাণী জপ কর, তুমি ঠিক নিজেরই যেন বিচার কর। পথে চলার সময়ে কথা বল, তুমি যেন নিষ্কর্মা না হও। তুমি তো তখনই পথে চলার সময়ে কথা বল যখন খ্রীষ্ট অনুসারে কথা বল, কারণ খ্রীষ্টই পথ: পথে নিজের কাছে কথা বল, তাঁর কাছেই কথা বল। শোন কীভাবে তুমি তাঁর কাছে কথা বলবে, কারণ তিনি নিজে একথা বললেন, *আমার ইচ্ছা, সব জায়গায় পুরুষমানুষেরা ক্রোধ ও বিবাদের চিন্তা বর্জন ক'রে শুচি হাত তুলে প্রার্থনা করুক।* হে মানুষ, শয়ন করার সময়ে ঐশবাণী জপ কর, পাছে মৃত্যুনিদ্রা তোমাকে ধরে ফেলে। শোন কীভাবে শোয়ার সময়ে তুমি কথা বলবে, *ঘুম নামতে দেব না আমার চোখে, তন্দ্রাচ্ছন্ন হতে দেব না আমার চোখের পাতা, যতক্ষণ না খুঁজে পাই প্রভুর জন্য একটি স্থান, যাকোবের শক্তিমানের জন্য একটি আবাস।*

ওঠার সময়ে তাঁর কাছে কথা বল, তিনি যা আদেশ দেবেন তুমি যেন তা পালন করতে পার। শোন কীভাবে খ্রীষ্ট তোমাকে জাগিয়ে তোলেন: তোমার আত্মা বলে, *একটা শব্দ! আমার প্রেমিক দরজায় ঘা দিচ্ছে,* তখন খ্রীষ্ট বলেন, *দরজা খুলে দাও, বোন আমার, সখী আমার।* এখন শোন কীভাবে তুমি খ্রীষ্টকে জাগিয়ে তুলবে: তোমার আত্মা বলে, *হে যেরুসালেমের কন্যারা, আমি তোমাদের দিব্যি দিয়ে বলছি: ভালবাসাকে জাগিয়ে তোল,*

ভালবাসাকে নিদ্রাভঙ্গ কর। খ্রীষ্টই সেই ভালবাসা!

শ্লোক   ১ করি ১:৩০-৩১; যোহন ১:১৬ দ্রঃ

℟ খ্রীষ্ট যীশু আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ ধর্মময়তা, পবিত্রতা ও মুক্তি।

℣ তাই যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক।

℟ আমরা সকলে তাঁর ঐশ্বর্য থেকে লাভবান হয়েছি: লাভ করেছি অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ।

℣ তাই যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ সামু ২৬:৫-২৫

দাউদ সৌলকে রেহাই দেন

সেসময়, দাউদ উঠে, সৌল যেখানে শিবির বসিয়েছিলেন, সেখানকার কাছাকাছি এক জায়গায় গেলেন; সেখানে দাউদ সৌলের ও তাঁর সেনাপতি নেরের সন্তান আব্নেরের শোয়ার জায়গা দেখতে পেলেন: সৌল শিবিরের ঘেরা জায়গাটার ভিতরে শুয়ে রয়েছেন, এবং লোকেরা তাঁর চারপাশে ছাউনি করে আছে।

দাউদ হিত্তীয় আহিমেলেককে ও সেরুইয়ার সন্তান যোয়াবের ভাই আবিশাইকে উদ্দেশ করে বললেন, 'সেই শিবিরে সৌলের কাছে আমার সঙ্গে কে নেমে আসতে রাজি?' আবিশাই বললেন, 'আমিই আপনার সঙ্গে যাব।' দাউদ ও আবিশাই রাত্রিবেলায় লোকদের মধ্যে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, সৌল ঘেরা জায়গাটার ভিতরে ঘুমিয়ে আছেন; তাঁর মাথার পাশে তাঁর বর্শা মাটিতে পোঁতা, এবং চারপাশে আব্নের ও তাঁর সৈন্যদল শুয়ে আছে।

আবিশাই দাউদকে বললেন, 'আজ পরমেশ্বর আপনার শত্রুকে আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন। আমাকে অনুমতি দিন, আমি বর্শা দিয়ে তাঁকে এক আঘাতে মাটিতে গেঁথে ফেলি;

তাঁকে আমার দু'বার আঘাত করারও দরকার হবে না!' কিন্তু দাউদ আবিশাইকে বললেন, 'না, তাঁকে মেরে ফেলো না! কেননা প্রভুর অভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে হাত বাড়িয়ে কে শাস্তি এড়াল?' দাউদ বলে চললেন, 'জীবনময় পরমেশ্বরের দিব্যি! প্রভুই তাঁকে আঘাত করবেন: হয় তাঁর দিন এলে উনি এমনি মরবেন, না হয় সংগ্রামে গিয়ে নিহত হবেন। প্রভু এমনটি হতে না দিন যে, আমি প্রভুর অভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে হাত বাড়াই। কিন্তু তাঁর মাথার পাশে যে বর্শা ও জলের কুঁজো রয়েছে, তা তুলে নিয়ে এসো; পরে আমরা চলে যাই।' দাউদ সৌলের মাথার পাশ থেকে তাঁর বর্শা ও জলের কুঁজোটি তুলে নিলেন, তারপর তাঁরা দু'জনে চলে গেলেন; কেউই কিছু দেখতে পেল না, কেউই কিছু জানতে পারল না, কেউ জেগেও উঠল না; সকলে ঘুমিয়ে ছিল, কারণ প্রভু তাদের উপরে গভীর ঘুমের ঘোর নামিয়ে এনেছিলেন।

দাউদ উপত্যকার ওপারে পার হয়ে, বেশ কিছু দূরে, পাহাড়ের চূড়ায় এসে দাঁড়ালেন; তাঁদের মধ্যে অনেকটা পথের ব্যবধান। তখন দাউদ লোকদের ও নেরের সন্তান আব্নেরকে ডাকলেন; বললেন, 'আব্নের, উত্তর দিচ্ছ না কেন?' আব্নের উত্তরে বললেন, 'তুমি কে যে রাজার দিকে চেঁচাচ্ছ?' দাউদ আব্নেরকে বললেন, 'তুমি কি পুরুষ নও? ইস্রায়েলের মধ্যে তোমার মত কে? তাহলে তুমি কেন তোমার আপন প্রভু রাজাকে রক্ষা করনি? দেখ, তোমার প্রভু রাজাকে মেরে ফেলতে লোকদের মধ্য থেকে একজন এসেছিল। তোমার এই কাজটা তুমি ভাল করনি। জীবনময় প্রভুর দিব্যি, তোমরা মৃত্যুর সন্তান, কারণ প্রভুর অভিষিক্তজন তোমাদের প্রভুকে রক্ষা করনি। নিজেই একবার দেখ, রাজার মাথার পাশে সেই বর্শা ও জলের কুঁজোটি কোথায়!' দাউদের গলা চিনতে পেরে সৌল বললেন, 'হে আমার সন্তান দাউদ, এ কি তোমার গলা?' দাউদ উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, প্রভু মহারাজ, এ আমার গলা।' তিনি বলে চললেন, 'আমার প্রভু কেন তাঁর আপন দাসের পিছনে ধাওয়া করছেন? আমি কী করেছি? আমার কী অন্যায়? এখন আমার অনুরোধ: আমার প্রভু মহারাজ তাঁর আপন দাসের কথা শুনুন; যদি প্রভুই

আমার বিরুদ্ধে আপনাকে উত্তেজিত করেন, তবে তিনি একটি নৈবেদ্যের সৌরভ গ্রহণ করুন; কিন্তু যদি মানবসন্তানেরাই আপনাকে উত্তেজিত করে, তবে তারা প্রভুর সামনে অভিশপ্ত হোক; কেননা আজ তারা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, যেন আমি প্রভুর উত্তরাধিকারের অংশী না হই। তারা যেনই বলছে: তুমি গিয়ে অন্য দেবতাদের সেবা কর। তাই এখন ইস্রায়েলের রাজা যে এই ছারপোকার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন,—হ্যাঁ, যেমন কেউ পর্বতে পর্বতে তিমির পাখির পিছনে দৌড়ে যায়—কমপক্ষে যেন আমার রক্ত প্রভুর উপস্থিতি থেকে দূরের মাটিতে পতিত না হয়।'

সৌল বললেন, 'আমি পাপ করেছি! সন্তান দাউদ, ফিরে এসো; আমি তোমার অনিষ্ট কিছুই আর করব না, কারণ আজ আমার প্রাণ তোমার দৃষ্টিতে মহামূল্যবান হল। দেখ, আমি নির্বোধের মত কাজ করেছি, আমার বড়ই ভুল হয়েছে।' দাউদ উত্তরে বললেন, 'এই যে রাজার বর্শা; একটি লোক পার হয়ে এসে এ নিয়ে যাক! প্রভু প্রত্যেককে যে যার ধর্মময়তা ও বিশ্বস্ততা অনুযায়ী প্রতিফল দিন। আজ প্রভু আপনাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি প্রভুর অভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে হাত বাড়াতে রাজি হলাম না। সুতরাং দেখুন, আজ যেমন আমার সামনে আপনার প্রাণ মহামূল্যবান হল, তেমনি প্রভুর সামনে আমার প্রাণ মহামূল্যবান হোক, আর তিনি সমস্ত সঙ্কট থেকে আমাকে উদ্ধার করুন।' তখন সৌল দাউদকে বললেন, 'সন্তান দাউদ, তুমি যেন [প্রভুর] আশীর্বাদের পাত্র হতে পার! তুমি যা করবে, সেসব কিছুতে নিশ্চয়ই সফল হবে।' দাউদ তাঁর নিজের পথে চলে গেলেন, ও সৌল বাড়ি ফিরে গেলেন।

শ্লোক সাম ৫৪:৫,৩,৮,৪

℣ উদ্ধত লোক আমার বিরুদ্ধে উঠছে, হিংসাপন্থী লোক আমার প্রাণনাশের চেষ্টায় আছে; পরমেশ্বর, তোমার নামের দোহাই সাধন কর আমার পরিত্রাণ,
℟ তোমার পরাক্রমের দোহাই সম্পন্ন কর আমার সুবিচার।
℣ আমি স্বেচ্ছাপূর্বক তোমার কাছে বলি উৎসর্গ করব; পরমেশ্বর, আমার প্রার্থনা শোন,
℟ তোমার পরাক্রমের দোহাই সম্পন্ন কর আমার সুবিচার।

দ্বিতীয় পাঠ - নিস্যার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি **উপদেশ ৬**

ঈশ্বরকে কেবল মানুষের হৃদয়ে পাওয়া যায়

মানুষের জীবনে সুস্বাস্থ্য একটা মঙ্গল বটে, কিন্তু তার আনন্দ এই নয় যে, সে স্বাস্থ্যের কারণ জানে, বরং সে যে স্বাস্থ্যবান। সুস্বাস্থ্যের গুণকীর্তন করে একটি মানুষ যদি এমন খাদ্য খায় যা তাকে রোগপীড়িত করে, সুস্বাস্থ্যের সেই সমস্ত গুণকীর্তনে তার কী লাভ? এ অর্থ অনুসারেই আমাদের প্রভুর সেই উপদেশ বুঝতে হয়, তিনি যখন বলেন যে, আনন্দ ঈশ্বর সংক্রান্ত তত্ত্ব জানায় নিহিত নয়, বরং নিজেদের অন্তরে ঈশ্বর বাস করায়ই আনন্দ; কেননা, *শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।* আমি মনে করি, ঈশ্বর তাদেরই কাছে প্রকাশ্যে দর্শন দিতে চান, যাদের মনশ্চক্ষু শুচিশুভ্র; তবু খ্রীষ্টের বাণী অনুসারে, *ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের অন্তরেই রয়েছে।* নিজের হৃদয় যে পরিশুদ্ধ করে থাকে, সে-ই নিজের আত্মার সৌন্দর্যে ঐশস্বরূপের প্রতিমূর্তি দর্শন করতে পারে।

তাই তুমি যদি যত্নবান হয়ে পুণ্যজীবন যাপনে তোমার হৃদয়ের সমস্ত মলিনতা ও অশুচিতা বারবার ধৌত কর, তাহলেই তোমার অন্তরে ঐশসৌন্দর্য উদ্ভাসিত হবে। লোহা যেমন কালো হয়েও কিন্তু মরচে থেকে মুক্ত হয়েই সূর্যের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তেমনি যাকে প্রভু 'হৃদয়' বলে অভিহিত করেন, সেই আন্তর মানুষও নিজে থেকে অমঙ্গলের যত কালিমা মুছিয়ে দিলেই আবার তার আদি ও প্রকৃত রূপের সঙ্গে সাদৃশ্য অর্জন করবে, আর তখন ভাল হয়ে উঠবে।

সুতরাং নিজেকে যে দেখে, যা বাসনা করে সে নিজের মধ্যেই তা দেখতে পায়। এভাবেই তো সুখী হয় সেই মানুষ যার হৃদয় শুদ্ধ, কারণ নিজের শুদ্ধতা দেখতে দেখতে সেই শুদ্ধতার দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে তার নিজের আদি ও প্রকৃত রূপ দেখতে পায়। কেননা যারা আয়নার মধ্য দিয়ে সূর্যকে দেখে, তারা যেমন আকাশের দিকে না

তাকালেও তবু সেই আয়নায় সূর্যের উজ্জ্বলতা সেইভাবে দেখে যেভাবে তারাই তা দেখে যারা সরাসরি সূর্যের দিকে তাকায়, তেমনি তোমরাও, অগম্য আলো দেখা ও উপলব্ধি করার মত তোমাদের সামর্থ্য না থাকলেও তবু তোমাদের অন্তরে যিনি আদিরূপের উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁরই দিকে যদি ফিরে তাকাও, তাহলে তোমরা যা অন্বেষণ কর তা তোমাদের নিজেদের অন্তরেই খুঁজে পাবে। কেননা ঈশ্বরত্ব হল শুদ্ধতা, সমস্ত রিপু ও কুচিন্তা থেকে মুক্তি, ও সমস্ত অমঙ্গল থেকে দূরত্ব। এ সমস্ত কিছু তোমার অন্তরে থাকলে তবে নিঃসন্দেহেই ঈশ্বর তোমার অন্তরে রয়েছেন।

অতএব, তোমার আত্মা যখন সমস্ত মলিনতা থেকে বিশুদ্ধ, সমস্ত রিপু ও কুচিন্তা থেকে মুক্ত, ও সমস্ত কলুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, তখনই তুমি তোমার তীক্ষ্ণ ও বিশুদ্ধ দৃষ্টিশক্তির জন্য সুখী হবে, কারণ যারা নিজেদের পরিশুদ্ধ করেনি তাদের দৃষ্টি থেকে যা কিছু অদৃশ্য, পরিশুদ্ধ হয়ে তুমিই তা উপলব্ধি করবে; এবং মনশ্চক্ষু থেকে যত সাংসারিক কালিমা মুছিয়ে দিয়ে তুমি হৃদয়ের শুদ্ধ আনন্দে পরম দর্শন সুস্পষ্ট ভাবেই পেতে পারবে। আর তেমন পরম দর্শন কী? পরম দর্শন হল সেই পবিত্রতা, শুদ্ধতা ও উজ্জ্বল ঐশস্বরূপের সেই সমস্ত জ্যোতি যার মধ্য দিয়ে স্বয়ং ঈশ্বর দর্শনীয়।

শ্লোক যোহন ১৪:৬,৯; ৬:৪৭

℟ প্রভুর উক্তি: আমিই সেই পথ, সেই সত্য, সেই জীবন।
℣ যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে।
℟ যে কেউ বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে।
℣ যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রবচন ১৫:৮-৯,১৬-১৭,২৫-২৬,২৯,৩৩; ১৬:১-৯; ১৭:৫

ঈশ্বরের সামনে মানুষ

দুর্জনদের যজ্ঞ প্রভুর চোখে জঘন্য,
ন্যায়বানদের প্রার্থনা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য।
দুর্জনদের পথ প্রভুর চোখে জঘন্য,
ধর্মময়তা যার লক্ষ্য, তাকেই তিনি ভালবাসেন।
উদ্বেগের মধ্যে প্রচুর সম্পদের চেয়ে
প্রভুভয়ের আশ্রয়ে সামান্য সম্পদই শ্রেয়।
ঘৃণার পরিবেশে মোটা-সোটা বলদের মাংসের চেয়ে
ভালবাসার পরিবেশে শাকের রান্নাই শ্রেয়।
প্রভু দর্পীদের ঘর নামিয়ে দেন,
বিধবার জমির সীমানা স্থির রাখেন।
দুরভিসন্ধি প্রভুর চোখে জঘন্য,
প্রীতিপূর্ণ কথা তাঁর চোখে বিশুদ্ধ।
প্রভু দুর্জনদের কাছ থেকে দূরে থাকেন,
কিন্তু তিনি ধার্মিকদের প্রার্থনা শোনেন।
ঈশ্বরভীতি মানুষকে প্রজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে;
গৌরবের আগে বিনম্রতাই চাই।
মানুষের হৃদয় বহু পরিকল্পনা সাজাতে পারে,
কিন্তু কেবল প্রভুই সাড়া দেন।
মানুষ নিজের আচরণ শুদ্ধ মনে করে,

কিন্তু প্রভুই আত্মাকে তলিয়ে দেখেন।
যা কিছু কর, সবই প্রভুর হাতে সঁপে দাও,
তবে তোমার যত সঙ্কল্প সফল হবে।
প্রভু বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই সবকিছু নির্মাণ করেছেন,
দুর্জনকেও তিনি গড়েছেন দুর্দশার দিনের উদ্দেশ্যে।
গর্বোদ্ধত হৃদয় প্রভুর দৃষ্টিতে জঘন্য,
তেমন হৃদয় নিশ্চয় অদণ্ডিত থাকবে না।
সহৃদয়তা ও বিশ্বস্ততায় অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়,
প্রভুভয়ের আশ্রয়ে অনিষ্ট এড়ানো হয়।
মানুষের পথ যখন প্রভুর দৃষ্টিতে গ্রহণীয়,
তখন তিনি তার সঙ্গে শত্রুদেরও পুনর্মিলিত করেন।
অন্যায়ভাবে অর্জিত প্রচুর সম্পদের চেয়ে
ন্যায্যতায় অর্জিত সামান্য সম্পদই শ্রেয়।
মানুষ নিজের আচরণে অনেক চিন্তা দেয়,
কিন্তু প্রভুই তার পদক্ষেপ সুস্থির করেন।
দীনহীনকে যে পরিহাস করে, সে তার নির্মাতাকে অপমান করে;
পরের বিপদে যে আনন্দ পায়, সে অদণ্ডিত থাকবে না।

শ্লোক দ্বিঃবিঃ ৬:১২,১৩; প্রবচন ১৫:৩৩

℣ যিনি তোমাকে মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছেন, সেই প্রভুকে ভুলে যেয়ো না:
℟ তোমার পরমেশ্বর প্রভুকেই তুমি ভয় করবে, তাঁরই সেবা করবে।
℣ ঈশ্বরভীতি মানুষকে প্রজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে; গৌরবের আগে বিনম্রতাই চাই।
℟ তোমার পরমেশ্বর প্রভুকেই তুমি ভয় করবে, তাঁরই সেবা করবে।

দ্বিতীয় পাঠ - সন্ন্যাসী যোহন মস্থ লিখিত 'পিতৃগণের বচনমালা' পাতেরিকন ১৪২ খ

ধার্মিক হতে চাইলে
নিজেকে পাপী মনে কর

প্রজ্ঞা একথা বলেছেন, *নিজের অপরাধ যে গোপন করে, সে পরিত্রাণ পাবে না;* প্রভু কিন্তু তাদেরই দয়া করবেন যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করে প্রায়শ্চিত্ত করে। অনিষ্টের প্রশ্রয় দাও, তবে জগতের সামনে তোমার দুর্নাম হবে। প্রভুর হৃদয় কিন্তু গর্বোদ্ধতদের বিরুদ্ধে, তিনি যেন তাদের নমিত করেন। বিনম্রতা কিন্তু এমন দয়া লাভ করবে যা চিরস্থায়ী। সুতরাং তুমি জাগতিক যত কর্মকাণ্ডে নিজেকে নমিত কর, তবে বিনম্রতা জগতের মহাব্যক্তিদের উপরেই তোমাকে উন্নীত করবে; তোমার আচরণ সকলের সামনে নম্র হোক, তুমিই প্রথম সকলকে নমস্কার জানাও—তারা যেন মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তি। নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে যে নিজেকে উচ্চ মনে করে, দক্ষ ও জ্ঞানবান হয়েও সে কিন্তু মানুষের চোখে নিচু; নিজে যা আবিষ্কার করে, তার জন্য সে নিজের কাছেই মাত্র জ্ঞানী। সুখী সেই মানুষ, যে সমস্ত কাজে সহযোগিতা দান করে, কারণ সে সকলের ঊর্ধ্বে উন্নীত হবে। প্রভুর জন্য যে নিজেকে নম্র করে ও তাঁর সামনে নিজেকে নমিত করে, সে প্রভু দ্বারা প্রশংসিত হবে; আর প্রভুর জন্য যে ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত, প্রভু তাকে মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ করবেন; তাঁর জন্য যে পরকে সান্ত্বনা দেয়, তিনি তাকে গৌরবে পরিবৃত করবেন; তাঁর জন্য যে দীনহীন ও তাঁর জন্য যে কষ্টভোগ করে, সে প্রকৃত ঐশ্বর্যলাভেই তাঁর সান্ত্বনা পাবে।

প্রভুর জন্য নিজের প্রাণ তুচ্ছ কর, তবে তোমার বিশ্বাস তোমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে তোমার অজান্তেও বিস্তার লাভ করবে। ধার্মিক হতে হলে নিজেকে পাপী মনে কর। তোমার জ্ঞানে বিনম্র হও, যাতে তা স্ফীত না হয়। সৎমানুষের সাহচর্যে থাক, যাতে তাদের মধ্য দিয়ে প্রভুর কাছে যেতে পার। বিনম্রদের সঙ্গে থাক, যাতে

তাদের জীবনধারা শিখতে পার।

সন্ন্যাসীর হৃদয় স্বর্গীয় বাস্তবতার জন্যই তৈরী হওয়ার কথা, নিজ চিন্তাধারায় যেন কখনও দুঃখের লেশমাত্র না থাকে। কাঁটার মধ্যে যে বীজ বোনে, সে ফসল সংগ্রহ করতে পারে না: এভাবে যে সকলের উর্ধ্বে থাকতে চায়, সম্পদ সঞ্চয় করতে ও অনিষ্ট যত কিছু জড় করতে ইচ্ছা করে, তার এই বাসনার ফলে সে নিজের প্রাণ হারাবে। প্রভুর দৃষ্টি বিনম্রদের উপর। বিনম্রদের প্রার্থনা ওষ্ঠ থেকে সরাসরি ঈশ্বরের কানে পৌঁছে। সেবার মনোভাব ও বিনম্রতা মানুষকে পৃথিবীতে ঈশ্বর করে। বিশ্বাস ও করুণা অবিলম্বে প্রজ্ঞাও প্রদান করে।

সুখী তারা, প্রভুভক্তির খাতিরে যারা বিনা ক্রোধে ও বিনা অসন্তোষে নিপীড়নের মধ্যে ডুব দেয়; নিপীড়ন চলে যাওয়া মাত্র তারা ঈশ্বরের বন্দরে ত্রাণ পায় ও মঙ্গল সাধন করতে করতে ঈশ্বরের গৃহে পৌঁছে। এইখানে তারা অতীতের দুঃখের যোগ্য আরাম পাবে ও প্রত্যাশার ফল ভোগ করবে। যারা প্রত্যাশা নিয়ে ধাবিত হয়, পথে যত বাধা-বিঘ্ন থাকুক না কেন তারা ভয় করে না, এমনকি তারা সৎপথের নিত্য সন্ধানে রত থাকে; আর যখন তারা সমুদ্র থেকে ফিরে আসে, তখন সেই প্রভুর দর্শন পেয়ে তাঁর প্রশংসা করে থাকে, যিনি সর্বনাশ থেকে ও অজানা শত অনুকূলতা থেকে তাদের মুক্ত করলেন কারণ তারা আত্মপ্রশংসার বশে পড়েনি।

অধর্মে ও দুর্বলতায় জীবনযাপন করার চেয়ে প্রভুর জন্য মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়। মৃত্যুর পরে যা হবে, সে কথা নিত্য স্মরণে রেখ, তবে তোমার আত্মায় কোন দুর্বলতা কখনও প্রবেশ করবে না। প্রভুর জন্য মঙ্গল সাধন করতে সঙ্কল্প নাও, তবে তাঁর সম্মুখীন হবে। দুমনা মানুষের সঙ্গে যেয়ো না, বরং প্রভুর অনুগ্রহের উপর ভরসা রেখেই পথ চল, যেন তোমার পরিশ্রম নিষ্ফল না হয়।

সর্বদা এবিষয়ে নিত্যই নিশ্চিত হও যে, প্রভু দয়াবান, আর যারা তাঁর অন্বেষণ করে, তিনি আমাদের কাজকর্ম অনুসারে নয়, আমাদের হৃদয়ের ভক্তি ও আমাদের বিশ্বাস অনুসারেই অনুগ্রহ দান করবেন—যেমনটি লেখা আছে, *তুমি যেমন বিশ্বাস করলে, তোমার প্রতি সেইমত হোক।*

শ্লোক রো ১১:২০,২১; ১ করি ৪:৭

℟ বিশ্বাসের জন্যই তুমি দাঁড়াতে পারছ:
℣ এই ব্যাপারে অহঙ্কারের ভাব এনো না, বরং ভয় কর, কেননা ঈশ্বর যখন সেই প্রকৃত শাখাগুলোকে রেহাই দেননি, তখন তোমাকেও রেহাই দেবেন না।
℟ কে তোমাকে এত অসাধারণ মানুষ করেছে? আর তোমার এমন কীবা আছে, যা পাওনি?
℣ এই ব্যাপারে অহঙ্কারের ভাব এনো না, বরং ভয় কর, কেননা ঈশ্বর যখন সেই প্রকৃত শাখাগুলোকে রেহাই দেননি, তখন তোমাকেও রেহাই দেবেন না।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ সামু ২৮:৩-২৫

সৌল ও ভূতের ওঝা স্ত্রীলোক

সেসময় সামুয়েল মারা গেছিলেন, এবং গোটা ইস্রায়েল তাঁর জন্য শোকপালন করেছিল; তারপর তারা তাঁর নিজের শহর রামায় তাঁকে সমাধি দিয়েছিল। সৌল দেশ থেকে যত ভূতের ওঝা ও গণককে দূর করে দিয়েছিলেন।

এর মধ্যে ফিলিস্তিনিরা সমবেত হয়েছিল, এবং এগিয়ে এসে শুনেমে শিবির বসিয়েছিল। সৌল গোটা ইস্রায়েলকে জড় করে গিলবোয়া পর্বতে শিবির বসালেন। যখন সৌল ফিলিস্তিনিদের সেনানিবাস দেখলেন, তখন সন্ত্রাসিত হলেন, তাঁর হৃদয় নিদারুণ ভয়ে কাঁপতে লাগল। সৌল প্রভুর অভিমত যাচনা করলেন, কিন্তু প্রভু তাঁকে কোন উত্তর দিলেন না: স্বপ্ন দ্বারাও নয়, উরিম দ্বারাও নয়, নবীদের দ্বারাও নয়। তখন সৌল তাঁর অনুচারীদের

বললেন, 'আমার জন্য একটা ভূতের ওঝা স্ত্রীলোক খোঁজ কর; আমি তার অভিমত যাচনা করব।' তাঁর অনুচারীরা বলল, 'দেখুন, এন্-দোরে একটা ভূতের ওঝা স্ত্রীলোক আছে।' সৌল ছদ্মবেশ ধরলেন, অন্য পোশাক পরলেন, ও দু'জন লোককে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন, এবং রাতে সেই স্ত্রীলোকের কাছে এসে বললেন, 'আমার অনুরোধ, তুমি আমার জন্য ভূত দ্বারা মন্ত্র পড়ে, যাঁর নাম আমি তোমাকে বলব, তাঁকে উঠিয়ে আন।' স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, 'দেখ, সৌল যা করেছেন, তুমি তা ভালই জান: তিনি যত ভূতের ওঝা ও গণককে দেশের মধ্য থেকে উচ্ছিন্নই করেছেন; তাই আমাকে হত্যা করার জন্য কেন আমার প্রাণের বিরুদ্ধে ফাঁদ পাতছ?' সৌল তার কাছে প্রভুর দিব্যি দিয়ে বললেন, 'জীবনময় প্রভুর দিব্যি! এই ব্যাপারে তুমি দায়ী হবে না।' স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার জন্য আমি কাকে উঠিয়ে আনব?' তিনি উত্তর দিলেন, 'সামুয়েলকে উঠিয়ে আন।' স্ত্রীলোকটি সামুয়েলকে দেখতে পেল, এবং জোর গলায় চিৎকার করে সৌলকে বলল, 'আপনি কেন আমাকে প্রতারণা করেছেন? আপনি তো সৌল!' রাজা তাকে বললেন, 'ভয় নেই; তুমি কী দেখতে পাচ্ছ?' স্ত্রীলোকটি সৌলকে উত্তরে বলল, 'আমি দেখতে পাচ্ছি, কে যেন দিব্য প্রাণী মাটি থেকে উঠে আসছে।' সৌল জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার চেহারা দেখতে কেমন?' সে বলল, 'একজন বৃদ্ধ উঠছে, তার গায়ে আলোয়ান জড়ানো।' এতে সৌল বুঝতে পারলেন, তিনি সামুয়েল; তখন মাথা নত করে মাটিতে অধোমুখ হয়ে প্রণিপাত করলেন।

সামুয়েল সৌলকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী জন্য বিরক্ত করে আমাকে উঠতে বাধ্য করেছ?' সৌল বললেন, 'আমি বড় সঙ্কটে পড়েছি: ফিলিস্তিনিরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, পরমেশ্বরও আমাকে ত্যাগ করেছেন; তিনি আমাকে আর কোন উত্তর দেন না, নবীদের দ্বারাও নয়, স্বপ্ন দ্বারাও নয়। তাই আপনাকে ডাকালাম, যেন জানতে পারি আমার কী করা উচিত।' সামুয়েল বললেন, 'যখন প্রভু তোমাকে ত্যাগ করে তোমার বিপক্ষ হয়েছেন, তখন আমাকে কেন জিজ্ঞাসা কর? প্রভু আমার মধ্য দিয়ে যেমন বলেছিলেন, তোমার বেলায় তেমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন: প্রভু তোমার হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়েছেন ও তোমার প্রতিবেশী সেই দাউদকেই দিয়েছেন, কারণ তুমি প্রভুর প্রতি বাধ্য হওনি এবং আমালেকের উপর তাঁর প্রচণ্ড আক্রোশ সফল করনি। এজন্যই প্রভু আজ তোমার বেলায় তেমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন। আর শুধু তা নয়, প্রভু তোমার সঙ্গে ইস্রায়েলকেও ফিলিস্তিনিদের হাতে ছেড়ে দেবেন। আগামীকাল তুমি ও তোমার ছেলেরা আমার সঙ্গী হবে; এবং প্রভু ইস্রায়েলের সৈন্যদলকে ফিলিস্তিনিদের হাতে তুলে দেবেন।'

সৌল তখনই মাটিতে লম্বালম্বি হয়ে পড়লেন; সামুয়েলের বাণীতে তিনি একেবারে সন্ত্রাসিত হলেন, এবং সারাদিন ও সারারাত না খেয়ে থাকায় শক্তিহীন হয়ে পড়লেন। সেই স্ত্রীলোক সৌলের কাছে এগিয়ে এসে তাঁকে একেবারে বিহ্বল দেখে বলল, 'দেখুন, আপনার দাসী এই আমি আপনার কথা রেখেছি; আপনি আমাকে যা বলেছিলেন, প্রাণ হাতের মুঠোয় করেই আমি আপনার সেই কথা রেখেছি। তাই অনুরোধ করছি, এখন আপনিও এই দাসীর কথা রাখুন; আমি আপনার সামনে খানিকটা রুটি রাখি, আপনি কিছুটা খান, পথের জন্য একটু শক্তি যোগান।' তিনি রাজি ছিলেন না, বলছিলেন, 'আমি খাব না!' কিন্তু তাঁর অনুচারীরা ও সেই স্ত্রীলোক সবাই মিলে সাধাসাধি করলে তিনি কিছুটা খেতে রাজি হয়ে মাটি থেকে উঠে খাটের উপরে বসলেন। সেই স্ত্রীলোকের ঘরে একটা নধর বাছুর ছিল; সে শীঘ্রই সেটাকে মারল এবং ময়দা নিয়ে ঠেসে খামিরবিহীন পিঠা বানাল। সে এই সবকিছু সৌলের ও তাঁর অনুচারীদের সামনে রাখল; তাঁরা খাওয়া-দাওয়া করলেন, পরে সেই রাতে উঠে চলে গেলেন।

শ্লোক ১ বংশ ১০:১৩,১৪ দ্রঃ

৶ প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছিলেন বিধায় সৌল মরলেন; কেননা তিনি প্রভুর বাণী মেনে নেননি,

৺ এজন্য ঈশ্বর রাজ-অধিকার হস্তান্তর করে দাউদকে দিলেন।

৶ সৌল একটা ভূতের ওঝার অভিমত যাচনা করেছিলেন; হ্যাঁ, প্রভুর অভিমত তিনি অনুসন্ধান করেননি,

৺ এজন্য ঈশ্বর রাজ-অধিকার হস্তান্তর করে দাউদকে দিলেন।

ভাইবোনেরা, ঈশ্বরের বাণী ধ্যান করতে সচেষ্ট থাক

প্রিয়তম ভাইবোনেরা, ঈশ্বরের বাণী ধ্যান করতে সচেষ্ট থাক, আমাদের স্রষ্টার সেই হস্তান্তরিত লেখা অবজ্ঞা করো না। আহা, কী মহাকাজ যে, সেগুলির উত্তাপে আত্মা নিজের শঠতার শীতে শিথিল হয়ে পড়ে না!

আমরা যখন জানি, অতীতকালের পুণ্যজনেরা কতই না দৃঢ়তার সঙ্গে জীবনাচরণ করলেন, তখন আমরাও উদারতার সঙ্গে মঙ্গল সাধন করতে উদ্দীপিত হয়ে উঠি, এবং পাঠকের অন্তর সেই পুণ্যজনদের আদর্শে জ্বলন্ত হয়ে ওঠে।

আমরা কি, প্রতিবেশী দ্বারা অপমানিত হয়েও শুদ্ধতা রক্ষা করার জন্য বিনম্রতায় নিষ্ঠাবান হতে চাই? তবে আমাদের সামনে সেই আবেল আসুন, যাঁর বিষয়ে লেখা আছে, তিনি ভাইয়ের হাতেই নিহত হয়েছিলেন—এমন কথা নেই যে, তিনি তার প্রতিরোধ করলেন। আমরা কি আমাদের বর্তমান সুবিধার চেয়ে ঈশ্বরের আদেশগুলিকেই প্রাধান্য দিতে তৎপর? তবে সেই নোয়া এগিয়ে আসুন, যিনি নিজ পরিবারের যত্নের বিনিময়ে সর্বশক্তিমান প্রভুর আদেশে একশ' বছর ধরে জাহাজ-নির্মাণে ব্যস্ত থাকলেন।

আমরা কি বাধ্যতা গুণ আলিঙ্গন করতে চেষ্টা করছি? তবে সেই আব্রাহামের দিকেই লক্ষ রাখতে হবে যিনি গৃহ, গোষ্ঠী, দেশ ত্যাগ করে বাধ্যতা গুণে এমন স্থানের দিকে বেরিয়ে পড়লেন যা একদিন উত্তরাধিকার সূত্রে পাবার কথা—তিনি যে কোথায় যাচ্ছিলেন, একথা না জেনেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন। আর সেই চিরস্থায়ী উত্তরাধিকারের জন্য তিনি সেই উত্তরাধিকারীকেও বলিরূপে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হলেন, যাঁকে ঈশ্বর থেকেই পেয়েছিলেন। আর যেহেতু তিনি প্রভুর কাছে আপন একমাত্র পুত্রকে উৎসর্গ করতে অস্বীকার করেননি, সেজন্য বংশরূপে বহুজাতি লাভ করলেন।

আমরা কি, শত্রুতার যত মনোভাব ত্যাগ করে মঙ্গলময়তায় আমাদের মন উদার করতে ইচ্ছুক? তবে এসো, সেই সামুয়েলের কথা স্মরণ করি, যিনি জাতি দ্বারা নেতারূপে পরিত্যক্ত হয়েও যখন সেই একই জাতির মানুষেরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে তাঁকে অনুরোধ করল, তখন উত্তরে বললেন, *আমি যে তোমাদের হয়ে প্রার্থনা করতে বিরত হওয়ায় প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করব, তা দূরে থাকুক।* সেই পুণ্যবান ব্যক্তি মনে করছিলেন, যারা তাঁকে অস্বীকার করা পর্যন্তই তাঁর বিরোধী হয়েছিল, প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তাদের কাছে অনুগ্রহের মঙ্গলময়তা ফিরিয়ে না দিলে তিনি অপরাধী হবেন। আরও, প্রভুর আদেশে দাউদকে রাজপদে অভিষিক্ত করতে প্রেরিত হয়ে তিনি উত্তর দিলেন, *আমি কী করে যাব? একথা শুনলে সৌল আমাকে বধ করবে;* তথাপি যেহেতু তিনি জানতেন, প্রভু সেই সৌলের প্রতি বিমুখ, সেজন্য তাঁর জন্য এত দুঃখ করেছিলেন যে, প্রভু তাঁকে বললেন, *আর কতদিন তুমি সৌলের জন্য দুঃখভোগ করবে? আমি তো তাকে অগ্রাহ্যই করেছি?* এসো, তাঁর মনের মমতাপূর্ণ উদারতা লক্ষ করি—যাঁর দ্বারা নিহত হতে ভয় করছিলেন, তিনি তাঁরই জন্য চোখের জল ফেলছিলেন! তবে যাদের ভয় করি, আমরা কি তাদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে চাই? তাহলে যাকে এড়াই, অনিষ্টের প্রতিদানে তার অনিষ্ট করার কথা যেন না ভাবি—সুযোগ থাকলেও!

এসো, সেই দাউদের কথা স্মরণ করি: তাঁকে যিনি হত্যা করতে চাচ্ছিলেন, তাঁর সেই নির্যাতনকারী রাজাকে খুঁজে পেয়েও তিনি তাঁকে আঘাত করতে পারলেও সেই মঙ্গল বেছে নিলেন যা ছিল তাঁর কর্তব্য, ও সেই অমঙ্গল অস্বীকার করলেন যা ছিল সেই রাজার প্রাপ্য, এবং বললেন, *আমার প্রভুর প্রতি, প্রভুর অভিষিক্তজনের প্রতি এমন কর্ম করতে, তাঁর বিরুদ্ধে আমার হাত বাড়াতে প্রভু যেন আমাকে না দেন, কেননা তিনি প্রভুর অভিষিক্তজন।* আর যখন সেই সৌল শত্রুদের হাতে নিহত হলেন, তখন তিনি যাঁকে জীবনকালে অত্যাচারী বলে সহ্য করেছিলেন, মৃত্যুকালে তাঁর জন্য চোখের জল ফেললেন।

এই জগৎ-সংসারের প্রভাবশালীরা যখন ভুল করেন, তখন আমরা কি তাঁদের কাছে স্পষ্ট কথা বলতে অভিপ্রেত? তবে যোহনের অধিকার স্মরণ করি, যিনি হেরোদের শঠতা ভর্ৎসনা করে নিজ সত্যবাণীর পক্ষে নিহত হতে ভয় করলেন না। আর যেহেতু খ্রীষ্টই সত্য, সেহেতু সত্যের পক্ষে জীবন দেওয়ায় তিনি খ্রীষ্টের পক্ষেই

জীবন দিলেন।

শ্লোক সাম ১১৯:১০৪,১০৫; যোহন ৬:৬৮

℟ আমি ঘৃণা করি সকল মিথ্যা পথ।

℣ তোমার বাণীই আমার চরণ-প্রদীপ, আমার চলার পথের আলো।

℟ প্রভু, আমরা আর কার্ কাছেই বা যাব? অনন্ত জীবনের কথা আপনার কাছেই রয়েছে।

℣ তোমার বাণীই আমার চরণ-প্রদীপ, আমার চলার পথের আলো।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রবচন ৩১:১০-৩১

উত্তম গৃহিণী

গুণবতী নারী—তাকে কে পেতে পারে?
মণিমুক্তার চেয়েও তার মূল্য অনেক বেশি।
তার স্বামীর হৃদয় তার উপরে ভরসা রাখে,
সেই স্বামীর লাভের অভাব হবে না।
তার জীবনের সমস্ত দিন ধরে
সে স্বামীর মঙ্গল করে, তার অমঙ্গল নয়।
সে পশম ও ক্ষোম যোগাড় করে,
তার দু'হাত উদ্যোগের সঙ্গে কাজ করে।
সে এমন বাণিজ্য-তরণির মত,
যা দূর থেকে যত খাদ্য-সামগ্রী তার ঘরে আনে।
সে রাত থাকতেই উঠে তার ঘরের সকলের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে,
এবং দাসীদের উপযুক্ত নির্দেশ দেয়।
সে একখণ্ড জমির কথা বিচার-বিবেচনা করে তা কিনে নেয়,
কাজ করে অর্থ যোগাড় করেই সে সেই জমিতে আঙুরগাছ পোঁতে।
সে তৎপর হয়ে কোমর কষে বাঁধে,
কাজে ব্যস্ত থেকে দেখায় তার বাহুর কেমন শক্তি।
সে দেখতে পায়, তার কাজকর্ম সফলতা পাচ্ছে,
রাতেও তার প্রদীপ নিভে যায় না।
সুতাকাটার যন্ত্র হাতে নিয়ে
সে আঙুল দিয়ে টাকু চালায়।
দরিদ্রের প্রতি সে হাত বাড়ায়,
নিঃস্বের প্রতি বাহু প্রসারিত করে।
তুষারপাত হলেও তার ঘরের কারও জন্য সে ভয় পায় না,
কারণ সকলে গরম কাপড় পরে আছে।
সে নিজে নিজের বিছানার কম্বল বুনে তৈরি করে,
তার পরন সূক্ষ্ম ক্ষোম ও বেগুনি দামী কাপড়।
তার স্বামী নগরদ্বারে সম্মানের পাত্র,
সেখানে সে দেশের প্রবীণদের সঙ্গেই আসন গ্রহণ করে।
সে নিজে ক্ষোমের কাপড় তৈরি করে তা বিক্রি করে,
বণিকের জন্য কোমর-বন্ধনী সরবরাহ করে।

শক্তি ও মর্যাদা, এই তো তার পরন,
সে হাসিমুখেই আগামী দিনের অপেক্ষায় থাকতে পারে।
সে প্রজ্ঞার সঙ্গে মুখ খোলে,
তার জিহ্বায় সহৃদয় নির্দেশবাণী উপস্থিত।
বাড়ির সকলের আচরণের দিকে সে লক্ষ রাখে,
তার অন্ন অলসতার ফল নয়।
তার সন্তানেরা উঠে তাকে সুখী ঘোষণা করে,
তার স্বামীও উঠে তার প্রশংসাবাদ করে বলে,
'অনেক নারী আপন কর্মে নিজেদের গুণবতী দেখিয়েছে,
কিন্তু তাদের সকলের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠা।'
কমনীয়তা প্রবঞ্চক, সৌন্দর্য অসার,
কিন্তু যে নারী প্রভুকে ভয় করে, সে-ই প্রশংসনীয়া।
তার কর্মের ফল তাকে দেওয়া হোক,
নগরদ্বারে তার নিজের কর্মই তার প্রশংসাবাদ করুক।

শ্লোক প্রবচন ৩১:১৭,১৮; সাম ৪৬:৬

প্র সে তৎপর হয়ে কোমর কষে বাঁধে, কাজে ব্যস্ত থেকে দেখায় তার বাহুর কেমন শক্তি।
উ তার প্রদীপ কখনও নিভে যাবে না।
প্র পরমেশ্বর তারই মধ্যে থাকেন : সে টলবে না, ভোরের আবির্ভাবেই তিনি তার সহায়তা করবেন।
উ তার প্রদীপ কখনও নিভে যাবে না।

দ্বিতীয় পাঠ - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এল্‌রেডের উপদেশাবলি **প্রভুর আত্মপ্রকাশ, উপদেশ**

প্রভু দ্বারা প্রস্তুত করা সেই পবিত্র জনগণ

এসো, একটু দেখি বিবাহ কীভাবে ঘটান হয়। একটা লোক নিজের পছন্দ মতই একটা কন্যাকে স্ত্রীরূপে নিতে চায়। বহু কন্যাদের মধ্যে সে একটাকেই বেছে নিয়ে ঘটক পাঠায় যেন বিবাহের জন্য পূর্বপ্রস্তুতি ব্যবস্থা করে, অর্থাৎ কিনা সেই ঘটক যেন তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করে, তার ধন-ঐশ্বর্যের গুণগান করে, তার সুবুদ্ধির কথা প্রচার করে। তাতে কন্যা তার প্রতি প্রেমে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে। প্রেম বাসনা জন্মায়, বাসনা ব্যক্তিগত পরিচয়লাভ উৎপন্ন করে, আর ব্যক্তিগত পরিচয়লাভ সম্মতি ফলায়—তখন বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। নানা খাদ্য ও পানীয় ব্যবস্থা করা হয়, পশু কাটা হয়, বহু উত্তম দ্রব্য-সামগ্রীর আয়োজন করা হয়।

এখন এসো, সাংসারিক থেকে আধ্যাত্মিক বিষয়েই চোখ তুলি। যিনি পিতার বুকে নিত্য বিরাজমান ঈশ্বর ও স্বর্গের রাজা, সেই ঈশ্বরের পুত্র নিজ আবাস থেকে সকল জগদ্বাসীদের উপর দৃষ্টিপাত করলেন; আর দেখ, একটি কন্যাকে দেখা মাত্রই *রাজা তার সৌন্দর্যে আসক্ত হলেন।* কেইবা ছিল সেই কন্যা? আমি স্পষ্ট কথা বলব তোমরা যেন বুঝতে পার। কন্যাটি ছিল সেই পবিত্র সমাজ যাকে তিনি জগৎসৃষ্টির আগেই আহ্বান, ধর্মময়তা ও গৌরব লাভের উদ্দেশ্যে মনোনীত করে রেখেছিলেন। তিনি কীভাবে তাকে দেখেন? তিনি তো দেখেন না এই আমাদের মত, যাদের কাছে অতীত ঘটনা গুপ্ত, ভাবী ঘটনা রহস্যময়, ও বর্তমান যত কিছু চোখের সামনে থাকলেও ঝাপসা। তিনি বরং সেই পবিত্র সমাজকে প্রথমজন থেকে শেষ মনোনীতজন পর্যন্ত স্পষ্টই দেখতে পান—একজনের পর একজনকেও নয়, একজনের আগে অপর একজনকেও নয়, বরং একবারই, চিরকালের মত ও একইভাবে সমাজটাকে গোটাই দেখতে পান। সেই সমাজ নিজে থেকে কালো, কিন্তু তাঁর গুণে শুদ্ধ; তার সৌন্দর্যের জন্য সে অপদূতদের শিকার, কিন্তু তাঁর গুণে সে তাঁর মধুরতম আলিঙ্গনের জন্য তৈরী। একেই তিনি মনোনীত করলেন, একেই ভালবাসলেন—নিজের সান্ত্বনার জন্য নয়, বরং তিনি যেন সেই কলুষিতাকে শোধন করতে পারেন, সেই রোগপীড়িতাকে নিরাময় করতে পারেন, সেই বন্দিনীকে মুক্ত করতে পারেন, সেই দুর্ভাগাকে নিজের সঙ্গে মিলিত করে ধন্যা করতে পারেন।

আর যেহেতু এমনটি প্রয়োজন যে, প্রেমিকা প্রেমিককে স্বেচ্ছায়ই প্রেম করবে, সেজন্য তিনি দূত প্রেরণ করলেন যাঁরা তাঁর নিজের কথা প্রচার করবেন, তাঁর সৌন্দর্যের প্রশংসা করবেন, তাঁর প্রজ্ঞার গুণকীর্তন করবেন, এবং তাঁর ধন-ঐশ্বর্য ও পরাক্রমের কথা ধ্বনিত করবেন। তাই তাঁর বহু দূত ছিলেন, যাঁদের কাছে তিনি একপ্রকার অবর্ণনীয় আলোতে আপন দেহধারণের রহস্যময় কথা, মনোনয়নের গভীরতা, আহ্বানের বিস্তার, প্রতিশ্রুতির উচ্চতা ও প্রত্যাশার দৈর্ঘ্য প্রকাশ করে তাঁর গুপ্ত সঙ্কল্প ব্যক্ত করলেন। এভাবে ঐশপ্রকাশ গুণে যাঁরা এসব কিছু জানতে পেরেছিলেন, রহস্যের দৈর্ঘ্য, বিস্তার, উচ্চতা ও গভীরতা উপলব্ধি করতে উপযুক্ত হওয়ায় তাঁরা সেই সবকিছু অন্যান্যদের কাছে শিখিয়ে দিলেন। বস্তুতপক্ষে, সকল মনোনীতজনের সেই ধন্য সমাজ একটিমাত্র হলেও—যার জন্য তার বিষয়ে বলা হয়, *আমার কপোতী, সে তো অনন্যা!* তবু যাঁরা তাঁর অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর আগমনের কথা পূর্বঘোষণা করলেন, তাঁরা ত্রাণকর্তার দূত বলে অভিহিত।

এবার এসো, দেখি কেমন করে এই দূতেরা প্রভুর মনোনীত কনের হৃদয়ে প্রভুর প্রতি জ্বলন্ত প্রেম সঞ্চার করলেন। কনের বিষয়ে পুণ্যবান মোশী বলেন, *তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার জন্য আমার মত এক নবীর উদ্ভব ঘটাবেন; তাঁরই কথায় তোমরা কান দেবে।* তিনি বলেন, *আমারই মত।* সেই কালের কথা চিন্তা করলে তেমন প্রশংসা সত্যিই মহান। কেননা সেই সময়ে কোন্ ভক্তজন প্রভুর প্রতি জ্বলন্ত প্রেমে উদ্দীপ্ত না হত, একথা জেনে যে তিনি মোশীর মতই হবেন? যেরেমিয়াও তাঁর প্রশংসাবাদ করায় ক্ষান্ত হননি; তিনি বললেন, *প্রভু, তুমি মহান, তোমার নামের পরাক্রমও মহান; দেশগুলোর সমস্ত প্রজ্ঞাবান লোকের মধ্যে, তাদের সকল রাজ্যের মধ্যে তোমার মত কেউ নেই।*

সুতরাং, ভ্রাতৃগণ, শাস্ত্রের অসংখ্য সাক্ষ্যদানের মধ্য থেকে এগুলিই যথেষ্ট হোক, কারণ এই স্বল্প কথার মাধ্যমেও কনের অন্তর প্রভুর প্রতি জ্বলন্ত প্রেমে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে পারে। প্রেম বাসনা উদ্দীপ্ত করল, আত্মিক বাসনা তাঁর আগমনের যোগ্য হয়ে উঠল, আর এইভাবে বিশ্বাসের মধ্যস্থতায় উভয়ের সম্মতি দেখা দিল: আর দেখ, বিবাহভোজ এবার তৈরী।

শ্লোক ইসা ৬০:২১; ৬২:১২ দ্রঃ

প্র তোমার জনগণ, তারা সকলেই, ধার্মিক হবে, তারা চিরকালের মত দেশ অধিকার করবে:

উ তারা যে আমার রোপিত গাছের শাখা, আমার আপন হাতের কাজ—আমার গৌরবের উদ্দেশ্যে।

প্র তারা এই নামেই আখ্যাত হবে: পবিত্র জাতি, প্রভুর বিমুক্ত।

উ তারা যে আমার রোপিত গাছের শাখা, আমার আপন হাতের কাজ—আমার গৌরবের উদ্দেশ্যে।